ডক্টর দাশের অবিস্মরণীয় উপন্যাস

স্বাধিকার—৬৲

ডবল ডিমাই ৩১৯ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ উপন্যাস

যে বই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে, সে বইটি আজই আপনার পাঠাগারে নিন।

শাশ্বত সাহিত্য — বহু প্রশংসিত, অপূর্ব্ব ও অনিন্দ্য।

রাজশেখর বসু — "নিপুণ হস্তে বাংলার এক দুর্দ্দিনের চিত্র এঁকেছেন।"

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — "ডক্টর দাশ ঔপন্যাসিক হিসাবেও বিশিষ্ট সফলতা লা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা যুক্তিধর্ম্মী ও আবেগময়। বিশেষতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিক্ষে ও অনিশ্চয়তা তাঁহার উপন্যাসে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রেমের রমণীয়তা তাঁ গীতিধর্ম্মী ভাষার গুণে চমৎকার ভাবে ফুটিয়াছে। তাঁহার উন্নত আদর্শবাদ, ভবিষ্যৎ ভা রূপকল্পনাও তাঁহার উপন্যাসকে দেশাত্মবোধের মহনীয় প্রকাশে উন্নীত করিয়াছে।"

ডক্টর দাশের রসদীপ্ত রচনাসম্ভার

১। The soul of India — Rs. 12

A book that may change your whole life. It contains the illuminati and fascinating lectures delivered by him in different part of the globe.

২। বিশ্বপরিক্রমা (প্রথম পর্ব্ব) ৩৲

৩। য়ুরোপ (ভ্রমণ-স্মৃতি) ৫৲

৪। ভারত-বাণী — ৬৲ — সর্ব্বত্র প্রশংসাধন্য অনুপম গ্রন্থ।

৫। Vaishnava Lyrics—৩৲ ৬। রাজাবর্দ্ধন — ২৲ ৭। একলব্য —

৮। বৈদিক জীবনবাদ — ১৲

ভারত-সংস্কৃতিপরিষদের বই

১। Indian culture—Rs. 10 ২। ভারত-সংস্কৃতি—৫৲ ৩। মহেন্দ্রনাথ

আলোক-তীর্থ

প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা—৩৩

P36201

আন্তর্জ্জাতিক চাউল কমিশন

কর্ত্তৃক

উচ্চ প্রশংসিত

যে কোন উৎসবে

সুগন্ধি

বাসমতী চাউলের

'পোলাও'

পরম উপভোগ্য

পশুপতি দাস এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

"ভারতের সর্ববিধ চাউলের শ্রেষ্ঠতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান"

৪৩/২ ও ৩৭ এ, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪

টেলিফোন : ২৪-৪৩৮১/৮২ টেলিগ্রাম : 'রাইসকিংস'

বিঃ দ্রঃ কমবেশী যে কোনও পরিমাণ চাউল বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে।।

রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব খাতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ ম
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে অ
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন ম
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি,
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যা
ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও
বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, ম
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ
স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম·বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ড এম,সি,এস (আমেরিকা), ভাগল কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূত অধ্যাপক।

DR. BISHNU'S

GASTRIC MIXTURE

For
Indigestion
Acidity
Gastric and
Duodinal
ulcers,
Colic Pains
Liver Troubles
High Blood
Pressure,
Insomnia
Hystoria
Rheumatic
Pains.

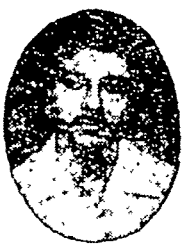

ইহা
সর্বপ্রকার
অম্ল, অজীর্ণ
গ্যাসট্রিক ও
ডিওডিনাল
আলসার,
শূলব্যথা,
লিভারের ব্যথা,
হাই ব্লাড্ প্রেসার
অনিদ্রা
হিষ্টিরিয়া ও
বাতের বেদনা
নাশক।

C. D. L.....

Batch. ... .

SAROJINI KUTIR

BARASET, W.BENGAL

BOOKS•ARE THE MOST PRECIOUS

JEMS OF LIFE.

FOR ALL BOOKS,

CONTACT

DAS GUPTA

& COMPANY PRIVATE LTD.

BOOKSELLERS SINCE 1886

54-3, COLLEGE STREET, CALCUTTA-12

Phone : 34-3875

আমাদের প্রকাশিত কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক

সটীক, সচিত্র ও বিশুদ্ধ

সপ্তকাণ্ড

কৃত্তিবাস-রামায়ণ

কবিভূষণ **পূর্ণচন্দ্র দে**, কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর, বি, এ, সম্পাদিত (চতুর্থ সংস্করণ)

বড়-বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা। উৎকৃষ্ট কাগজে ১৫খানি ত্রিবর্ণ ও ১৬খানি একবর্ণ হাফটোন চিত্রে সুশোভিত। ইহাই একমাত্র সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রামায়ণ।

মূল্য—১২৷৷০ টাকা।

সটীক, সচিত্র ও বিশুদ্ধ

অষ্টাদশপর্ব্ব

কাশীরামদাস-মহাভারত

শ্রীবিনোদলাল চক্রবর্ত্তী, এম্, এস, সি সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার অধ্যাপক ডক্টর **সুকুমার সেন**, এম্, এ, পি, এইচ, ডি লিখিত কাশীরামদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ভূমিকা সংবলিত বড়-বড় অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। বহু ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্র ও চিত্তাকর্ষক প্রচ্ছদপটে সুশোভিত।

মূল্য—১৬৲ টাকা।

সচিত্র

শ্রীমদ্ভাগবত

[সমগ্র মূলগ্রন্থের বাঙ্গালায় গদ্যানুবাদ]

পণ্ডিত-কুলতিলক আচার্য্য পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ অবলম্বনে পণ্ডিতপ্রবর **শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ**, এম্, এ, কর্ত্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত। মূল্য—১৫৲ টাকা।

চক্রবর্ত্তী চাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ—৫নং কলেজ স্কোয়ার কলি-১২

THE CENTRAL BANK OF INDIA, LIMITED.

(Incorporated in India. Liability of Members is Limited.)

ESTABLISHED—December, 1911.

HEAD OFFICE :—Mahatma Gandhi Road, Fort, BOMBAY, No. I,

Authorised Capital	Rs. 6,30,00,000/-
Subscribed Capital	Rs. 5,76,66,125/-
Paid-up Capital	Rs. 3,14,54,250/-
Reserve Fund & other Reseves ...	Rs. 4,03,60,820/-
Deposits as at 31. 12. 57. ...	Rs. 1,55,14,50,664/-

DIRECTORS :

Sir Homi Mody K. B. E. (Chairman)

Cooverji Hormusji Bhabha Esq. (Vice-Chairman)

Dinshaw D. Romer Esq.,
Monmohandas Madhavdas Amersey Esq ,
Framroze J. Gazdar Esq.,
Sir Jamsetjee Jejeebhoy Bart Esq ,
Dharamsey Mulraj Khatau Esq.,
C. P. Wadia Esq.,
Chimanlal B. Parikh Esq.,
His Highness Sir Jiwajirao Madhavrao Scindhia, G. C. S. I., G C. I. E. Maharaja of Gwalior.,

Mr. N. K. Karanjia, General Manager.

Branches and Pay Offices throughout India, Pakistan, Burma & London.

LONDON BRANCH - 159 Fenchurch Street, LONDON E. C. 3.

NEW YORK AGENTS : The Guaranty Trust Co. of New York
The Chase Manhattan Bank.

Banking business of every description transacted on terms which may be ascertained by application.

LOCAL BRANCHES :—Calcutta—33, Netaji Subhas Road,
Ballygunge 200/2C, Rash Behari Avenue,
Barabazar—71, Cross Street,
Bhowanipur 8A, Russa Road,
Hatkhola—100, Sova Bazar Street,
New Market—10, Lindsay Street,
Shambazar—133, Cornwallis Street,
Howrah—18-A. Grand Trunk Road,

Branches in West Bengal :—Asansol, Bankura, Burdwan, Jalpaiguri, Kalimpong, Raiganj, Siliguri, Purulia.

Branches in Bihar :—Arrah, Bagaha, Bettiah, Bhagalpur, Chapra, Colgong, Darbhanga Deoghar, Forbesganj, Gaya, Jamshedpur, Jaynagar, Katihar,, Khagaria, Kishenganj, Lakhisarai, Motihari, Monghyr, Muzaffarpur, Patna, Patna City, Raxaul, Samastipur, Sahibganj, Sasaram, Sitamarhi, & Sewan.

Branch in Orissa :—Sambalpur.

KEEP YOURSELF WELL-INFORMED

THE "WEEKLY WEST BENGAL"	News magazine on current affairs : West Bengal, India and the World. Rs. 6 yearly. Rs. 3 half-Yearly.
THE "KATHA-BARTA"	Weekly news magazine in Bengali on Social and economic affairs of West Bengal. Rs. 3 yearly. Rs. 1. 50 half-yearly.
THE "BASUNDHARA"	Bengali monthly on rural agricultural economics and Co-operation. Rs. 2 yearly.
SRAMIK VARTA	Bilingual-Bengali and Hindi fortnightly on labour welfare. Rs. 1. 50 yearly and. 75 nP. half-yearly.
THE "PASCHIM BANGAL"	An illustrated weekly news magazine in Nepali. Rs. 3 yearly, Rs. 1. 50. half-yearly,
THE "MAGHREBI BANGAL"	Illustrated Urdu fortnightly on current affairs. Rs. 3 yearly, Rs. 1. 50 half-yearly.

N. B.—(i) Subscriptions are payable in advance ;
(ii) Advertisements accepted for all the journals ;
(iii) Wanted selling agents all over India ;
(iv) Copies are not supplied by V. P. P.

Please write to :—

THE DIRECTOR OF PUBLICITY,
HOME (PUBLICITY) DEPARTMENT
WRITERS' BUILDING, CALCUTTA.

আধুনিক অলঙ্কার শিল্পে

খাঁটি গিনি সোনার রুচি-সুন্দর

গহনার অভিজাত প্রতিষ্ঠান।

সততা এবং নির্ভরতা আমাদের বিশেষত্ব।

BECHARAM DAW

Manufacturing Jewellers
Gold and Silver smiths
and
General order Suppliers.

বেচারাম দাঁ

১০২/১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড, তালতলা

কলিকাতা—১৪

For SANITARY, DRAINAGE
& TUBE-WELL.

M. L. ROY & CO

East Bengal Plumbing Stores,

Importers, Dealers in Plumbing,
Tube-Well, C. I. R. W. Pipes,
Sanitary Goods & General
Order Suppliers,

HEAD OFFICE : 28, College Street Cal-12.
Phone : 34 3274
BRANCH OFFICE : 188A, R. B. Avenue
Calcutta-29.
Phone : 46-4824

মনোরম আসবাব, নিপুণ এবং রুচিকর,
সজ্জার জন্য আমাদের সন্ধান করুন।

SAHA DECORATING CO.

Contractors & General
order Suppliers

22, Russa Road, South Tollygange
Near Bara Masjid
Calcutta-33

MAJUMDAR CLINIC

Opticians and Dentists
43/3 Harison Road, Amherst Street Junctin,
Calcutta-9

অভিজ্ঞ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত নীরদ ভূষণ মজুমদার মহাশয়ের সুপরিচালনায় অত্যল্প মূল্যে নিখুঁত চশমা দেওয়া হয় এবং উত্তমরূপে দাঁত বাঁধাই করা হয়।
সর্ব্ব প্রকার যত্ন লওয়া হয়—পরীক্ষা প্রার্থনীয়

ফোন : ৩৪-৩৭০০
৪৩/৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

সূচী পত্র

জীবন মন্ত্র ১
ভারতযান ও সংস্কৃত—ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর মতিলাল দাশ ৩
ভারত সংস্কৃতি পরিষদের ইতিহাস—প্রীতিরাণী দাশ ৮
সায়ণাচার্য্য—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ১০
সুগত স্মরণে (কবিতা)—কালিদাস রায় ১৮
ভারতীয় সংস্কৃতি সাধনায় নারী—বীণাচক্রবর্ত্তী ১৯
প্রণাম (কবিতা)—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ২২
নিরাকার নিরঞ্জন—মহর্ষি প্রেমানন্দ ২২
ভারত-সংস্কৃতিপরিষৎ— ২৭
আশা (গান) ২৯
Netaji Subhas—Dr. Matilal Das ৩০
Peace and Power ৩৩
The cultural week of the Bharat-Sanskriti Parishat (a report). ৩৬
Bharat-Sanskriti Parishat. ৩৭
The price of a song ৪৪

সেখানে সকলেই
পছন্দ করেন

লক্ষ্মীবিলাস

কেশ তৈল

*

এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

ভারত-সংস্কৃতি পরিষদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান

ভারত বাণী ! ভারত বাণী

মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

ভারত বর্ষের সভ্যতার এক চিন্ময় পরিচয়, পড়িলে আপনি ভারতকে চিনিবেন ও জানিবেন।

এই বইটি সম্বন্ধে **আনন্দবাজার বলেন**—"ডাঃ দাশ বিবিধ মহৎ বিষয়ে এক বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ের লেখা ৩০টি প্রবন্ধের সংকলন ; কিন্তু বিষয়গুলির একটি যোগসূত্র আছে বলিয়া সেগুলি সহজেই গ্রন্থাকার পাইয়াছে। ইহাতে প্রধানতঃ বেদ বিষয়ে দশটি প্রবন্ধ আছে ; তাহা ছাড়া, উপনিষদ, গীতা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। বুদ্ধ-জরথুস্ত্র এবং রামকৃষ্ণদেবের বাণী ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কালিদাস, বৈষ্ণব সাহিত্য, লোকসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের সবিশদ পরিচয় দেওয়া আছে। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির একটা সামগ্রিক ছবিই প্রবন্ধগুলির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ডাঃ দাশের ভাষা সরল অথচ বিষয়ানুরূপ গম্ভীর। প্রত্যেকটি প্রবন্ধে তাঁহার আন্তরিক প্রয়াস ও যত্নই যে শুধু প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে, আলোচ্য বিষয়গুলি তাঁহার সহজ আয়ত্তে থাকায় অপরের পক্ষেও ইহা অনায়সবোধ্য হইয়াছে।"

VAISHNABA LYRICS VAISHNABA LYRICS

মূল্য তিন টাকা মাত্র।

বৈষ্ণব পদাবলীকে ইংরেজী গদ্য কবিতার মাধ্যমে নবভাবে আস্বাদন করুন

বৈদিক জীবনবাদ

এক টাকা মাত্র !

বইটির সম্বন্ধে **যুগান্তর বলেন**—"কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে লেখক কর্তৃক প্রদত্ত দুইটি ভাষণের সমবায়ে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। বৈদিক জীবনবাদ ও কর্মবাদ মানুষকে দুর্বল করে ও বৈরাগ্যের দোহাই দিয়া কর্মবিমুখ করে, এই রকম ধারণা অনেকের আছে। এই সুলিখিত ভাষণ দুইটি তাঁহাদের পাঠ করিতে অনুরোধ করি। লেখক বেদের বিভিন্ন অংশ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, বেদ মানুষকে, মাটির ধরাকে ভালবাসিতে, সুস্থ, সবল ও দীর্ঘ কর্মময় জীবন যাপন করিতেই শিখাইয়াছে ; পলায়মান ভীরুর মত সংসার ত্যাগ করিতে শিখায় নাই। রচনার প্রতিটি ছত্র উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।"

ভারত-সংস্কৃতি পরিষদ

আলোক-তীর্থ

ব্লক—কে, প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩

সংস্কৃতি

জীবন-মন্ত্র

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভিঃ যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈঃ তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষম্ শান্তিঃ
পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ
সর্ব্বম্ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ
সা মা শান্তিরেধি ॥

মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥

সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্ সংবো মনাংসি জানতাম্।

ইন্দ্রং বর্ধন্তো অপ্তুরঃ কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য্যম্। অপঘ্নন্তো অরাব্ণঃ ॥

মধুমন্ মে পরায়ণং মধুমৎ পুনরায়নম্।
তা নো দেবা দেবতয়া যুবং মধুমতস্কৃতং ॥

অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শন্তিবাম্ ॥

মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥

স নঃ পিতা জনিতা স উত বন্ধুঃ।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

ভদ্রং নো অপি বাতয় মনো দক্ষমুত ক্রতুম্।
অধা তে সখ্যে, অন্ধসো বি বো মদে রণন্ গাবো ন যবসে বিবক্ষসে॥

অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভু রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্, ন বিভায় মৃত্যোরাত্মানম্ ধীরমজরম্ যুবানম্।

অনাগসো অদিতয়ে দেবস্য সবিতুঃ সবে।
বিশ্বা বামানি ধীমহি॥

ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহি
চিত্তি দক্ষস্য সুভগত্বমস্মে।
পোষং রয়ীণাম্ অরিষ্টিং তনূনাম্
স্বাধ্যানং বাচঃ সুদিনত্বমহ্নাম্॥

ময়ি বর্চো অথো যশো থো যজ্ঞস্য যৎপয়ঃ।
তন্ময়ি প্রজাপর্তিদিধি দ্যামিব দৃংহতুঃ॥

অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বম্ উত্তিষ্ঠত প্র তরতা সখায়ঃ।
অত্রা জহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবান্ বয়মুত্তরেমাভি বাজান্॥

চক্ষুর্নো ধেহি চক্ষুষে, চক্ষুর্বিখ্যৈ তনূভ্যঃ
সং চেদং বি চ পশ্যেম।

ভারতযান ও সংস্কৃত

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ও

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

পৃথিবীতে নানাজাতি মানুষের বাস। পৃথিবীর যে সংস্কৃতি সে এই নানা জাতি মানুষের আহৃত উপাদানের সমবায়ে সমৃদ্ধ। সর্ব্বমানবের সমষ্টিগত আত্মপ্রকাশের অভিব্যক্তিকেই আমরা সভ্যতা বলি। সভ্যতার ইতিহাসে বিশেষ বিশেষ মানবগোষ্ঠী যে বিশেষ দান করেছেন, যে বিশেষ শীল ও চর্য্যা বা আচরণ তাহাদিগকে চিহ্নিত করেছে—যে দৃষ্টিভঙ্গী তাদের স্বরূপ সুস্পষ্ট করে দেয়, তাকে জার্ম্মাণেরা বলে weltanschaung—এটাই তাদের Ism—হেলেনিক জাতির বৈশিষ্ট্য হেলেনিজম, হিব্রুজাতির হিব্রেইজম, বাংলায় আমরা বলতে পারি যান—গ্রীকযান, হিব্রুযান—ভারতযান।

ভারতবর্ষের রীতি, নীতি, ও ভারত-ধর্ম্ম যে বিশেষ পথের কথা বলে, যে পথে চলে, যে আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাকেই সংক্ষেপে ভারত-যান বলা হয়েছে এই নিবন্ধে।

ভারত-সংস্কৃতির সেই দৃষ্টিভঙ্গী বলবার আগে, আমরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির দানের কথা বলছি। গ্রীক-জাতির weltanschaung—বা তাদের Attitude to life, তাদের way of life বা view of life হেলেনিজম। প্রাচীন গ্রীকদের হেলেনিজ বলা হত—তারা যে ভাবে চলেছে—সেই পথের মর্ম্মবাণী সৌন্দর্য্যবোধ। গ্রীকজাতির দৃষ্টিতে যা পড়েছে, তাকেই তারা সৌন্দর্য্যবোধে উদ্দীপ্ত করেছে—মানুষের দেহ ও পরিবেশের সুষমা তাদের কাছে নিখুঁত ভাবে পরিদৃষ্ট হয়েছিল। গ্রীক সাহিত্য ও কলায় এই দৃষ্টিভঙ্গী এনেছিল—পরিপূর্ণ সুষমা ও সামঞ্জস্য—যা সৌন্দর্য্যপিপাসায় বিভোর—যার গুহাহিত রহস্য রসবোধের রহস্যে অন্তর্নিহিত। কিন্তু এই রসবোধ উদ্বেল নয়, ফেনিল নয়, গ্রীসের মাত্রাবোধ অদ্বিতীয় ছিল—অত্যুক্তি ও উচ্ছ্বাসের অভাব ছিল, তার বদলে পরিমিতি বোধ তাদের সকল কাজে আনত শৃঙ্খলা। সর্ব্বোপরি ছিল মানবিকতা বোধ। দাসত্বপ্রথাকে চোখের বাইরে রাখলে, আমরা গ্রীকজাতির গণতান্ত্রিকতার আশ্চর্য্য স্ফুরণে বিস্ময়ই বোধ করি। বাস্তবপ্রিয়তা তাদের প্রথম বৈজ্ঞানিক করেছিল—প্রথম রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ করেছিল। সমগ্র মানুষের প্রতি প্রীতি ও দরদকে গ্রীকেরা বলত Anthropotes—লাতিন ভাষায় সেটা হয়েছিল Humanitas—যাকে ইংরেজীতে বলা যায় Humanity. মানবপ্রীতি এক পরম সত্তার বোধে প্রস্ফুট হয়েছিল। গ্রীক দার্শনিক ও চিন্তাবীরদের রচনায় এই ভাগবত অনুভূতি নবীনতা দিয়েছিল। এই সমস্ত বিশেষত্বের সমাহারকেই আমরা বলি গ্রীকযান বা Hellenism. অন্য জাতির মধ্যে এসব ধারণা ছিল না তা নয়, তবে এই ভাবধারায় গ্রীক মনন ও ধ্যান প্রকর্ষ লাভ করেছিল।

হিব্রুযান খৃষ্টধর্ম্মের মাধ্যমে মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক য়ুরোপীয় মানসের স্রষ্টা। হিব্রু মতবাদের প্রাধান্য রয়েছে ভাগবত বিশ্বাসে এবং ধর্ম্মবোধে—ভগবানের ঐক্য ও সর্ব্বশক্তিমত্তায় এবং সেবা ও পূজার মাঝে ব্যক্তিমানুষের সহিত এই পরম সত্তার সক্রিয় যোগ সম্বন্ধে হিব্রু জাতি বিশেষ গোঁড়া। এর থেকে এসেছে হিব্রু পাপবোধ—অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে মানুষ সেই পাপের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। মানুষের পাপ সহজ নহে, কারণ তার শাস্তি চিরন্তন নরকবাস। এই ভাবধারা হিব্রু চিন্তাকে পরিপুষ্ট করেছে।

লাওৎজে এবং কনফুসিয়াস যে চীনা সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন—সেই চীনতন্ত্রে আমরা দেখি বিশ্বাতিশায়ী অদৃশ্য সত্তার সুগভীর অনুভূতি—মানুষ ব্যক্তি এবং সমষ্টি—উভয় ভাবেই সেই অসীমের সাথে সুর মেলাতে পারলে, সেই পরম ভূমার উপলব্ধির মাঝেই পাবে জীবনের ঈপ্সিত সুখ ও আনন্দ। কিন্তু এই অনন্তের আহ্বান মেনেও সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে মানুষকে মানতে হবে এক সুষম সংযত নিয়মানুগত্য—যে শীলপালন তাকে বিবর্দ্ধিত ও বিকশিত করবে।

য়ুরোপীয়তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। সে বিশ্বাস করে মানুষ বিজ্ঞানের বলে প্রকৃতিকে জয় করবে—বুদ্ধির দীপ্তিকে পরম প্রমা মনে করে সে পথ চলে, কিন্তু তা হলেও ভাব ও মননের মাঝে দার্শনিকতার উপলব্ধিকে সে তুচ্ছ করে না। মানবতাবোধ য়ুরোপযানের বৈশিষ্ট্য। য়ুরোপযানের সব চেয়ে দোষ তার ধর্ম্মের গোঁড়ামি এবং আভিজাত্যের অন্ধ গর্ব্ব—নিগ্রো নির্য্যাতন, ইহুদী নির্য্যাতন, এই হীন, নীচ ও জঘন্য মনোবৃত্তি জাত।

ইসলাম আরব যান, কিন্তু পরে ইরাণের সংস্পর্শে সুফীমতবাদে পরিণত হয়। ভারতীয়তা এবং গ্রীকভাব-ধারায় পুষ্ট হয়ে সুফীমতবাদ মানুষের হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

অনেকে জানেন না যে আফ্রিকারও একটী অবদান আছে—সেটা ব্যক্তিগত দর্শনের ফলে সুনীতিবাবু বলেন—জড় ও অজড়ে অদৃশ্যশক্তির উপলব্ধি, জীবনের চিরবিহ্বলতা, পরম সত্তায় বিশ্বাস, ব্যক্তির চেয়ে সমাজ বড় এই অনুভব, সুর, বর্ণ এবং রূপ এই তিন তত্ত্বের পরিপূর্ণ বোধ—এইগুলিকে আফ্রিকার নানা জাতির এক মিলিত জাতীয়তা বলা যেতে পারে।

ভারত-সংস্কৃতির যে দৃষ্টিভঙ্গীকে ভারতধর্ম্ম বা ভারতযান বলা যায়, তার স্বরূপ কি, তার পরিচয় কি? মূলতঃ ব্রহ্মবোধ—জগতের অনির্ব্বচনীয় পরম সত্তার উপলব্ধি। এই অনুভূতি আসে বোধিতে বা জ্ঞানে বা জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে। সেই পরম ভূমা—সেই ব্রহ্ম—এক অবিভাজ্য সত্তা। সেই অরূপের প্রকাশ বহুরূপ—সেই প্রকাশের বৈচিত্র্যই নানা দেব ও দেবীর পুরাণ কথায় প্রকটিত। মানুষের পরম পুরুষার্থ সেই ব্রহ্মলাভ—অতীন্দ্রিয় অনির্ব্বাচ্য—তিনি বিশ্বানুগ অথচ বিশ্বাতিগ। প্রপঞ্চ তিনি অথচ প্রপঞ্চাতীত। ব্রহ্মোপলব্ধি হবে মানুষের অন্তরতম অন্তরে—মানুষের আচার ও আচরণ, শীল ও চরিত্র এই পরম বোধে উদ্দীপ্ত করতে হবে।

পৃথিবীতে দুঃখ ও ব্যথা আছে। সেই দুঃখাতিক্রমের পন্থা তিনটি—জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তি। কর্ম্ম ও সংসারের চক্রে জীবনের খেলা চলে। মানুষের অবারিত কর্ম্মই তাহার অদৃষ্ট গড়ে এবং কর্ম্মানুসারেই মানুষের জন্মান্তর হয়।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই উপলব্ধি—জীবের প্রতি ভারতবর্ষের অসীম শ্রদ্ধা—সেবা ও কর্ম্মে শিবরূপী জীবের পূজা পরম ধর্ম্ম। এই মনোভাবের প্রকাশ দুইরূপ—অহিংসা নেগেটিভ—কিন্তু তার পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখি উপেক্ষা, মুদিতা ও করুণা ও মৈত্রীতে। অপরের কৃত হিংসা ও অন্যায়কে মনে না করা উপেক্ষা—সর্ব্বকালে ও সর্ব্বাবস্থায় প্রফুল্লতা ও আনন্দবোধ মুদিতা—সহমর্ম্মিতার দরদকে করুণা বলা যায়, আর উপকারের মাধ্যমে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়। মৈত্রী সক্রিয় বন্ধুত্ব।

ব্রহ্মবোধের সাথে রয়েছে ঋত-বোধ। এই ঋতই পৃথিবীকে ধারণ করে—জগৎকে পরিচালনা করে। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই ভারতের কাম্য। গায়ত্রী মন্ত্রে প্রার্থনা—তিনি যেন আমাদের ধীকে পরিচালিত করেন। মনন করেই বলে মানুষ—মননশক্তি এই মানুষের সত্য পরিচয়। বুদ্ধিদীপ্ত যাত্রা বলেই ভারতবর্ষ সহিষ্ণু উদারতা জন্য জগজ্জয়ী কীর্ত্তির অধিকারী। "একম সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।

স্বাধ্যায় মানুষের শীল ও চরিত্রকে গঠন করে যে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করে, তাহার হৃদয় সমুদার হয়, সর্ব্বভূতে প্রীতি, তাহার স্বাভাবিক—বিশ্বাত্মবোধ তাহার মননের বস্তু এবং ভগবৎপ্রেম সহজ ও সুন্দর হয়। আমাদের দেশে যে সমস্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আছেন, তাহাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই—বিনয়নম্র

ব্যবহার, অতীন্দ্রিয় শক্তি ও সত্তায় বিশ্বাস, সর্ব্বভূতহিত বুদ্ধি, সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সহৃদয়তা, মার্জ্জিত নীতিবোধ এবং সংযমোজ্জ্বল দৃঢ়তা। মহাভারত বলেন—'যিনি নিত্য সকলের সুহৃৎ, যিনি কায়োমনবাক্যে সকলের হিতে রত, তিনিই ধর্ম্মবেত্তা।' এই শিক্ষা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহমর্ম্মিতাপূর্ণ আচরণে প্রত্যহ সুস্পষ্ট হয়।

দুঃখবাদ ও বৈরাগ্য বুদ্ধি ভারতীয় কোনও কোনও দার্শনিক চিন্তায় আসলেও, বৈরাগ্য এবং ইহলোকবিমুখতা ভারত-যান নহে। শাশ্বত দুঃখবাদ বা Pessimism ভারতধর্ম্ম নয়। চতুরাশ্রম ভারতীয় সমাজ জীবনের আদর্শের কাঠামো—গার্হস্থ্য জীবন সেখানে অনাদৃত নয়। ভগবানকে হিন্দু উমামহেশ্বর বা লক্ষ্মীনারায়ণ রূপেই কল্পনা করেন। ভগবানকে লাভ করতে হলে, সংসার ত্যাগ করতে হবে এ ধারণা মিথ্যা—অধ্যাত্মজীবনের শিক্ষাক্ষেত্র সংসার, তাই সংসার তুচ্ছ নয়, বিড়ম্বনা নয়। মায়াবাদ সমস্ত দর্শনের নয়।

যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ দৃশ্যজাতম্ পুরোগতং।
পরং ব্রহ্মৈব তদ্বিদ্ধি অজরামরমব্যয়ম্॥

যা কিছু দেখছ, তোমার সম্মুখে যা রয়েছে—তা সকলকেই পরব্রহ্ম মনে কর; অজর, অমর ও অব্যয় তিনিই সকল।

সবল জীবনবাদ—আনন্দমধুর মর্ত্ত্যপ্রীতি বৈদিক যুগ থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ চিহ্ন বলে ধরা যেতে পারে। ভারতীয় শিল্পকলায় ও স্থাপত্যে এই আনন্দ-প্রাচুর্য্য বর্ত্তমান। ঋগ্বেদের 'মধু বাতা ঋতায়তে' মন্ত্রে এই ভাব প্রকাশিত—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আনন্দের প্রস্রবণ, কারণ সর্ব্ব জগৎ আনন্দ থেকে জাত—আনন্দে পরিব্যাপ্ত। তাই বাতাস মধুধারা বয়, নদী সুধাধারা ক্ষরণ করে—ওষধী মধুময় হোক, রাত্রি ও দিন আনন্দ বিহ্বল হোক, পৃথিবীর ধূলিও হোক সুধাভরা—আকাশে দ্যুলোকও ভরুক অমৃতে। বনস্পতি হোক মধুময়—মধুময় হোক সূর্য্য, দশদিক মধুময় হোক।

এই আনন্দের আর এক দিক নীচের শ্লোকে অভিব্যক্ত :—

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনম্ সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমাঃ।
গাঙ্গং বারি সমগ্রবারিনিবহ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ স্ত্রিয়াঃ
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতশ্রুতিশিরো বারাণসী মেদিনী।
সর্ব্বাবস্থিতিরেব রম্যবিষয়া দৃষ্টে তু সত্যে পরে॥

পরম সত্যের যখন দর্শন হয়, তখন সম্পূর্ণ জগৎ নন্দন বনে পরিণত হয়, সর্ব্ব মানুষ কল্পতরু স্বরূপ হয়, সমস্ত জলরাশি গঙ্গা বারি, সমস্ত স্ত্রীজাতি পুণ্যবতী হয়, প্রাকৃত হোক, সংস্কৃত হোক, সমস্ত বাক্যই শ্রুতিসার হয়ে ওঠে, সমস্ত পৃথিবী বারাণসী তীর্থে পরিণত হয়, এবং সর্ব্ব অবস্থান রম্য ও আনন্দময় হয়। ভারত-যান ভারতীয় জীবনের চারিপাশে আবহাওয়ার মতন বর্ত্তমান এবং তার প্রকাশ সংস্কৃত ভাষায়। অনুবাদে সেটা কিছু জানা যায়, কিন্তু সে জানা সর্ব্বার্থসাধক নয়। সংস্কৃত প্রত্যেক ভারতীয়ের ব্যক্তিগত পিতৃধন এবং জাতীয় সম্পৎ—তাই প্রত্যেক ভারতীয়কে মৌলিক ভারতধর্ম্ম জানবার জন্য মূল সংস্কৃতের অধিগম করতে হবে। সংস্কৃতের প্রভাব ও প্রদীপ্তি তাই কখনও নিভতে পারে না এবং কমানোও উচিত নয়। অব্যাহত ধারায় সংস্কৃত ভারত-আত্মার বাণী হয়ে প্রকাশিত—তাই সংস্কৃতের অপরিমেয় বিভূতি প্রত্যেক ভারতীয়কে স্বীকার করে নিতে হবে।

সংস্কৃত বহির্ভারতের সহিত ভারতীয়ের যোগসূত্র। ভারতীয় সভ্যতার ধারক ও বাহকদের মধ্যে দুটি নাম অপরাজেয় ঐশ্বর্য্যে ঝলমল—মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস আর কৃষ্ণ বাসুদেব বার্ষ্ণেয়।

দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভারতের সমস্ত পুরাণী প্রজ্ঞাকে সংকলন ও সংগ্রহ করে চারি বেদ দিয়েছেন ভারতীয়কে—নিজে পঞ্চম বেদ মহাভারত লিখেছেন—তারপর জাতির যত কিছু আখ্যান, উপাখ্যান, ইতিহাস ও গল্প তার সমাবেশে আঠার খানি পুরাণ এবং আঠার খানি উপ পুরাণ লিখেছেন—তিনি পথিকৃৎ পরমর্ষি, ভারতীয় চিৎ-প্রকর্ষের পুরোধা রসশিল্পী।

কৃষ্ণ বাসুদেব ভারতের চিন্তাশীল নায়কদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের চেয়ে মহত্তর এক আদর্শের তিনি স্রষ্টা—আর্য্য ও অনার্য্যের উপাসনা পদ্ধতির সমন্বয়

তাহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি - হোম এবং পূজার মিলন তিনিই করেন—ভারতের মহামানবের সাগরতীরে মিলিত জাতি পুঞ্জের যে ধর্ম্ম হিন্দুয়ানি—তাহার প্রকাশক ও প্রচারক বেদব্যাস আর কৃষ্ণ। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের মাধ্যমে, ভারতের নানা বর্ণ এবং নানা জাতি এক সঙ্কর ও মিশ্রিত জাতিতে পরিণত হয়েছিল। আর্য্যেরা এসেছিলেন ভারতের বাইরে থেকে—তাদের সেই ইন্দো-য়ুরোপীয়ান ভাষার সন্তান সংস্কৃত—কালে সংস্কৃতের মধ্য দিয়ে আমরা পৃথিবীর অন্যত্র অবস্থিত সমগ্র ইন্দো-য়ুরোপীয়ান জাতির সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র বজায় রাখি। সংস্কৃত পরে দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ায় এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রসারিত এবং প্রচারিত হয়, তিব্বতে, চীনে, কোরিয়ায় এবং জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের সাথে সাথে সংস্কৃত আপন আধিপত্য প্রসার করে—অতএব সংস্কৃত ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পৎ—এই ভাষার মাধ্যমেই ভারতবর্ষ য়ুরোপ এবং এশিয়ার সাথে আপন সম্বন্ধ এবং আধ্যাত্মিক মৈত্রী বজায় রেখেছে। সংস্কৃত তাই অপরিত্যাজ্য।

কিন্তু কেবল আন্তর্জাতিকতায় নয়—ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতির গরজেই সংস্কৃতের মূল্য দিতে হবে। ভাষা হিসাবে সংস্কৃতের বুদ্ধি-প্রদীপ্ত অভিব্যক্তি অতুলনীয়, সংস্কৃত-সাহিত্য মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের স্ফুরণে পরম সহায়, কিন্তু সে কথা বিস্তার না করেও বলব—সংস্কৃতের প্রয়োজন আজও অকাট্য। প্রথমতঃ ভারতের সকল ভাষার —আর্য্য হোক, দ্রাবিড়ীয় হোক—সকল ভাষারই সম্পূরক। যখনই কোনও নূতন চিন্তার দ্যোতক কথার প্রয়োজন, তখনই সংস্কৃতের দ্বারস্থ হতে হয়—কারণ বর্ত্তমানের সকল ভাষাই ধার করে বড় হয়—গঠন করে নয়—তারা Borrowing languages, Building languages নয়। অতএব বর্ত্তমানের ভারতীয় ভাষাগুলির পুষ্টি ও পরিপূর্ণতার জন্যই সংস্কৃতশিক্ষা বর্জ্জন সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের জাতীয়তার ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে সংস্কৃত অপরিহার্য্য—ভারতবর্ষ বহু বিচিত্র দেশ—এখানে ১৪টি ভাষা রাষ্ট্রতন্ত্রে রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা পেয়েছে—আর কিছু কাল পরে হয়ত অন্যান্য অনগ্রসর ভাষাকেও সমমর্য্যাদা দিতে হবে। ভারতের এই নানা বর্ণ, নানা ভাষা, নানা ভাবধারার সমন্বয় করে, এক মৌলিক স্বকীয়তা সৃষ্টি করেছে সংস্কৃত ভাষা এবং ভারত-যান। কিন্তু হিন্দী ভাষাকে আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা যে ভাবে প্রাধান্য দিতে চাইছেন, তার ফলে ভারতে বিবদমান মনোবৃত্তির অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী।

তখন কলহপর বিভিন্ন ভাষাভাষী রাষ্ট্র যোগসূত্র হারিয়ে পৃথক হয়ে যাবে—এবং ভারতবর্ষের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হবে। সংস্কৃত ভাষা এবং সংস্কৃতভাষাপুষ্ট সভ্যতা ভারতের সমস্ত বিভিন্নতা, সমস্ত অনৈক্য এবং সমস্ত বৈচিত্র্যের সমন্বয় করেছে। সংস্কৃত ভাষাই চল্লিশ কোটি লোককে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধেছে—এক মন এক প্রাণ করেছে। পাকিস্থানের সৃষ্টি ভারতের অচ্ছেদ্য অঙ্গকর্ত্তন—যার ফলে দেশে এসেছে অসহ্য দুঃখ, অবর্ণনীয় কষ্ট—তা সম্ভব হয়েছে—কারণ পাকিস্থানের স্রষ্টারা ভারতের এই মহান ঐতিহ্যের বাহক সংস্কৃত ভাষা এবং সেই ভাষার সংস্কৃতিকে মানেন নি।

প্রত্যেক দেশেই তার নিজস্ব সমস্যা আছে এবং তার নিজস্ব সমাধান আছে। আপাতরমণীয় অনেক আদর্শকে, আপাতমনোহর অনেক ভাষা এবং তন্ত্রকে আমরা গ্রহণ করতে উদ্যত হই—কিন্তু আমরা ভুলে যাই—যে পৃথিবীতে রয়েছে মানবগোষ্ঠীক অপরিহার্য্য ব্যবধান, কাজেই অভ্যুদয় একসাথে হওয়া সম্ভব নয়। সোভিয়েটে এবং চীনে যে ভাবে সমাধান হয়েছে ভাষা সমস্যা, ভারতবর্ষে ঠিক সেই ভাবে হওয়া সম্ভব নয়। চীনদেশের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে চীনাপদ্ধতির লিখন ভঙ্গীতে, এবং তার পুরাণী সাহিত্যে—বিশেষ ভাবে তার লিখনপদ্ধতিতে। চীনে নানা ভাষা বর্ত্তমান—কিন্তু একই লিখনে লেখা যায় বলে, বর্ণমালার মাধ্যমে চীনার গড়ে উঠেছে ঐক্য। ক্যাণ্টনের চীনা আর সাংহাই প্রদেশের চীনা ভাষা এক নয়, কিন্তু একই বর্ণমালায় লেখা।

চীনদেশে চীনা বর্ণমালা যে কাজ করেছে এবং, করছে ভারতে সংস্কৃত ভাষা সেই কাজ করেছে এবং করছে। প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে আমাদের বায়ুর প্রয়োজন, প্রতিনিয়ত দেখার

জন্ম আলোক চাই—কিন্তু আকাশস্থ আলোক এবং বায়ুকে যেমন আমরা কোন মর্য্যাদা দেই না—তাদের অভাব হলেই তাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি—সংস্কৃত ভাষার অবদান তেমনই। সংস্কৃত ভাষাই ভারতের জীবনের ঐকান্তিক মিলন-রজ্জু—অতএব সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যকে সর্ব্বপ্রান্তে জাতীয় জীবন, জাতীয় সংস্কৃতি এবং জাতীয় শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বাঁচিয়ে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। হিন্দী প্রবর্ত্তনের আকুলতায় সংস্কৃতের এই মর্য্যাদা এবং অত্যাজ্য মূল্য যদি কেন্দ্রীয় শাসনকর্ত্তৃপক্ষ না দেন, জাতির সমূহ ক্ষতি করবেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো যায় যে ইসরায়েল রাষ্ট্র হিব্রু ভাষা জাগরণের জন্য অদম্য চেষ্টা করছেন। হিব্রু মৃতভাষা, বর্ত্তমানে তার প্রয়োজন নেই—তবু শাস্ত্র পাঠের জন্য এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য হিব্রুর পোষণে আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। অনুরূপ ভাবে আইরিশ জাতিও তাদের আইরিশ অভিধা, আইরিশ জাতীয়তা, আইরিশ দৃষ্টিভঙ্গী, বাঁচাবার জন্য আয়ার ভাষার পুনরুজ্জীবনের জন্য অমানুষিক চেষ্টা করছে। হিব্রু এবং আয়ারের চেয়ে সংস্কৃত ভাষার সাংস্কৃতিক মূল্য, উপাদেয়তা এবং আকর্ষণ অনেক অধিক।

আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রাদেশিকতা মাথা তুলছে—দুঃখের সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতে হবে—ভারতের সংহতি বিপদাপন্ন—তাই আমাদের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সংস্কৃত ভাষাকে সর্ব্বসাধারণের ভাষা করে তুলতে হবে—আমাদের ঐক্য, সংহতি এবং অভ্যুদয় নির্ভর করছে তাই সংস্কৃতের বহুব্যাপক প্রভাবে এবং প্রসারে—তাকে অবজ্ঞা করলে জাতির সমূহ ক্ষতি।

কেবল আত্মিক উন্নতির জন্য নয়, কেবল আধ্যাত্মিক পিপাসার জন্য নয়, রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলেও সংস্কৃত ভাষার দাবি অসামান্য। সমগ্র ভারতবর্ষের মিলনের রজ্জু সংস্কৃত—সংস্কৃতই ভারতের Fundamental unity নামক ভাবধারার প্রতিষ্ঠাপক।

ইংরেজী ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষাকে বিতাড়নের চেষ্টা চলছে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে, শিক্ষাবিদেরা যেন সেই ভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত না হন। আমাদের শিশুদের মানুষ করে তুলতে হলে, তাদের দিতে হবে সেই শিক্ষা, যা তাদের অন্তর্নিহিত বুদ্ধিবৃত্তি এবং সৃষ্টিশক্তিকে পরিপূর্ণ ভাবে জাগ্রত করে তুলবে। সংস্কৃত ও ইংরেজীকে বিদায় করে দিয়ে হিন্দীকে চালালে জাতির সামগ্রিক বিকাশে বিরাট বাধার সৃষ্টি হবে। হিন্দী প্রবর্ত্তন অহিন্দী ভাষী প্রত্যেক ভারতবাসীর বিরোধিতা লাভ করেছে—ফলে দেশে আসবে সঙ্কট, বিদ্রোহ ও রেষারেষি। হিন্দী ভাষা প্রবর্ত্তিত হলে যারা হিন্দী ভাষী নয়, তাহারা চিরকাল হিন্দীভাষীদের পিছনে পড়ে যাবে, এই মনোভাব বাড়ছে এবং মনোভাব যথার্থই বটে। কাজেই রাষ্ট্রনেতাদের আজ তাদের ভ্রান্ত নীতি বর্জ্জনের দিন এসেছে—আজ ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে যে ভাষানীতি বলা হয়েছে—তার পরিবর্ত্তন একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছে।

দেশের যারা ভাবী নাগরিক, তাদের মানুষ করাই রাষ্ট্রের ও সমাজের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। আত্মানুশীলনের এই প্রচেষ্টার বাইরের আর কোনও নীতি বা মতবাদ গ্রহণ করা উচিত নয়।

সংস্কৃতের একটী Perennial cultural and intellectual value আছে - সেই শাশ্বত সাংস্কৃতিক ও মানসিক মূল্যমানকে ত্যাগ কখনই কর্ত্তব্য নয়। সেই সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হওয়া একান্ত দুর্ভাগ্য হবে। ভারতীয় নাগরিকগণের ঐতিহ্য সংস্কৃতে নিবদ্ধ—সংস্কৃতের পরিবেশে তারা প্রতিপালিত, সংস্কৃতের সুরে তাদের হৃদয় ঝঙ্কৃত, তাদের সংস্কৃতের মত সমৃদ্ধ, অতুল ঐশ্বর্য্যময় ভাষাশিক্ষার আনন্দ থেকে টেনে এনে খড়িবোলি হিন্দী—(যা ভাবের দৈন্যে দীন, জ্ঞানের পরিধিতে হীন) শিখালে চূড়ান্ত নির্দ্দয়তা হবে।

জগতের সাথে আজ মানুষকে চলতে হবে - সেই জাগতিক আবহাওয়া গ্রহণ করতে হলে, ইংরেজী জানা চাই—কাজেই মাতৃভাষা, সংস্কৃত এবং ইংরেজী—এই তিন ভাষা শেখানোই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হবে। তিন ভাষার উপর চার ভাষা শিখতে গেলে অভ্যুদয় অসম্ভব হবে। বোঝাই ভারের বোঝায় সুকুমারমতি বালকেরা মানসিক পঙ্গুতায় পীড়িত হবে।

অতএব আমাদের আবেদন—সংস্কৃত ভাষাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এবং তার বাস্তবমূল্যে বিচার করে আমরা যেন তাকে আমাদের জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বরণ করে নেই। কেবল মানস অনুশীলনে নয়, কেবল আধ্যাত্মিক বিকাশে নয়, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে এবং সর্ব্ব বিভাগে সংস্কৃত আসুক তার মহিমাময় বিভূতি নিয়ে—তার জগজ্জয়ী মাধুর্য্যে। ভারতের চিন্ময় আত্মার মূর্ত্তি সংস্কৃত—ভারতের সেই অবিনশ্বর জাতীয় ধন—সর্ব্বতোভদ্র সংস্কৃতকে যেন দেশের মানুষ তাহার প্রাপ্য মর্য্যাদা দেয়—অপর সকল ভাষার চেয়ে সংস্কৃত আমাদের পরমাত্মীয়, আমাদের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে সংস্কৃতের, গড়া ভাবধারা আজও বইছে—তাকেই গ্রহণ করে, তাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে আমরাও জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে পারব। †

ভারত-সংস্কৃতি পরিষদের ইতিহাস*

পরম শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয়, মায়েরা এবং ভায়েরা! আজ বড়ই আনন্দের দিন। ১৯৫০ সালের ১১ই নভেম্বর ভারত-সংস্কৃতি পরিষদের জন্মমুহূর্ত্ত দেবতার আশীর্ব্বাদে ধন্য ছিল। তাই আজ পরিষদ গৌরবোজ্জ্বল নব যাত্রাপথে চলিতে বসিয়াছে।

ভারত-সংস্কৃতি পরিষৎ মহেন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের পরিণতি। ১৯৪৮ সালে শ্রীযুক্ত রসিকলাল সুর ডক্টর দাশের নিকট প্রস্তাব করেন যে পূজনীয় দার্শনিক ডক্টর মহেন্দ্র নাথের জন্য একটী জয়ন্তী উৎসব করিতে হইবে। ডক্টর দাশ তাহাকে বলেন—নব জাগ্রত স্বাধীন ভারতবর্ষ তাহার আপন সভ্যতাকে জানিলেই বড় হইবে, তাই সরকারের জয়ন্তী কেবল বাগাড়ম্বরে শেষ না করিয়া ভারত-সংস্কৃতির প্রচারের জন্য ইংরাজী ও বাংলায় দুই খানি সংগ্রহ গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে।

সেই আলাপের ফলে, ১৯৪৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর ভারত-সভাগৃহে ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে মহেন্দ্রজয়ন্তী সভা গঠিত হয়। স্থির হয়, জয়ন্তী সমিতি The Indian culture, ভারত-সংস্কৃতি, এবং মহেন্দ্র নাথের জীবন ও বাণী,যথাক্রমে ১০৲, ৫৲, এবং ২৲ টাকা মূল্যে বাহির করিবেন এবং একটী বিরাট সংবর্দ্ধনা সভার আয়োজন করিবেন।

সমিতির তিন প্রকার সভ্য হইয়াছিল। যাহারা ২৫ টাকা দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিন খানি বই দেওয়া হয়, দশ টাকা দাতাগণকে ভারত-সংস্কৃতি দেওয়া হইয়াছিল, যাহারা ২ টাকা দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে মহেন্দ্রনাথের জীবন ও বাণী দেওয়া হইয়াছিল।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে এক বিশাল সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বাংলায় সাংস্কৃতিক জীবনে মহেন্দ্র-জয়ন্তী অবিস্মরণীয় গৌরবের দাবি করিতে পারে।

মহেন্দ্রজয়ন্তী শেষ হইবার পূর্ব্বেই ১১।১১।৫০ তারিখে মহেন্দ্রজয়ন্তীর সমস্ত মূলধন এবং সমস্ত দায়িত্ব লইয়া এই সমিতি স্থাপিত হয়। জন্মাদনের উৎসবে আমি ছিলাম না। কিন্তু তাহার পর ডক্টর দাশের সঙ্গে সঙ্গে মালদহ, দিনাজপুর, কাটিহার, নবদ্বীপ, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নানাস্থানে শাখা স্থাপনের জন্য গিয়াছি। দেশের সর্ব্বত্রই আমরা বিশেষ সাড়া পাইয়াছি, অশেষ উদ্দীপনা দেখিয়াছি।

---

† ডক্টর শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৯৫৭ সালের ২৯শে আগষ্ট তারিখে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের দ্বাত্রিংশ মৃত্যুবাসরে প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে লিখিত।

* (সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্তা শ্রীতিরাণী দাশ লিখিত কার্য্য বিবরণ)

সেই ঐকান্তিক অনুরাগকে হুজুগ বলিয়া মানিতে পারি না। সেই সমস্ত কর্ম্মকঠোর আনন্দদীপ্ত দিন গুলির কথা জীবনে ভুলিবার নয়।

তাহার পর ৪।৫।৫১ তারিখে ডক্টর মহেন্দ্র নাথের সভাপতিত্বে ইহার প্রথম বার্ষিক সভা হয়। ডক্টর দাশ বরাবর সম্পাদক থাকিয়া পরমোৎসাহে কাজ করিতেছিলেন, কিন্তু ৫১ সালের জুন মাস হইতে ৫৪ সালের জানুয়ারি পর্য্যন্ত নানা কারণে ডক্টর দাশ বিশেষ কিছু সেবা করিতে পারেন নাই, কাজেই পরিষৎ আকাঙ্ক্ষিত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। পরে বিগত ৫ই মার্চ্চ ১৯৫৪ সালে দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়। অদ্য ইহার তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন।

পরিষদের আয় ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাবের একটী কল এই সঙ্গে দেওয়া হইল, ইহা হইতে বোঝা যাইবে আমরা আশানুরূপ কাজের জন্য অর্থ পাইতেছি না। অদ্যকার নির্ব্বাচিত কর্ম্মপরিষদ নিশ্চয়ই এই বিষয়ে অবহিত হইবেন।

ঐ দিনের সভায় ডক্টর দাশকে পরিষদের সাংস্কৃতিক দূত হিসাবে ভারতের বাহিরে, বিশেষতঃ আমেরিকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডক্টর দাশ আগামী ৪ঠা আগষ্ট যাইতেছেন। কার্য্যকরী সভার এক সভায় ডক্টর হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে স্থিরীকৃত হয়, পরিষৎ ডক্টর দাশকে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দশ হাজার টাকা দিবেন, কিন্তু কর্ম্মপরিষদ আদৌ কোনও টাকা তুলিতে পারেন নাই। ডক্টর দাশ নিজে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা পরিষদের কার্য্যেই ব্যয়িত হইয়াছে।

পরিষৎ গ্রন্থমালায় প্রকাশের জন্য ডক্টর মহেন্দ্র নাথ সরকার—প্রজ্ঞার পথে, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ—বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি, ডক্টর হরিদাস চৌধুরী—অরবিন্দের যোগ, শ্রীযুক্ত বিভূতি সরকার—দশ মহাবিদ্যা এবং ডক্টর দাশ ভারতবাণী এবং Vaishnava Lyrics দিতে চাহিয়াছিলেন। আর কাহারও পুস্তক পাওয়া যায় নাই—ডক্টর দাশের গ্রন্থ দুই খানি বাহির করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু গাঙ্গুলি মহাশয় তাহার এক ছাত্রীর শিল্পকলায় বিষ্ণুর পরিচয় সম্বন্ধীয় এক খানি গ্রন্থ বাহির করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে অনেক ব্লক করিতে হইবে বলিয়া সেই পুস্তক প্রকাশের ভার লওয়া হয় নাই।

আশা করা যায় নূতন কর্ম্মীদল অর্থভাণ্ডার বাড়াইয়া বৎসরে ৪।৫ খানি করিয়া ভাল গ্রন্থ বাহির করিবেন।

ডক্টর দাশ কলিকাতার বাহিরে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিষদের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন। অন্যান্য বন্ধুরা যাহাতে এই ভাবে শ্রম করেন, সেই অনুরোধ জানাই।

আমাদের হিসাব-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত এন, এন দাশ এণ্ড কোম্পানী সযত্নে পরিষদের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাই।

পরিষৎ বক্তৃতার আয়োজন করিতে পারেন। এই সব বিষয়ে কলিকাতায় ভারত-সেবাশ্রম সংঘ আমাদিগকে সর্ব্বদাই অশেষবিধ সহায়তা করিয়াছেন। সেখানে যাহাতে নিয়মিত সভা করা হয়, তার বিষয়ে সকলকে সচেষ্ট হইতে বলি।

নালন্দা প্রেস, ভোলানাথ পেপার হাউস, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দাশ, জেনারেল প্রিণ্টার্স, Indian association প্রভৃতি নানা জনে আমাদিগকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রথম যেদিন যাত্রা সুরু হইয়াছিল, সেদিন যাহারা এক সাথে চলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই আজ সঙ্গে নাই। তাহাদের সেবার কথা আজ শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। আমরা সর্ব্বত্রই সকলের সহানুভূতি পাইয়াছি—তাহাদের উত্তরোত্তর সহযোগিতা কামনা করি। নূতন নূতন কর্ম্মীদল আজ একত্র হইয়া পরিষদের বহুধা বিস্তৃত কার্য্যসূচীকে সফল করুন—আজ সকলের নিকট এই আহ্বান জানাই।

ডক্টর দাশ আগামী ৪ঠা আগষ্ট ভারত-সংস্কৃতি প্রচারের জন্য আমেরিকা যাইতেছেন। যাহারা তাহার পারিবারিক ইতিহাস জানেন, তাহারাই বুঝিবেন তাহার পক্ষে ইহা একান্তই দুঃসাহসিক অভিযান। তিনি নিজে সর্ব্বহারা

বাস্তহারা ব্যক্তি—তাহার আটটি সন্তানের কেহই জীবনে প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার আপন ভ্রাতা ব্যাধিগ্রস্ত, কিন্তু প্রিয় জনের অশ্রুজল, সাংসারিক অভ্যুদয়ের চেষ্টা এবং নীড় বাঁধিবার সহজ প্রবৃত্তি, তাহার দুর্ব্বার পথিকহৃদয়কে ধরিয়া রাখিতে পারে না। তিনি এখানে আপন জ্যোতিপ্রভায় একান্ত নিঃসঙ্গ—একান্ত একাকী। ভারতের সাংস্কৃতিক দূত হইবার তাহার যোগ্যতা আপনারাই বিবেচনা করিবেন। আমি শুধু কায়েমনবাক্যে ভগবৎ চরণে প্রার্থনা করিব তিনি বিজয়মাল্যগলে ফিরিয়া আসুন।

ডক্টর দাশের অনুপ্রেরণাতেই জ্ঞানহীন ও বুদ্ধিহীন আমি বিপুল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহার অদম্য উৎসাহ—তাহার অনমনীয় মনোবল, তাহার অতন্দ্র কর্ম্মশক্তি যখন পাশে থাকিবে না, তখন আমার পক্ষে গৃহকর্ম্মের বাহিরে আসিয়া কোনও কাজই করা সম্ভব হইবে না, কাজেই যোগ্যতর কেহ এই ভার গ্রহণ করুন।

তথাপি কিছু কালের জন্যও এই মহান প্রতিষ্ঠানের সেবা করিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য নিজেকে ধন্য মনে করি। আমার অসংখ্য দোষ ত্রুটি রহিয়াছে—নিজগুণে আপনারা মার্জ্জনা করিবেন। এই পরিষৎ ডক্টর দাশের ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা। আপনাদের সহযোগিতায় তাহার দুরূহ তপশ্চর্য্যা সিদ্ধির পথে সফল হউক, আপনাদের নিকট এই আমার নিবেদন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সায়ণাচার্য্য

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

চতুর্বেদের ভাষ্যকাররূপে সায়ণাচার্য্য সমগ্র ভারতে চিরকাল স্মরণীয়। সায়ণের পূর্বে আরও বেদ ভাষ্য বিরচিত হইলেও চতুর্দশ শতকে তৎকৃত বেদভাষ্যই সর্ব-শ্রেষ্ঠ বেদভাষ্যরূপে পরিগণিত। সায়ণ রচিত ঋগ্বেদভাষ্য শতাধিক বর্ষ পূর্বে অক্সফোর্ড হইতে ফ্রেডরিক মোক্ষ মূলার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। হাওড়ার পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী সায়ণকৃত বেদ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশন করিয়াছিলেন।

কর্ণাটক ও অন্ধ্রদেশের সংযোগস্থলে উভয় প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি নিবাস করিতে-ছেন। তথায় তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত বিজয় নগর ছিল সায়ণাচার্য্যের কর্মক্ষেত্র। সায়ণের মূল নাম ছিল সায়ন্না ও তাঁহার পিতার নাম মায়ন্না বা মায়ণ। অদ্যবধি কর্ণাটকে রামন্না, সামন্না, তামন্না প্রভৃতি নাম প্রচলিত। সায়ণের নাম কর্ণাটক দেশীয় হইলেও তিনি নিজেকে 'অস্মাকম্ আন্ধ্রাণাম্' (আমাদের আন্ধ্রদের) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ইহা হইতে প্রতীত হয়, তিনি আন্ধ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় অহোবল পণ্ডিত সংস্কৃতে তেলেগু ভাষার এক প্রামাণিক ব্যাকরণ লিখিয়াছেন। ভাগিনেয় আন্ধ্র হইলে মাতুলও নিশ্চয়ই আন্ধ্র হইবেন।

সায়ণের মাতার নাম নানা স্থানে 'শ্রীমতী' পাওয়া যায়। কেবল কাঞ্চীতীর্থে অরুলাল পেরুমল মন্দিরে অসমাপ্ত শিলালিপিতে 'শ্রীমায়ী' নাম লিখিত আছে। ইহা হইতে অনুমিত হয়, তাঁহার মাতার আসল নাম শ্রীমায়ী ছিল। সংস্কৃতে তাহাই 'শ্রীমতী' হইয়াছে। মায়ণ ও শ্রীমতীর তিন পুত্র ছিল—মাধব, সায়ণ ও ভোগনাথ। তাঁহারা ভরদ্বাজ গোত্রীয় ও কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখা ভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সায়ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাধবাচার্য্য তৎকালে প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ও প্রভাবশালী রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী এবং তাঁহার ছোট ভাই ভোগনাথ ও বড় কবি ছিলেন। তাঁহারা তিন ভাই-ই প্রখ্যাত পুরুষ ও দক্ষিণ ভারতে সুবিদিত ছিলেন। ভোগনাথ রাজা বুক্ক রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও রাজা কম্পরায়ের পুত্র দ্বিতীয় সংগম ভূপালের নমসচিব

ছিলেন। তৎকৃত 'বিট্রগুণ্ট প্রশস্তি'র শেষ শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য কৃত 'অলংকারসুধানিধি' গ্রন্থে ভোগনাথ কবিরূপে বর্ণিত। উক্ত গ্রন্থে ভোগনাথ বিরচিত এই ছয় গ্রন্থের নাম উল্লিখিত—রামোল্লাস, ত্রিপুরবিজয়, শৃঙ্গারমঞ্জরী, উদাহরণমালা, মহাগণপতিস্তব এবং এবং গৌরীনাথাষ্টক। সায়ণাচার্য্যের এক ভগিনীও ছিলেন তাঁহার নাম সিঙ্গলে। বহু শিলালিপিতে এই নাম পাওয়া যায়। রামরস নামক এক ব্যক্তির সহিত সিঙ্গলের বিবাহ হয়। লক্ষ্মীধর দেব নামে তাঁহাদের এক পুত্র ছিল। সম্ভবতঃ লক্ষ্মীধর গাণপত্য ছিলেন এবং রাজা দেব রায়ের সময় ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারী তারিখে কোনও মন্দিরে গণপতির প্রতিমা স্থাপিত করেন। লক্ষ্মীধর দেব ব্যতীত সায়ণের দ্বিতীয় ভাগিনেয় অহোবল পণ্ডিতের নাম পূর্বে উক্ত হইয়াছে। অহোবল কৃত ব্যাকরণে অমর মাতুল সায়ণ রচিত 'ধাতুবৃত্তি' পুস্তকের নাম উল্লিখিত। লক্ষ্মীধর ও অহোবল দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন কিনা, এখনও জানা যায় নাই।

'অলংকারসুধানিধি' গ্রন্থের নিম্নোক্ত শ্লোকে সায়ণের তিন পুত্রের নাম পাওয়া যায়।—

তৎসংব্যঞ্জয় কম্পন বৎসনিনঃ সঙ্গীত শাস্ত্রে তব
প্রৌঢ়িং মায়ণ গদ্য পদ্য রচনা পাণ্ডিত্যমুদ্রেষ।
শিক্ষাং দর্শয় শিংগন ক্রম-জটা-চর্চাসু বেদেষ্বিতি
স্বান্ পুত্রান্নুপলালয়ন্ গৃহগতঃ সম্মোদতে সায়ণঃ॥

অনুবাদ—হে কম্পন, সঙ্গীত শাস্ত্রে তোমার প্রবীণতা প্রদর্শন কর। হে মায়ণ, গদ্যপদ্য রচনায় তোমার চতুরতা দেখাও। হে শিঙ্গন, তুমি চতুর্বেদের ক্রম, জটা ও বিভিন্ন পাঠে তোমার শিক্ষা প্রকটিত কর। সায়ণ রাজকর্ম হইতে গৃহে ফিরিয়া পুত্র ত্রয়ের লালন-পালনে এইরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

ইহা হইতে সুস্পষ্ট প্রত্যয় জন্মে যে, কম্পন, মায়ণ ও শিংগন এই তিন জন সায়ন পুত্র ছিলেন। সায়ণ কৃত শতপথব্রাহ্মণ ভাষ্যের প্রতি কাণ্ডান্তে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে শিংগনের বিপুল বদান্যতার পরিচয় প্রদত্ত।—

"ব্রহ্মাণ্ডং গোসহস্রং কনকহয় তুলা পুরুষো স্বর্ণবর্ণ
সপ্তাব্ধীন্ পঞ্চসীরীং স্ত্রিদশ তরুলতা ধেনু সৌবর্ণভূমীঃ।
রত্নোপ্রাংরুক্মবাস্তি দ্বিপসহিত রথৌ সায়ণি সিঙ্গনার্য্যঃ
ব্যশ্রানীৎ বিশ্বচক্রং প্রথিতবিধিমহাভূতযুক্তং যটং চ॥
ধান্যাদ্রিং ধন্যজন্মা তিলভবমতুলঃ স্বর্ণজং বর্ণমুখ্যঃ
কার্পাসীয়ং কৃপাবান্ গুডকৃতমণ্ডো রাজতং রাজপূজ্যঃ।
আজ্যোত্থং প্রাজ্যজন্মা লবণজমনৃণঃ শার্করং চার্কতেজাঃ
রত্নাঢ্যো রত্নরূপং গিরিমকৃতমুদা পাত্রস্থাৎ সিঙ্গনার্য্যঃ॥"

উল্লিখিত শ্লোক সমূহের ভাবার্থ এই যে, শিঙ্গন সংখ্যাতীত ধন-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। দান বস্তু সমূহের মধ্যে ধান্যরাশি, গুড়, কাপাস, ঘৃত এবং এমন কি, সামান্য দ্রব্য লবণও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে রৌপ্য, স্বর্ণ ও রত্নরাজির সমাবেশ ছিল। ইহাতে অত্যুক্তির মাত্রা ছাড়িয়া দিলেও ইহা নিশ্চিত যে, সায়ণের তৃতীয় পুত্র সিংগন ধনধান্যে যেরূপ সম্পন্ন ছিলেন, তদ্রূপ উদার স্বভাব থাকায় বহু দানও করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে সায়ণাচার্য্যের আত্মীয়স্বজনের সামান্য বর্ণনা দেওয়া হইল।

সায়ণাচার্য্যের তিন গুরু ছিলেন—বিদ্যাতীর্থ, ভারতী তীর্থ ও শ্রীকণ্ঠাচার্য্য। এই তিন জন যতি তৎকালে প্রখ্যাত জ্ঞানী ও পণ্ডিত ছিলেন। এই তিন জন শুধু সায়ণ ও তাঁহার দুই ভ্রাতার গুরু ছিলেন না; পরন্তু তৎকালীন বিজয় নগর-নরপতিগণেরও গুরু ছিলেন। মাধবাচার্য্য তৎকৃত, 'কালনির্ণয়' গ্রন্থে এই যতি ত্রয়ের নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়াছেন।—

"সোঽহং প্রাপ্য বিবেকতীর্থ পদবীমাম্নায় তীর্থে পরং
মজ্জন্ সজ্জনসঙ্গতীর্থনিপুণঃ সদ্ধ্যতীর্থং শ্রয়ন্।
লব্ধামাকলয়ন্ প্রভাবলহরীং শ্রীভারতীতীর্থতো
বিদ্যাতীর্থমুপাশ্রয়ন্ হৃদি ভজে শ্রীকণ্ঠমব্যাহতম্॥

বিদ্যাতীর্থ ত্রিদণ্ডী স্বামীও শৃঙ্গেরী মঠের আচার্য্য ছিলেন। তিনি পরমাত্মতীর্থের শিষ্য ও তৎকালের অন্যতম প্রসিদ্ধ মহাত্মা। তৎকৃত 'রুদ্রপ্রশ্নভাষ্য' বিখ্যাত পুস্তক। মাধবাচার্য্য ও সায়ণাচার্য্য ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। এই দুই আচার্য্যের প্রত্যেক গ্রন্থে বিদ্যাতীর্থের সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায়। মাধবাচার্য্য

সন্ন্যাসী হইয়া বিদ্যারণ্য নামে অভিহিত হন। বিদ্যারণ্য-কৃত- 'জীবন্মুক্তিবিবেক' এবং সায়ণাচার্য্যকৃত বেদভাষ্য প্রভৃতি পুস্তকের প্রারম্ভে এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক হওয়া যায়:—

"যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্॥

অনুবাদ—যাঁহার নিঃশ্বাসরূপে চতুর্বেদ আবির্ভূত এবং যিনি বেদালোকে এই অখিল জগৎ নির্মাণ করিলেন সেই গুরুদেব বিদ্যাতীর্থরূপী মহেশ্বরকে বন্দনা করি।

মাধবাচার্য্য কৃত 'জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তার' গ্রন্থে এই শ্লোক পাওয়া যায়।—

প্রণম্য পরমাত্মানং শ্রীবিদ্যাতীর্থরূপিণং।
জৈমিনীয় ন্যায়মালা শ্লোকৈঃ সংগৃহ্যতে স্ফুটম্॥

অনুবাদ—বিদ্যাতীর্থরূপী পরমাত্মাকে প্রণাম করিয়া জৈমিনীয় ন্যায়মালা শ্লোকাকারে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইল।

উক্ত গ্রন্থে এই শ্লোকার্ধ পাওয়া যায়, 'বিদ্যাতীর্থ মুনি তদাত্মনি লসন্ মূর্তিস্বদনুগ্রাহিকা।' ইহার অর্থ, মদীয় গুরুদেব বিদ্যাতীর্থ মুনি ভগবান্ মহাদেবের অনুগ্রহ মূর্তি। মাধবাচার্য্য কৃত 'অনুভূতিপ্রকাশ' গ্রন্থে এই শ্লোক আছে।—

অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তেতি অন্তর্যামি শ্রুতীরিতঃ।
সোঽস্মাৎ মুখ্যগুরুঃ পাতু বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরঃ॥

অনুবাদ—মহেশ্বরোপম বিদ্যাতীর্থ স্বামী জীবন্মুক্তিরূপ বিবেকালোক দ্বারা আমার হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ-পূর্বক আমাকে পরম পুরুষার্থ প্রদান করুন।

সায়ণাচার্য্য তৎকৃত 'শতপথব্রাহ্মণ ভাষ্যের অন্তে তদীয় গুরুবর্য বিদ্যাতীর্থকে এই ভাবে প্রার্থনা করিয়াছেন, "হে গুরুদেব, হে বেদার্থপ্রকাশ, আমার হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশ করুন এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রদানপূর্বক ইহলোকে আমাকে সৌভাগ্যশালী করুন।" বিদ্যারণ্য কেবল শাব্দিক ধন্যবাদ দ্বারা গুরুস্তুতি করেন নাই; পরন্তু তিনি বিজয়নগরের রাজা বুক্করায়ের অর্থানুকূল্যে শৃংগেরী মঠে সুন্দর মন্দির নির্মিত করাইয়া বিদ্যাতীর্থের বিদ্যাশংকর নামে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্তি অদ্যাপি বিদ্যারণ্যের প্রগাঢ় গুরুভক্তি উদ্‌ঘোষিত করিতেছে।

সায়ণ প্রমুখ ভ্রাতৃত্রয়ের উপর ভারতীতীর্থ স্বামিজীর অশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। শৃঙ্গেরী পীঠের মঠাম্নায় হইতে জানা যায়, ভারতীতীর্থ বিদ্যাতীর্থের পরে শৃঙ্গেরী মঠে শংকরাচার্য্যরূপে ১২৫৫ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন হরিহর পঞ্চভ্রাতার সহিত বিজয়ের উপলক্ষে শৃঙ্গেরী গমনপূর্বক তত্রত্য বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করেন, তখন ভারতীতীর্থ শৃংগেরী পীঠের মঠাধীশ ছিলেন। আচার্য্য সায়ণের গ্রন্থ সমূহে ভারতীতীর্থের নামোল্লেখ এখনও পাওয়া যায় নাই; কিন্তু মাধবাচার্য্যের সকল গ্রন্থে বহুবার তাঁহার নাম উল্লিখিত। মাধবাচার্য্য কৃত 'কাল নির্ণয়' গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাতে আছে, "লব্ধামাকলয়ন্ প্রভাব-লহরীং শ্রীভারতীতীর্থতো।" ইহার দ্বারা আচার্য্য মাধব ভারতীতীর্থের উপদেশের প্রভাব নিজ জীবনে স্বীকার করিয়াছেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মাধবাচার্য্যই সন্ন্যাস গ্রহণান্তে বিদ্যারণ্য নামে প্রখ্যাত হন। ইহা জানা যায় যে, মাধবাচার্য্য ভারতী তীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং শ্রীগুরুর দেহান্তে শৃংগেরী মঠের অধ্যক্ষ পদে আরূঢ় হন। প্রসিদ্ধ বেদান্তগ্রন্থ 'পঞ্চদশী'র টীকাকার রামকৃষ্ণ ভট্ট 'পঞ্চদশী'কে ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যের সম্মিলিত রচনা মনে করেন। ব্রহ্মসূত্রের উপর রচিত 'বৈয়াসিক ন্যায়মালা' গ্রন্থকেও কেহ কেহ গুরু-শিষ্য উভয়ের মিলিত রচনা বলিয়া বিশ্বাস করেন। তবে এই সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। ভারতী তীর্থ রচিত এই দুই স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে।—(১) দৃগ্‌দৃশ্য বিবেক বা বাক্য সুধা (২) বৈয়াসিক ন্যায়মালা। 'বাক্য-সুধা'গ্রন্থের দুই টীকা আছে। তন্মধ্যে একটি টীকা গ্রন্থকারের শিষ্য শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ ভারতী রচিত এবং অন্য টীকা আনন্দ জ্ঞান বা আনন্দগিরি কর্তৃক লিখিত। দুই টীকাই কাশী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'বাক্যসুধা'র যে বিস্তৃত বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে আনন্দগিরি কৃত টীকা প্রকাশিত। 'বৈয়াসিক ন্যায়মালা' গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রোক্ত সমস্ত অধিকরণের সারাংশ প্রদত্ত। সাধারণতঃ প্রত্যেক অধিকরণের মর্মার্থ দুই দুই শ্লোকে পাওয়া যায়।

আচার্য্য শ্রীকণ্ঠ ছিলেন সায়ণের অন্তিম গুরু। কাঞ্চীর শিলালেখে 'শ্রীকণ্ঠনাথ গুরুঃ' এইরূপ লিখিত আছে। মাধবাচার্য্যও স্বরচিত 'কালনির্ণয়' গ্রন্থে বলেন, 'হৃদি ভজে শ্রীকণ্ঠমব্যাহতম্।' ইহার অর্থ, আমি শ্রীকণ্ঠ গুরুকে হৃদয়ে নিরন্তর ভজনা করি। সায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোগনাথ কবি ও শ্রীকণ্ঠের শিষ্য ছিলেন। ভোগনাথ-কৃত 'মহাগণপতিস্তবে' শ্রীকণ্ঠকে প্রধান গুরুরূপে এইভাবে স্বীকার করিয়াছেন।—

মন্দারশ্চ তরুঃ পরেঽপি তরবো মেরুশ্চ শৈলঃ পরে
ঽপ্যাং শৈলাঃ কমলা গৃহস্থ শয়নং চাব্ধি পরেপ্যব্ধয়ং।
শ্রীকণ্ঠশ্চ গুরুঃ পরেঽপি গুরবো লোকত্রয়েপ্যদ্ভুতং
ভক্তাধীন ভবাংশ্চ দৈবতমহো সর্বেঽপ্যমী দেবতাঃ॥

এই তিন উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত হয়, শ্রীকণ্ঠনাথ ভ্রাতৃত্রয়ের গুরু ছিলেন। শুধু ইহা নহে, মহারাজ দ্বিতীয় সঙ্গমও শ্রীকণ্ঠের শিষ্য ছিলেন। শ্রীগুরুর প্রতি সঙ্গমের অসীম ভক্তি ছিল। 'বিট্টগুপ্ট প্রশস্তি'তে উল্লিখিত ভূমিদান শ্রীকণ্ঠনাথের ইচ্ছায় সঙ্গম করিয়াছিলেন। এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকার তৃতীয় ভাগে (২৬—২৭ পৃষ্ঠায়) এই শিলালেখ উদ্ধৃত—

স কদাচিৎ প্রিয়ং শিষ্যং সঙ্গমেন্দ্রমুপস্থিতম্।
ঙ্গদিশৎ দেশিকো দৃষ্ট্যা নির্ভরপ্রেমগর্ভয়া॥
অগ্রহারং কমপ্যত্র ত্বয়া দাপয়িতুং মম।
প্রীতিরস্তি ততঃ কশ্চিৎ গ্রামো রাজন্ প্রদীয়তাম্॥
ইতি তস্য গুরোরাজ্ঞামীশিতা ধরণীভৃতাম্।
অগ্রহীদঞ্জলিং গ্রহ্নন্ অবনম্রেন মৌলিনা॥
বিট্টগুপ্টমিতীহ প্রথিতাপরনামশালিনস্তস্য।
প্রকট্যতি স্ম যমীন্দ্রপ্রায়ঃ শ্রীকণ্ঠপুরমিতি প্রখ্যাম্॥

শ্রীকণ্ঠনাথ নাম হইতে প্রতীত হয়, তিনি নাথপন্থী মহাত্মা ছিলেন। ভোগনাথ শ্রীকণ্ঠকে প্রিয় শিষ্য সংগমের উপদেষ্টারূপে শংকরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইনি তৎকালের সুবিখ্যাত শৈবপতি ও মাহেশ্বর তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। যখন তিনি মাহেশ্বর তত্ত্বের উপদেশ দিতেন, তখন মনে হইত, কোন সুপ্রাচীন নাথপন্থীর আত্মা শ্রীকণ্ঠরূপে উপদেশ দিতেছেন। ভোগনাথ বলেন, "শ্রীকণ্ঠের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেই মুক্তিরাণী সহচরীবৎ সমীপে নিবাস করেন।" উক্ত গুরুভক্ত কবিবর লিখিয়াছেন—

কৈবল্যপদবীদ্বারকবাটোদ্ঘাত কর্মণি।
কটাক্ষাঃ কুঞ্চিকা যস্য কাংক্ষতাং তত্র নির্বৃতিম্॥

অনুবাদ—মুক্তিমন্দিরে দ্বারোদ্ঘাটনে ইহার কৃপাকটাক্ষ চাবিতুল্য।

সায়ণাচার্য্যের জন্ম বা মৃত্যুর কাল-নির্ণয় দুঃসাধ্য। ডক্টর ঔফ্রেক্ত কৃত বৃহৎ সূচীর (ক্যাটালগাস ক্যাটালোগোরুম) ৭১১ পৃষ্ঠায় সায়ণের মৃত্যুকাল বিক্রম সংবৎ ১৪৪৪ অথবা ইংরাজী ১৩৮৭ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত। মৃত্যুকালে সায়ণের বয়স বাহাত্তর বৎসর হইয়াছিল। অতএব ডক্টর ঔফ্রেক্তের মতে সায়ণের জন্মকাল বিক্রম সংবৎ ১৩৭২ অথবা ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দ। ধন্য জনক মায়ণ, আর ধন্য জননী শ্রীমতী—যাঁহাদের পুত্ররূপে বেদভাষ্যকার হিন্দুধর্মোদ্ধারক সায়ণাচার্য্য আবির্ভূত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাধব সায়ণ অপেক্ষা পনের বৎসর বড় ছিলেন। সায়ণের মাতাপিতা সাধারণ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ছিলেন। অতএব সায়ণের বাল্যকাল বিশেষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয় নাই। নিশ্চয়ই তিনি বাল্যে পাণিনীর ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন; নচেৎ পরবর্তী কালে প্রামাণিক গ্রন্থরত্ন 'মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি' রচনায় সমর্থ হইতেন না। তৎকৃত ঋগ্বেদভাষ্যের প্রথম অষ্টক পড়িলে বুঝা যায়, ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাঁহার কিরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের বিস্তৃত ভাষ্যে সায়ণ এক এক বৈদিক শব্দরূপ এত সুন্দর ভাবে করিয়াছেন যে, তাঁহাকে মহা বৈয়াকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাধবাচার্য্য মীমাংসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবতঃ সায়ণ তাঁহার নিকট মীমাংসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তদ্বংশীয় কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা নিশ্চয়ই তৎকর্তৃক মনোযোগ সহকারে অধীত হয়। বেদভাষ্য প্রণয়ন তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মহৎ কর্ম। উহার জন্য তিনি নিশ্চয়ই বাল্যকালে আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

একত্রিশ বৎসর বয়সে সায়ণ হরিহরের অনুজ রাজা কম্পনের মন্ত্রীপদে আরূঢ় হন। উক্ত বর্ষে নেল্লোর জেলার অন্তর্গত কোডবলুরু স্থানে প্রাপ্ত শিলালেখ অনুসারে ইহা নিশ্চিত হয় যে, সায়ণ প্রসিদ্ধ কম্পন ভূপালের প্রধান মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। উক্ত শিলালেখ এপিগ্রাফিকা কর্ণাটিকার নবম ভাগে (১০৪ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত। স্থানীয় ভাষায় প্রধান মন্ত্রীকে ঔডয়লু বলা হইত। সায়ণকৃত 'সুভাষিত সুধানিধি' গ্রন্থের পুষ্পিকাতে গ্রন্থকার নিজেকে পূর্ব-পশ্চিম সমুদ্রাধীশ্বর শ্রীকম্পরাজের মহাপ্রধান রূপে আখ্যাত করিয়াছেন। নয় বর্ষকাল সায়ণ কম্পন রাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কম্পনের মৃত্যু হয়। সায়ণ রাজা কম্পনের পুত্র দ্বিতীয় সঙ্গমের শিক্ষক ছিলেন। সাম্রাজ্য পরিচালন ও যুবরাজকে শিক্ষাদান এই দুই কর্মে সায়ণ অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তৎকৃত 'অলংকারসুধানিধি' গ্রন্থে উক্ত মর্মে এই শ্লোক পাওয়া যায়।—

সম্যক্ শিক্ষাং সচিব গমিতঃ শৈশবে সায়ণার্য্য।
প্রৌঢ়িং গার্চাং প্রকটয়তি তে সঙ্গমেন্দ্র প্রয়োগে॥

রাজা কম্পনের নাবালক পুত্রকে শিক্ষাদান এবং সাম্রাজ্য শাসন এত কুশলতা সহকারে সায়ণ সম্পন্ন করেন যে, কম্পনের মৃত্যুর পরেও সাম্রাজ্যে কোন অশান্তি উপস্থিত হয় নাই। মহামন্ত্রীর সুশাসনে সাম্রাজ্যের নিম্নলিখিত শ্লোক অতিশয়োক্তি নহে।—

সত্যং মহীং ভবতি শাসতি সায়ণার্য্য।
সম্প্রাপ্তভোগসুখিনঃ সকলাশ্চ লোকাঃ॥

সায়ণ শুধু সাম্রাজ্য শাসনে স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করেন নাই; পরন্তু রাজ্য বিস্তার কল্পেও তিনি সীমান্ত রাজাদের উপর দুর্নিবার আক্রমণ করেন। তাঁহার বয়স যখন চল্লিশ বৎসর তখন কুমার সঙ্গম রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ইহার পরও তিনি প্রায় আট বৎসর রাজা সঙ্গমের মন্ত্রীত্ব করেন। তাঁহার বয়স যখন ৪৫ বৎসর, তখন তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্য জয় করিয়া অসীম বীরত্ব প্রকাশ করেন। তৎকৃত 'অলংকারসুধানিধি' গ্রন্থের নিম্নোক্ত শ্লোকে সায়ণের যুদ্ধকুশলতা বর্ণিত হইয়াছে।—

সমরে সপত্নসৈন্যং সায়ণ তব বিস্মিতং বহন্ খড়্গঃ।
ক্রীড়ন্তি কৈটভরিপুরিব বিভ্রৎ ক্রোড়ে জগৎত্রয়ং জলধৌ॥
অমুং শমিত—শাত্রবস্থির ভুজা বলেপোদয়ং
সমীক্ষ্যযুধি সায়ণং সমধিকো ভবেদ্ বিস্ময়ঃ।
নখাগ্রহত বৈরিণো নরহরের্হরস্যাথবা
নবাম্বুজদলোল্লাসন্নয়নমাত্র দগ্ধদ্বিষঃ॥

সায়ণের বিস্ময়কারিণী রণচাতুরীর সুফল সদ্য দৃষ্ট হয়। যে চম্প নামক রাজাকে তিনি নিজের কৃপাপাত্র করিয়াছিলেন তিনি বিদ্রোহী হওয়ায় সায়ণাচার্য্য তাঁহাকে অচিরে পরাস্ত করিয়া অতুল কীর্তি প্রাপ্ত হন। এই সম্বন্ধে 'অলংকারসুধানিধি' গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকও পাওয়া যায়—

জগদ্বীরস্য জাগর্তি কৃপাণঃ সায়ণ প্রভোঃ।
কিমিত্যেতে বৃথাটোপা গর্জন্তি পরিপন্থিনঃ॥
দিষ্ট্যাদৈষ্টিকভাব-সংভৃত মহা-সম্পদ্ বিশেষোদয়ং
জিত্বা চম্পনরেন্দ্রমুর্জিতযশাঃ প্রত্যাগতঃ সায়ণঃ।

কৃষ্ণস্বামীকৃত Sources of Vijayanagar History পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে যে, এই চম্পরাজ চোল দেশের অধিপতি ছিলেন এবং কাঞ্চীর পার্শ্ববর্তী প্রদেশের তিনি শাসন করিতেন। কৃষ্ণস্বামীর মতে চম্পরায়ের আসল নাম শম্ভুব রায়। সায়ণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াও চম্পরাজ পূর্বস্থানেই রহিলেন। কিছুকাল পরে প্রথম বুক্করাজের পুত্র কুমার কম্পন স্বীয় সেনাপতিগণের সহায়ে শম্ভুব রায়ের সহিত সংগ্রামে বিজয়ী হন। গঙ্গাদেবী কৃত 'মধুরা বিজয়' গ্রন্থে কুমার-কম্পনের বিজয়বার্তা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। অন্য শিলালিপি হইতে জানা যায়, সায়ণ সঙ্গমরাজের সহিত গরুড় নগর নামক স্থানের রাজাকে আক্রমণ ও পরাস্ত করেন। সায়ণাচার্য্য যেমন প্রতিভাশালী ভাষ্যকার, তেমনি সুযোগ্য শাসক ও যুদ্ধজয়ী মহাবীর ছিলেন। রাজ্যশাসন, যুদ্ধজয় ও ভাষ্যরচনা যিনি এক সঙ্গে করিতে পারেন, তাঁহার মত অদ্ভুত পুরুষ ভারতে অধিক হয় নাই।

খ্রীষ্টীয় ১৩৬৪ অব্দের এক শিলালিপিতে লিখিত আছে, শ্রীমান্ মহামণ্ডলেশ্বর বীর শ্রীসায়ণ ঔডয়লু পৃথিবী

শাসন করিতেন। ইহাতে সঙ্গম রাজের নামোল্লেখ নাই। এই হেতু অধ্যাপক হেরাস তৎকৃত Beginnings of Vijaynagar History পুস্তকের ৯৮ পৃষ্ঠায় বলেন, "তখন সঙ্গম রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না এবং সায়ণ বুক্করাজের অধীনে নেল্লোর প্রান্ত শাসন করিতেন।" ইহা হইতে অনুমিত হয় সায়ণ ১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বুক্করাজের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। বুক্ক রায় ছিলেন বিজয়নগরের মহারাজা। সায়ণের বয়স যখন ৪৮ বৎসর হয়, তখন তিনি বেদভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। বুক্করাজের শুভেচ্ছা ও অনুজ্ঞা অনুসারে তৎকর্ত্তৃক বেদভাষ্য রচিত হয়। ঋগ্বেদভাষ্যের পুষ্পিকাতে এই হেতু সায়ণ নিজেকে বীর বুক্ক সাম্রাজ্য ধুরন্ধররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ১৩৭৯ অব্দে মহারাজ বুক্ক ইহলীলা সংবরণ করেন। উক্ত বর্ষে বুক্কপুত্র হরিহর সিংহাসনে আরূঢ় হন এবং সায়ণকে পূর্ববৎ মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত রাখেন। তখন সায়ণের বয়স প্রায় ৬৪ বৎসর হইয়াছিল। রাজা হরিহরের আজ্ঞায় সায়ণ অবশিষ্ট বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণের ভাষ্য রচনাপূর্বক অমরত্ব লাভ করেন। প্রায় ছয় বর্ষ সায়ণ রাজা দ্বিতীয় হরিহরের অমাত্য ছিলেন। হরিহরের রাজত্বকালে ৭২ বৎসর বয়সে ১৩৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সায়ণাচার্য্য ইহলীলা সংবরণ করেন।

সায়ণাচার্য্যের চরিত্র অলৌকিক ও আশ্চর্য্যজনক ছিল। তাঁহার প্রতিভা সাড়ে পাঁচশত বৎসর পরেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের অমাত্য কৌটিল্য অথবা মহাভারতোক্ত দ্রোণাচার্য্যের মত তিনি পাণ্ডিত্য ও বীরত্বের অলৌকিক প্রতিমূর্তি ছিলেন। কাঞ্চীতে প্রাপ্ত শিলা-লিপিতে উক্ত মর্মে নিম্নোক্ত শ্লোকার্ধ পাওয়া যায়, 'ভারদ্বাজকুলেশ সায়ণ! গুণৈঃ স্বত্বত্বমেবাধিকঃ।" ইহার অর্থ, ভারদ্বাজকুলতিলক সায়ণাচার্য্য ধন্য! বিচিত্র গুণরাজির সমাবেশে তোমার চরিত্র শ্লাঘনীয় ও স্মরণীয়!

ত্রিংশৎ বৎসর বয়স হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রায় বিয়াল্লিশ বৎসর সায়ণাচার্য্য নানা শাস্ত্র রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থাকা কালেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমূহ রচিত হয়। বুক্করাজের আজ্ঞানুসারে তিনি বেদভাষ্য রচনা করেন। ডক্টর ঔফ্রেক্ট সাহেবের মতে সায়ণ প্রায় পঞ্চাশখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এলাহাবাদের সাহিত্যাচার্য্য বলদেব উপাধ্যায় প্রণীত 'আচার্য্য সায়ণ ও মাধব' নামক হিন্দি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, অনেক পণ্ডিত স্বীয় গ্রন্থকে আচার্য্য সায়ণের নামে চালাইয়াছেন। গভীর গবেষণার ফলে পূর্বোক্ত পণ্ডিত উপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বেদভাষ্য ব্যতীত সায়ণের আরও সাতখানি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম গ্রন্থের নাম 'সুভাষিতসুধানিধি।' সায়ণের প্রথম আশ্রয়দাতা রাজা কম্পনের রাজ্যকালে ১৩৪০ হইতে ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থ রচিত হয়। উক্ত গ্রন্থের শেষে এই শ্লোক ও গদ্যাংশ লিখিত আছে।—

"ভারদ্বাজান্বয়ভুজা তেন সায়ণমন্ত্রিণা।
ব্যরচ্যত বিশিষ্টার্থঃ সুভাষিতসুধানিধি॥"

ইতি পূর্বপশ্চিম সমুদ্রাধীশ্বরাধিরায় বিভাল শ্রীকম্প-রাজ মহাপ্রধান ভরদ্বাজবংশ মৌক্তিক-মায়ণ-রত্নাকর সুধাকর মাধব কল্পতরু-সহোদর-শ্রীসায়ণাচার্য্য বিরচিতে সুভাষিতসুধানিধৌ।"

এই গ্রন্থের চার পর্বে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পুরুষার্থ চতুষ্টয় ব্যাখ্যাত। ইহার পূর্বে সায়ণাচার্য্য 'পুরুষার্থ সুধানিধি নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে মহাভারত ও পুরাণসমূহ হইতে বহু শ্লোক সংগ্রহ পূর্বক তিনি বেদব্যাসের পরিচয় প্রদান করেন। 'সুভাষিত সুধানিধি' গ্রন্থে মোট ১১০৮ শ্লোক আছে। উক্ত গ্রন্থ রচনাকালে সায়ণের বয়স ত্রিশ বা বত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থে অসামান্য ঐতিহাসিক মহত্ত্ব বিদ্যমান। ইহার অর্থ-পর্বে বিজয়নগর রাজ্যের শাসকগণের বিবরণ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। মাদ্রাজ সরস্বতীভাণ্ডার লাইব্রেরীতে ইহার হস্তলিখিত পুঁথি রক্ষিত আছে।

সায়ণকৃত 'প্রায়শ্চিত্তসুধানিধি' নামক এক গ্রন্থ আছে। ইহার অন্য নাম 'কর্মবিপাক।' আমাদের ধর্মশাস্ত্রে আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থকে প্রায়শ্চিত্ত বিবেচনই মুখ্য উদ্দেশ্য। সঙ্গম ভূপালের মন্ত্রীপদে অবস্থান

কালে সায়ণ যে চারি গ্রন্থ রচনা করেন তন্মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্ত সুধানিধি' প্রথম বলিয়া প্রতীত হয়। উক্ত গ্রন্থ রচনা কালে তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সায়ণ কত ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তৎকৃত 'আয়ুর্বেদসুধানিধি' নামক গ্রন্থ। তাঁহার সর্বাঙ্গীণ বিদ্যাবত্তা এবং অসাধারণ পরোপকার-স্পৃহার ইহাই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তৎকৃত 'অলংকার সুধানিধি' গ্রন্থে 'আয়ুর্বেদ সুধানিধি' সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—'আয়ুর্বেদ সুধানিধি ব্যসনিভিঃ শ্রীসায়ণাচার্য্যোদিতং ভৈষজ্যম্।' পণ্ডিত শ্রীশৈলনাথ তৎকৃত 'প্রশ্নোত্তর রত্নমালা' নামক বৈদ্যক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতামহ একাম্রনাথ সায়ণমন্ত্রীর প্রেরণায় 'আয়ুর্বেদ সুধানিধি' গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেন।

সায়ণকৃত 'অলংকারসুধানিধি' গ্রন্থ দক্ষিণ ভারতে বিপুল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অপ্পয় দীক্ষিত তৎকৃত 'চিত্র মীমাংসা' নামক অলংকার গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে সায়ণ সংস্কৃত ভাষার সমস্ত অলংকারের লক্ষণ ও উদাহরণ দিয়াছেন। অলংকার সম্বন্ধে গ্রন্থকারগণ সাধারণতঃ স্ব স্ব আশ্রয়দাতার উদাহরণ দিয়াছেন; কিন্তু সায়ণ উক্ত গ্রন্থে নিজ জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলী দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

সায়ণকৃত 'ধাতুবৃত্তি' পাঠে জানা যায়, ব্যাকরণশাস্ত্রেও তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাধবাচার্য্যের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করায় ইহার নাম রাখেন 'মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি।' গ্রন্থারম্ভে নিম্নোক্ত শ্লোক পাওয়া যায়।—

'তেন মায়ণ পুত্রেণ সায়ণেন মনীষিণা।
আখ্যয়া মাধবীয়েয়ং ধাতুবৃত্তির্বিরচ্যতে॥

অনুবাদ—মায়ণপুত্র সায়ণ কর্তৃক এই 'মাধবীয়া ধাতুবৃত্তি' বিরচিতা।

এই গ্রন্থ পাণিনীয় ধাতুপাঠের প্রামাণিক টীকা-গ্রন্থ। ইহাতে হেলারাজ, ভট্টভাস্কর, ক্ষীরস্বামী, শাকটায়ণ, পতঞ্জলি, ভাগুরি, কৈয়ট, জয়াদিত্য প্রভৃতি সুপ্রাচীন গ্রন্থকারগণের অভিমত স্থানে স্থানে উল্লিখিত। এই গ্রন্থের কতিপয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বহুপূর্বে কাশীধামের 'পণ্ডিত' পত্রিকায় ইহার প্রথম প্রকাশন দেখা যায়। তৎপরে মহীশূর সংস্কৃত গ্রন্থমালা এবং অধুনা কাশী-সংস্কৃত সিরিজে ইহা প্রকাশিত। এই চার গ্রন্থ রচনাকালে সায়ণ দ্বিতীয় সংগম ভূপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ বৎসরের মধ্যে ছিল।

যজ্ঞতন্ত্র সুধানিধি' সায়ণাচার্য্যের আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ। ইহা হরিহর মহারাজ সাম্রাজ্য ধুরন্ধরের মন্ত্রীপদে অবস্থান কালে তৎকর্তৃক রচিত হয়। উক্ত কালে অথর্ব-সংহিতা ভাষ্য এবং শতপথ ব্রাহ্মণ ভাষ্যও লিখিত হয়। এই গ্রন্থত্রয় সায়ণের অন্তিম রচনা বলিয়া মনে হয়।

'পুরুষার্থ সুধানিধি' গ্রন্থের কথা পূর্বে কথিত হইয়াছে। ইহাতে আছে, একদা তত্ত্ববেত্তা সৎকথা-কৌতুকী সর্ব বিদ্যানিলয় বুক্কভূপতি রাজশেখর মাধবাচার্য্যকে প্রসন্ন বদনে বলিলেন, "আপনার শ্রীমুখ থেকে আমি বিবিধ শাস্ত্র, পুরাণ, উপপুরাণ ও মহাভারতাদি শুনেছি; কিন্তু হে বিপেন্দ্র, অল্পবুদ্ধি নরনারীদের জন্য পুরুষার্থের উপযোগী বাস বাক্য সমূহ আখ্যান মাধ্যমে আমাকে শোনান। রাজবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মাধবাচার্য্য বুক্ক রাজকে নিবেদন করিলেন—

অয়ং হি কৃতিনামাদ্যঃ সায়ণার্য্যো মমানুজঃ।
পুরাণোপপুরাণেষু পুরুষার্থোপযোগিনীঃ।
উপদিষ্টা ময়া রাজন্ কথাস্তে কথয়িষ্যতি॥

অনুবাদ—আমার অনুজ এই আর্য্য সায়ণ কৃতিগণের মধ্যে সর্বপ্রধান। হে রাজন্, সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণের পুরুষার্থের উপযোগী বাক্যসমূহ এই সায়ণ আমার উপদেশ অনুসারে আপনাকে বলিবে। অগ্রজ মাধবের আদেশে সায়ণাচার্য্য বুক্ক মহীপতিকে বলিলেন—

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ বুদ্ধিস্তে ধর্মদেশিনী।
বদামি ব্যাসবাক্যানি লোকানাং হিতকাম্যয়া॥

অনুবাদ—হে মহাপ্রাজ্ঞ মহীপতি, আপনার প্রস্তাব অত্যন্ত সুন্দর এবং আপনার বুদ্ধি ধর্মোন্মুখী। লোক হিতকামনায় ব্যাসবাক্য সমূহ আমি ব্যাখ্যা করিতেছি।

আচার্য্য সায়ণ যে ব্যাসবাক্য সমূহ রাজার নির্দেশে সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করেন তাহাই 'পুরুষার্থসুধানিধি' গ্রন্থে প্রদত্ত।

বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য কর্তৃক পূর্বোক্ত গ্রন্থসমূহ বিরচিত, ইহা অনেকেই জানেন না। কিরূপে তিনি বেদভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা তৈত্তিরীয় সংহিতা ভাষ্যের উপক্রমণিকায় সায়ণ স্বয়ং লিখিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাধবাচার্য্য বেদার্থজ্ঞ মীমাংসক ছিলেন। মাধবাচার্য্য কৃত 'জৈমিনীয় ন্যায়মালা' তাঁহার মীমাংসা জ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মহারাজ বুক্করায় তাঁহার ধর্মগুরু ও মন্ত্রীবর মাধবাচার্য্যকে বেদার্থ প্রচারে আদেশ দেন। মাধব রাজাকে আদেশ দেন। আচার্য্য মাধব রাজাকে বলেন—

স প্রাহ নৃপতিং রাজন্ সায়ণার্য্যো মমানুজঃ।
সর্বং বেত্ত্যেষ বেদানাং ব্যাখ্যাতৃত্বে নিযুজ্যতাম্॥

অনুবাদ—সেই মাধব নৃপতিকে বলিলেন, হে রাজন্, আমার ছোট ভাই আর্য্য সায়ণ চতুর্বেদের সর্বতত্ত্ব অবগত। তাহাকে আপনি বেদব্যাখ্যাতারূপে নিযুক্ত করুন।

মাধবাচার্য্য কর্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বীর বুক্ক মহীপতি বেদার্থপ্রকাশনে সায়ণাচার্য্যকে আদেশ দিলেন। বেদানুরাগী ধর্মপ্রাণ বুক্করায়ের আদেশে সায়ণাচার্য্য সযত্নে পূর্বোত্তর মীমাংসা ব্যাখ্যান্তে বেদার্থ ব্যাখ্যায় উদ্যত হইলেন। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য স্বয়ং তাঁহার বেদভাষ্যের নাম দিয়াছেন 'বেদার্থপ্রকাশ।'

সায়ণাচার্য্য নিম্নোক্ত পাঁচখানি সংহিতা এবং তেরখানি ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক—মোট আঠারখানি বেদগ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।—(১) কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা, (২) ঋগ্বেদ সংহিতা, (৩) সামবেদ সংহিতা, (৪) শুক্ল যজুর্বেদীয় কাণ্ব সংহিতা, (৫) অথর্ববেদ সংহিতা, (৬) কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও (৭) তৈত্তিরীয় আরণ্যক, (৮) ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও (৯) ঐতরেয় আরণ্যক, (১০) শুক্ল যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ এবং (১১) সামবেদীয় তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ও (১২) ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ ও (১৩) সামবিধান ব্রাহ্মণ ও (১৪) আর্ষেয় ব্রাহ্মণ ও (১৫) দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ ও (১৬) উপনিষৎ ব্রাহ্মণ ও (১৭) বংশ ব্রাহ্মণ ও (১৮) সংহিতোপনিষৎ ব্রাহ্মণ।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, আচার্য্য সায়ণ চতুর্বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগের উপর বিশদ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। শুক্ল যজুর্বেদের একটী ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়—শতপথ ব্রাহ্মণ। ইহা একশত বৃহৎ অধ্যায়ে বিভক্ত। সায়ণ এই বৃহৎ গ্রন্থরত্নের সুন্দর ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। সামবেদের আটখানি ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দুই ব্রাহ্মণ ও দুই আরণ্যক বর্তমান—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক এবং কৌষিতকী ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক। সায়ণাচার্য্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন; কিন্তু কৌষিতকী ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের ব্যাখ্যা লেখেন নাই। কৃষ্ণ যজুর্বেদের অনেক শাখার বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সায়ণ নিজ বেদশাখার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যের এক বৃহৎ অংশের উপর সায়ণ প্রামাণ্য ভাষ্য লিখিয়াছেন। কোন পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ভাষ্যকার এত গ্রন্থ রচনায় সমর্থ হন নাই। ইহাই আচার্য্য সায়ণের অনুপম কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব।

সায়ণ স্বয়ং কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখাভুক্ত ব্রাহ্মণ হওয়ায় ও আজন্ম উহার সহিত পরিচিত থাকায় তিনি মহারাজ বুক্করায়ের আদেশে সর্বপ্রথম তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্য লিখেন। সায়ণভাষ্য সহ উক্ত সংহিতা পুনা আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি চতুর্বেদের কোন উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন নাই। তৎকালে গীতা, ব্রহ্মসূত্র ও দশোপনিষদের শাংকর ভাষ্য ভারতে প্রচলিত ছিল বলিয়াই হয়ত তিনি উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, ব্যাসদেবকে বিশালবুদ্ধি বলা হয়। আমার মনে হয়, সায়ণাচার্য্যও কম বিশালবুদ্ধি ও প্রতিভাশালী ছিলেন না। তাঁহাকে কলিযুগের বেদব্যাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সায়ণকৃত বেদভাষ্য পাঠ করিলে তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়। বাংলা দেশে ঐ সব গ্রন্থের প্রকাশন ও প্রচলন হইলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ ও বঙ্গীয় সমাজ উন্নত হইবে।

সুগত-স্মরণে

কবিশেখর কালিদাস রায়

রেখেছ ভারতে তীর্থ করি,
শুচি সাধনায় বোধি বোধনায়
আড়াই হাজার বছর ধরি।
ভারতের বোধি তরুর তলে,
দিব্যানন্দে যে আলোক তুমি
পেয়েছিলে মহা তপের ফলে,
তিমির-মগ্ন অর্দ্ধ-ভুবন
লভি সেই জ্ঞানালোকের ভাতি,
মেলিল নয়ন প্রভাত হইল
মানব মনের অমার রাতি।
সভ্য জীবন তা হতে সুরু
গত কত যুগ, তবু তুমি প্রভু
আজো আছ সেই জগদ্‌গুরু।

দিয়ে গেছ তুমি চরম বাণী।
ধর্মে ধর্মে কতনা দ্বন্দ্ব
দ্রোহ-বিগ্রহে কত না গ্লানি।
সবার উর্দ্ধে তব বাণী রাজে
অম্লান চির সত্য ধ্রুব।
সঞ্চার করে সাম্য মৈত্রী
যা কিছু শান্ত, যা কিছু শুভ।
আড়াই হাজার বছর আগে
যে সত্য তুমি করেছ প্রচার
নানা মতবাদে তাহাই জাগে।
চির পুরাতনে নূতন লাগে।
সারা ধরা আজ আর্ত্ত কাতর,
হিংসার বিষে চেতনা হারা;
ঘুচায়ে ভ্রান্তি চাহে যে শান্তি,
কোথা পাবে তব বাণীটি ছাড়া?

ভোগের পঙ্কে শূকরের মত
রয়েছে যাহারা মজ্জমান।
তাহারাও চায় পুনরুদ্ধার
কে করে তাদেরে পরিত্রাণ?
আড়াই হাজার বছর পরে
আর্ত্ত বিশ্ব তোমারে স্মরে।
দেখাও সুপথ অন্তরে তার
সুমতি জাগাও করুণা ভরে।
ধ্বনিত হউক তোমার বাণী।
প্রভু তথাগত রাখো ব্যথাহত
ধরণীর শিরে অভয়পাণি।

এই এশিয়ার স্থলে জলে
যত ফাটিতেছে নিতি আণব বোমা,
ততই স্মরণ করি নিশি দিন
তথাগত মহামানব তোমা।
বরাভয়দাতা, তোমার এশিয়া
তোমার আঘাতে যাবে কি ধ্বসিয়
ভস্ম তাহার যাবে কি ভাসিয়া
কালো হবে তাতে মহাসাগর?
যেমন করিয়া ধ্যানযোগে জানি
স্মরি বালকের ভীত মুখখানি,
বিদূরিলে ভয় প্রসারিয়া পাণি
তেমনি ঘুচাও তাহার ডর।
এখনো তোমার মৈত্রীর বাণী
যায়নি এশিয়া বিস্মরিয়া,
যতই মারণ যজ্ঞ জ্বলুক
লেলিহান শিখা বিস্তারিয়া;

তব অক্ষয় তূণীর ভরা
এখনো হে প্রভু শান্তিনীরে
প্রসন্নপাণি তুলিয়া দাঁড়াও
প্রশান্ত মহাসাগর তীরে।
সাম্য মৈত্রী শান্তির বাণী প্রচারিলে একদিন
হিংসা বৃত্তি হয়েছিল তায় ক্ষীণ,
মানুষের এই সভ্যতা তাই আগায়েছ এতদূর
মানব শুনিল, শোনে নি সে বাণী যাহারা
হিংস্র ক্রূর।

তাদের বংশধর
মানব বংশ ধ্বংস করিতে হয়েছে অগ্রসর।
যে বীজ নিহিত ছিল ধ্বংসের
এই সৃষ্টির তলে
অণুপরমাণু দলে
তাই দিয়ে তারা সৃষ্টি নাশিতে চায়
তোমার মানুষ আজি বড় অসহায়।
তোমার অশোক অভয় বাণীটি
আবার মানুষ চাহিবে কবে?
ধনতন্ত্রের রণতন্ত্রের
শাসনে দলিত হবে সে যবে,
দৈহিকতার ঐহিকতার
জ্বালায় জ্বলিবে বিশ্বজনে
তব বাণী ছাড়া নির্বাণ গুরু
কিসে হবে জ্বালা নির্বাপণ?

ভারতীয় সংস্কৃতি সাধনায় নারী।

শ্রীমতী বীণা চক্রবর্ত্তী এম্, এ,।

ভারতীয় সংস্কৃতি সাধনায় নারীর অবদান পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে কম ত নহেই বরং অধিকতর।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে গেলে ইহার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। নারীর আত্মিক শক্তি, আধ্যাত্মিক কৃষ্টি, ও তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পাইয়াছিল সে যুগের মানব, তাই সে যুগে জীবনের প্রতিটী ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভ করিয়াছিল। শিক্ষা-তীর্থে, কর্ম্মক্ষেত্রে, গার্হস্থ্যজীবনে নারী এবং পুরুষের ভিতর সুযোগ সুবিধা লাভে এতটুকু পার্থক্য ছিল না। ফলে নারীপুরুষ নির্ব্বিচারে সেদিন গুরুগৃহে বিদ্যার্জ্জনের অধিকার ছিল। পাঠসমাপ্তে স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী যে যাহার কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া লইত। বিবাহ নারীর পক্ষে সে যুগে বাধ্যতামূলক ছিল না। বিদুষী নারী সেকালে ইচ্ছা করিলে চিরকৌমার্য্য গ্রহণ করিয়া অধ্যয়ন, অধ্যাপনায় জীবন অতিবাহিত করিতে পারিতেন। স্বীয় পতি নির্ব্বাচনে নারীর স্বাধীনতা ছিল, স্বয়ম্বর সভা আহ্বান অথবা রাজ দুহিতা সাবিত্রীর পতি অন্বেষণে দেশে পর্য্যটন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গার্হস্থ্য জীবনে প্রতিটী কর্ম্মে স্বামীর পার্শ্বেই ছিল পত্নীর স্থান, ধর্ম্মাচরণে পত্নীর সাহচর্য্য ছিল অপরিহার্য্য; তাই অশ্বমেধ যজ্ঞসভায় নির্ব্বাসিত সীতাদেবীর স্থানপূরণের নিমিত্ত তাঁহার কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের প্রয়োজন হইয়াছিল শ্রীরামচন্দ্রের। সে যুগে পত্নী যথার্থই পতির সহকর্ম্মিনী, সহধর্ম্মিনী ছিল।

শাস্ত্রালোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াই নারী সে যুগে ক্ষান্ত হয় নাই। কোন কোন বিদুষী মহিলার শাস্ত্রে এবম্বিধ ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছিল যে তাঁহারা কেহ কেহ বেদের সূত্র পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞা বিদুষী মহিলাদিগের ভিতর গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া।

জ্ঞানগরিমায় ভারত সেদিন বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠ পরিগণিত হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রচারে, শিক্ষাপ্রসারে ভারত বাসীরা দিকে দিকে অভিযান করিয়াছিল। সেই অভিযানে পুরুষের সহযোগিনী হইয়াছিল নারী। নারী এবং পুরুষের সমবেত অবদানে যে যুগের ইতিহাস মহিমান্বিত ছিল। সে ছিল ভারতের গৌরবময় স্বর্ণ যুগ।

বিধাতার আশীর্ব্বাদ কোন দেশ বা জাতির উপর বোধ হয় সমভাবে চিরদিন বর্ষিত হয় না, তাই ভারতের ভাগ্যাকাশে পট পরিবর্ত্তন ঘটিল।

আত্মকলহের সর্ব্বনাশা ছিদ্র পথে বিদেশী বিধর্ম্মী শাসক সম্প্রদায় সোনার ভারতে সুদৃঢ় আসন গ্রহণ করিল। পুরুষ সেদিন হীনবল, নারীর মর্য্যাদা বিধর্ম্মীদের হস্তে ক্ষুন্ন হইবার আশঙ্কা। তাই মুসলমান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে নারীর জন্ম সৃষ্টি হইল অবরোধ প্রথা, সর্ব্ববিষয়ে নারী স্বাধীনতার বিলুপ্তিঘটিল। শৈশব অতিক্রান্ত হইলেই পিতামাতা কন্যাকে পতিগৃহের রক্ষণাবেক্ষণে প্রেরণ করিয়া দায়িত্ব মুক্তির জন্ম প্রয়াসী হইতেন। এইভাবে বাল্যবিবাহের প্রচলন হইল। নারীর শিক্ষালাভের সুযোগ আর রহিল না। সে হারাইয়া ফেলিল তাহার কৃষ্টি। বৃহত্তর বহির্জগতের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন যোগ হইয়া গৃহের স্বল্পপরিসর সীমার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নারীর অবস্থা কূপমণ্ডুকের সমতুল্য হইল। শিক্ষা নাই, কৃষ্টি নাই, গণ্ডীবদ্ধ সীমানার ভিতর দিন যাপন করিতে করিতে নারীজাতি ক্রমশঃ হইয়া উঠিল সঙ্কীর্ণ চেতা, হীনমনা, আত্মপরায়ণা। অতীত যুগের আপন মহিমায় মহিমান্বিতা, ভারতের গৌরবের মূর্ত্ত প্রতীক মহিলাদিগের স্থানে ঘরে ঘরে দেখিলাম তাঁহাদিগের প্রেত ছায়াস্বরূপিণী কতগুলি অসহায়, নিরুপায় জীব।

সমাজের একটী অঙ্গ যে মুহূর্ত্তে পঙ্গু, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল, অপর অঙ্গটীও আর সে মুহূর্ত্তে সুস্থ, সতেজ রহিলনা। নারী আর পুরুষ সমাজদেহের দুইটী প্রধান অঙ্গ, একটী রোগদুষ্ট হইলে অপরটীরও সংক্রমিত হইবার সম্ভাবনা।

ভারতের স্বর্ণযুগে নারীর সার্থক সহায়তায় জীবনক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিটী কর্ম্ম সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সে যুগে নারী ছিল পুরুষের সহকর্ম্মিণী, সহচারিণী। সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতাবঞ্চিত, গৃহকোণাবদ্ধা, অজ্ঞানতাতমসাচ্ছন্না নারী, পরাধীনতার অভিশপ্ত দিনে, হইয়া উঠিল পুরুষের গলগ্রহ, ভারস্বরূপ। সেই ভারের চাপে পুরুষও দিনের পর দিন ম্রিয়মাণদেহ, হৃতবীর্য্য হইয়া পড়িল। হারাইয়া ফেলিল পুরুষ তাহার উদার দৃষ্টিভঙ্গী, সতেজ কর্ম্মক্ষমতা। ভুলিয়া গেল পুরুষজাতি নিজেদের গৌরবময় ঐতিহ্য, ভুলিয়া গেল যে তাহারা কেবল জৈবিকধর্ম্ম আচরণ করিতেই পৃথিবীতে আসে নাই, তাহারা ভারতবাসী, বেদস্রষ্টা ঋষি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন "অমৃতস্য পুত্রাঃ" নামে, "সোঽহম্" বলিয়া বেদনিষ্ঠ মানুষকে ঈশ্বরের সহিত একাত্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

পরাধীনতার শৃঙ্খলের গুরুভারে ভারতবাসীর অধোমুখেই গতি হইল। অশিক্ষা, কুশিক্ষার প্রভাবে হইয়া উঠিল আত্মকেন্দ্রিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মোহলিপ্ত। বৈদিক যুগের সত্ত্বগুণের স্থানে বিরাজ করিতে লাগিল রজোগুণ, তমোগুণ। বৈদিক ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বটী উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা রহিলনা শিক্ষাহীন জাতের; ফলে সমাজের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সম্প্রদায় স্বীয় স্বার্থ-সুবিধানুযায়ী বেদধর্ম্মবিরোধী কতগুলি বাধানিষেধ, ভেদাভেদের সৃষ্টি করিয়া নিজদিগের এবং নিম্নবিত্ত, অধিকতর অসহায় মানুষ গুলির ভিতর এক কৃত্রিম ব্যবধান রচনা করিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ পরস্পরের ভিতর হিংসাদ্বেষ, হানাহানির সূত্রপাত হইল। বিদেশী শাসকবর্গের ইহাই কাম্য, পারস্পরিক সম্প্রীতির অভাব একতার পরিপন্থী, ভেদনীতিই রাজদণ্ডের নিরাপত্তার প্রধান অস্ত্র।

ভারতবাসীর হস্তচ্যুত রাজদণ্ড গ্রহণ করিল মুসলমান, মুসলমানের করতলগত রাজদণ্ড কৌশলে অপহরণ করিল বাণিজ্যব্যবসায়ী ইংরাজ। অভিশাপগ্রস্ত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইল। পুনরায় পটপরিবর্ত্তন হইল ভারতের ভাগ্যাকাশে। পরাধীনতার নাগপাশ মোচন করিয়া মোহনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল ভারতবাসী। "উত্তিষ্ঠত,

জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত", সত্যদ্রষ্টা ঋষির অমরবাণী কর্ণকুহরে আশার বাণী শুনাইয়া গেল।

ভারত স্বাধীন হইয়াছে, স্বাধীন দেশের অধিবাসী আমরা, স্বীয় ভবিষ্যৎ ইচ্ছানুযায়ী রচনা করিবার ক্ষমতা পুনরায় আমরা লাভ করিয়াছি। সম্মুখে এখন গুরুভার কর্ত্তব্য। হৃতস্বাধীনতার মোহাচ্ছন্ন দিবসে ভারতের কৃষ্টি, ভারতের ঐতিহ্যের উপর বিস্মরণের আস্তরণ পড়িয়াছিল, বিস্মৃতির অন্তরাল হইতে ভারতের সেই নিজস্ব সম্পদ উদ্ধার করিয়া, ভারতের জনগণকে তাহার দ্বারা পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

সমগ্র বিশ্ব এখন অগ্রগতির পথে, ভারতকেও অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। অগ্রগতির তালে তাল মিলাইয়া না চলিলে বিশ্বের দরবারে অপরাপর পরাক্রান্ত দেশের সহিত তুল্য মর্য্যাদা সে পাইবে কি প্রকারে? কিন্তু চলার তালে আত্মহারা হইলে চলিবেনা, মনে রাখিতে হইবে যে ভারতের প্রকৃত সম্পদ ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতের কৃষ্টি, ভারতের ঐতিহ্য। ইহাদের অবহেলা করিলে সমূহ অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা। ভারতের গরিমাময় যুগে ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যই ভারতবাসীকে বিশ্ববরেণ্য করিয়াছিল এবং ইহারাই পুনরায় তাহাকে বিশ্বজগতে স্বকীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবে।

স্বাধীন ভারতে নারীর দায়িত্ব প্রচুর। তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গৃহের চতুঃসীমার গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধা হইয়া আজ আর সে তৈজসপত্রের সামিল পরিগণিত হইতেছে না। বহির্বিশ্বে সে আজ নিঃশঙ্ক পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিয়াছে; শিক্ষার্জ্জনে তাহার আর বাধা নাই; জীবনের প্রতিটী ক্ষেত্রে, প্রাচীন যুগের ন্যায়, আজ তাহার অবাধ স্বাধীনতা। অতিশয় সতর্কতার সহিত এখন চলিতে হইবে নারীকে। বিগত দীর্ঘ দিবস অজ্ঞানতাতিমিরে অবাঞ্ছনীয় জীবন যাপন করিবার পর, আলোকে আসিবার সুযোগ লাভ করিয়া, সেই সুযোগের অপব্যবহার যদি তাহার আচরণে ঘটে, তাহা হইলে পরিতাপের আর সীমা থাকিবেনা।

শক্তির প্রতীক নারী। ব্রহ্মাণ্ডের অখণ্ড শক্তিকে নারী রূপে কল্পনা করিয়া বৈদিক ঋষিরা জগজ্জননী মহাদেবী দুর্গাকে অর্চ্চনা করিয়াছেন।

শক্তির বিভিন্ন প্রকাশে নারীর বিভিন্ন রূপ। তাই কখনো সে দেবী, কখনো সে দানবী। নারীর হস্তে পুরুষ ক্রীড়নক মাত্র। নারী লইয়া যায় পুরুষকে ঊর্দ্ধলোকে, পুরুষের মনে জাগাইয়া তোলে "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের" আকাঙ্খা। আবার সেই নারীর ভ্রূভঙ্গিমাতে পঙ্কিলতার কলুষ আবর্ত্তে নিমজ্জিত হয় পুরুষ। নারীর দানবী মূর্ত্তি দেখিতে চাই না। দেবী মূর্ত্তিতে তাহার আত্মপ্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন। তাহার অপূর্ব্ব ঐশী শক্তি প্রয়োগের মাহেন্দ্রক্ষণ আজ সমাগত।

নারীর সম্মুখে আজ ত্রিবিধ দায়িত্ব। পুরোবর্ত্তিনী মহীয়সী মহিলাদিগের আদর্শ নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়া স্বীয় কার্য্যে, আচরণে ভারতীয় সংস্কৃতি মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইবে। পুরুষ নারীর কাছে চায় প্রেরণা। আত্মশক্তিদানে পুরুষকে শক্তিমান করিয়াছিলেন সর্ব্বশক্তির আধার প্রকৃতি। সেই আদ্যা শক্তির অংশে জন্ম নারীর, পুরুষকে শক্তি, প্রেরণা, সাহস যোগাইবার দায়িত্ব তাহার। বেদোক্ত পথে চলিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে পুরুষকে ব্রতী করিতে সহায়তা করিতে হইবে নারীকে। শিশুরা আগামীদিনের নাগরিক। সন্তান সন্ততিকে সেই অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষা দিবার, ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবার ক্ষমতা জননীরই হস্তে। জননীর স্নেহতপ্ত ক্রোড়ে যে শিক্ষা সন্তান লাভ করে, তাহাই তাহার জীবনে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া যায়।

P 362-01

ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভারতের নারী এবং পুরুষ স্ব স্ব জীবনে সম্যকরূপে গ্রহণ করিয়া সেই ভাবধারা অধিকতর সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিলেই সূচিত হইবে প্রকৃত কল্যাণ, সেই কল্যাণের পথেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির যথার্থ মঙ্গল সাধন সম্ভবপর হইবে।

প্রণাম

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সাম্য কোথা খুঁজে ফিরি—পদে পদে অসাম্য যেথায় ?
নররূপী নারায়ণ অত্যাচারে অর্জরিত কাঁদে,
দানবের সৃষ্ট অপবাদে ;
পিতৃধন অমৃতধন মর্ত্যপটে বড় অসহায় !
অন্তহীন অভিসার কতবার—কে রাখে হিসাব ?

নিখিলের দেবালয় হয়েছে তো গুপ্ত অস্ত্রাগার,
অপব্যাখ্যাশঙ্কিত দিন কল্যাণেরে করেছে চুরমার।
হা রাম—অন্তিম বাণী করেছে প্রচার।

সকল প্রেরণামূলে তবু অভিরাম
তুমি সত্যকাম।
তোমারে প্রণাম ॥

পৃথিবী যে মধুময়—তারই তো প্রস্তাব
এনেছিল কবে এক পুষ্পময় সমুদ্রের তীর ;

তেজ দাও—বীর্য দাও, বিজয়ী আরাব
বিশ্বজুড়ে প্রার্থনার ঢেলেছিল উন্মত্ত আবীর।
প্রভাতের দ্বারে তাই নাস্তিকের দেখি নতশির।

যে বলিষ্ঠ শক্তিপুঞ্জ রাত্রির আঙুলে
অক্ষমালা হয়ে ফেরে বিশ্বসন্ন্যাসীর,
অন্ধকার স্রোতে আজ নিবু নিবু তারা দুলে দুলে
বাউল চলেছে ছুঁতে আলোকের সোনার মন্দির।
মৃত্তিকার তিলক পরে সে মন্দিরে তুমি যে সুঠাম,
তোমারে প্রণাম ॥
পরম প্রতিষ্ঠা অর্থ—পরমাত্মার চরণে বিলয়,
তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র—আর কিছু নয়, নয়, নয়।
আনন্দের এ যজ্ঞভূমির উন্মেষিত যা কিছু সঞ্চয়
অমৃতের পুত্র বলে অন্তহীন শেষ পরিচয় !
এ নিখিল দিনে দিনে দিয়েছে তো ডাক,
সুন্দরের আলোকস্বপ্নে এনেছে বৈশাখ,
নিঃশঙ্ক সোহাগ।
মেরুপথে নবযাত্রী অসপত্ন ঐশ্বর্যের হল অধিকারী,
অনন্তধর্মের বলে বিজয়ধ্বজ নবীন দিশারী।
ধনুষ্কোটির পুঞ্জমেঘ শৈলদ্বীপে নিত্য ঘনশ্যাম,
সে যে তুমি—তুমি—তুমি, চিহ্নহীন তোমারে প্রণাম।

নিরাকার নিরঞ্জন

মহর্ষি প্রেমানন্দ

সর্ব্ব নিস্রাবী, নিসর্গোদ্গাতা।

গীতার কথা—"নির্দ্বন্দ, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম, আত্মবান"—নিসর্গোত্তর রূপে নির্ব্বিশেষ—নিসর্গান্তরে সাবিশেষ। তাইত তিনি "দ্বন্দ্বাতীতং", "ত্রিগুণরহিতং"। প্রকৃতির প্রথমে তিনিই প্রথিত। তবুও অপ্রদিগ্ধ। গীতাও বলে

"ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।"

নিস্তরঙ্গ, নির্গুণসত্ত্বা।

মহা কল্লোলের জাগৃতি দিয়েও নিজে কিন্তু নীরব, নিথর। ক্ষয়িষ্ণু প্রকৃতির প্রকাশ দিয়েও নিজে কিন্তু রয়েছেন নির্ক্ষয়িষ্ণু সত্তায়। চিরন্তন অজ অব্যয় হয়ে। গীতায় বলেছে—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" ৪।৬

(আমি জন্ম রহিত, অবিনশ্বর স্বভাব, এবং প্রাণীগণের ঈশ্বর হইয়াও নিজ কৃপাবলে পঞ্চভূতময় দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া (জীবের) উপায় নির্দ্ধারণ করি। মায়া=কৃপা, প্রকৃতিং=পঞ্চভূতময় দেহ, সম্ভবামি=উপায় নির্দ্ধারণ করি।)

হিরণ্যগর্ভ।

সমষ্টিভূত জৈবী চেতনার আদি হিরণ্ময় সত্তা। বিবর্ত্তন চক্রে সৃষ্টিমূলে ভাবসত্তায় প্রথম প্রকাশ "অব্যক্ত" হয়। যেমন বৈজ্ঞানিকের "নেবুলা" (Nebula)। ক্রমে ঘনীভূত ভাবে এল রূপ। আলোর মাঝে ধরা দিল চির অধৃত। আদি জীব অনন্ত সত্তা নিয়ে প্রথম প্রকাশ পেল হিরণ্যগর্ভে। মহাশূন্যে সৌম্য সহাস হয়ে প্রথম বিকাশ নিল সূক্ষ্ম প্রকৃতি। অরূপের সুরু হল রূপায়ণ। তিনিও অনাদি। তাইত গীতা বলেছে—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি"

(প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও)

মহামৌনী একক অদ্বিতীয়ে যা'ছিল সঞ্চিত—সেই পরাসত্তার মুহূর্ত্তের ঈক্ষণে তাই হল বিশ্লেষিত। প্রকৃতি পরমেরই এক বিশ্লেষিত ধারা। সত্তার পরিপালিনী, পরিবাহিনী শক্তির দিব্য দ্যোতনা, সে সবল পরম না হলেও পরমধর্ম্মী। সিন্ধুতে যে জল ধর্ম্ম, বিন্দুতেও তাই বিদ্যমান। তবুও অনন্তের একটি বিষয় শুধু বিশিষ্ট। সবিতৃর তেজ রূপ বিষয়ে থেকেই বিশ্বের বিকাশ। অসীম বিষয়ের আধার বলেই তিনি অন্তহীন। গীতার কথা—

"মম তেজোঽংশ সম্ভবম্"

(আমার তেজরূপ বিষয় হতে সৃষ্ট। অংশ=বিষয়)

বোধ বিমূঢ় হয় এখানে এসে। বোধিতে এই বিজ্ঞান দেয় ধরা। তখনই আসে বুদ্ধত্ব। শুধু পরিচিতিতে প্রজ্ঞার প্রসারতা কম। অনুভূতিতে থাকে অসীমের পূর্ণ অভিখ্যা। তাইত জ্ঞান আর বিজ্ঞান। জ্ঞানে হয় পরিচয়, বিজ্ঞান দেয় অনুভূতি। পরিচিতি আর অনুভূতির মিলনেই বুদ্ধত্ব।

সর্ব্ব নিস্রাবী বলেই তিনি নিরাকার। বেদান্ত বলে "নির্গতঃ আকারঃ যস্মাৎ"—যা' থেকে আকার বেরিয়ে এসেছে। সর্ব্বাকারের সমাহার বলেই তিনি স্বীয় আকারে প্রতিষ্ঠিত। যাঁকে উপলব্ধি করা যায়, উন্মেষ দেওয়া যায় না। তাই তিনি অনুভূত হলেও চির অকথিত। কেবল বোধিগ্রাহ্য গুহ্য সত্তা। সবিশেষবাদীর সুসৃষ্ট ভাগবতী রূপের মাঝে আছে কলমুখর মনের কল্পনার বিলাস আর সংস্কারের সমারাধন। "অখণ্ড মণ্ডলাকারং" যিনি, তিনিত খণ্ড রূপে হন সমালব্ধ। আবার নির্ব্বিশেষবাদীর বিভুর সর্ব্ব বিকাশের আছে এক নিষ্ঠুতি। মিথ্যা বলে তাঁর সর্ব্ব রূপায়ণে দেয় অস্বীকৃতি। স্বীকৃতি নাই "একোঽহং বহুস্যাম্" আর "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব" বাক্যে। প্রাকৃত রূপরাশী দৃশ্যতঃ অনিত্য হলেও প্রবাহ রূপে নিত্য। মানুষের ব্যক্তি রূপ অনিত্য, বিলয় ধর্ম্মী। কিন্তু মানুষী ধারার প্রবাহ সত্য। গীতা বলে—

"অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।"

(যিনি সর্ব্ব বস্তুতেই (পরিদৃশ্যমান) ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তাঁহাকে অবিনাশী জানিবে।)

তাই সৃষ্ট রূপ প্রবাহে মিথ্যা নাই। যা' আছে সকলই সত্য, শাশ্বত। সুন্দরের শতধা প্রকাশ। আর চিরন্তন প্রসার।

ভাবময় বিভু। তাঁরি ভাব রূপায়ণে এই বিশ্ব। ভগবদ্ নামাঙ্কনে যা' কিছু রূপায়ণ—সকলই ভাবাঙ্কন। ঋগ্বেদে বলে—"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ। কবি গেয়েছেন—

"প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা।" প্রতিমা বল্‌তে ভগবদ্ প্রতিমা নয়। ভগবদ্ ভাব প্রতিমা (symbol of idea)। কিন্তু ভগবান ভাবময় (system of idea)। ভাবাঙ্কন সহজ ও সম্ভব। অসম্ভব যে ভাবজনয়িতৃর চিত্রায়ন। অসীমের আলেখ্য অঙ্কনে আছে অভিধ্যাতার অভিগ্রহ। সেখানে থাকে না অভিধেয়ের পূর্ণ অভিখ্যা। শাস্ত্রও বলেছে "সাধকাণাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"। যেখানে কল্পনার বিলাস, সেখানে নাই স্বাভাবিকতার উচ্ছ্বাস। ব্যাসদেবও বলেছেন—

"রূপং বিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিল গুরু দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদীনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্‌বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতং॥"

(তুমি রূপ বিবর্জ্জিত, আমি ধ্যানে যে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি; তুমি অখিল গুরু এবং বাক্যের অতীত,

আমি স্তবের দ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি; তুমি সর্ব্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থ যাত্রাদি দ্বারা তোমার যে সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি; হে জগদীশ! মৎকৃত এই তিনটি বিকলতা দোষ নষ্ট কর।)

উপনিষদ বলে—

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥

(তিনি নারী নহেন, নর নহেন এবং নপুংসকও নহেন। তিনি যে যে শরীর গ্রহণ করেন, তত্তৎ শরীরেই সংরক্ষিত হন।)

বাংলার কোন কোন সাধকদল এই শ্লোকটিকে উদ্ধৃত করে তাদের মাতৃভাষায় বলেন—

স্ত্রী লিঙ্গ, পুং লিঙ্গ, লিঙ্গ নপুংসক,
এই তিন লিঙ্গ নহে কৃষ্ণের ভাবক।

প্রেমিক বৈষ্ণব কবিগণ তাদের পরানুভূতির চরম মুহূর্ত্তে ভাবাবেশে গেয়েছেন—

"ন সো রমণ, ন হাম রমণী",

যেই কৃষ্ণ (বিশ্ব আকর্ষণী সত্ত্বা) লিঙ্গ (চিহ্ন) হীন, তাঁর লিখনলিপ্সা তমঃলালস। রেখায় যিনি ধৃত, তিনি বিভু নন, ভাব। অসীম ধৃতধামা থাকেন তার অন্তরাল কারণ হয়ে। বৃক্ষ কখনো ভগবান নন। বৃক্ষের রূপে বিধাতারই রূপায়ণ। সর্ব্বরূপে সর্ব্বাতীতেরই প্রকাশ। "নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়" এই বোধে অখিল বিশ্ব সাধকে প্রতিভাত হয় একই হিরণ্ময় সত্ত্বার অনন্ত অভিব্যক্তি রূপে। চিৎসত্ত্বার অনুভূতি ব্যতীত কেবল বাহ্যরূপে বিশ্বকে গ্রহণ, সে ত "প্রতিমাষু শিলা বুদ্ধি"। বৃথাময় অন্তরে ইন্দ্রিয়ের বৃংহন। অন্তর যখন অহং শূন্য তখনই নিরন্তর নিরাকারের প্রকাশ। এই অহংনাশের অভিনির্য্যাসই সাধনা। আত্মাদরে সাধক মূলে ভুল করে স্থূল রূপ হতে রূপান্তরে করে অসীমের অন্বেষণ। ধ্যান যা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তা' পায় কল্পনা-ব্যথিত-গতি। যেন সুরতাপসের অনাদিকাল জাত মূল সুরকে না জেনেই সুরবিস্তারের প্রচেষ্টা, রাগ, রাগিণীর আলাপন। শ্রুতিকটু আর প্রমাদ পূর্ণ। ওমকারকে ধরে অনাহতের অভিবন্দনার শেষে যে সুর সংলাপ সেখানেই থাকে তপস্বীর তাপ সহ জীবনের তামলয় সমন্বিত অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সুরবেগ। একের অর্চ্চনার মধ্যেই জেগে উঠে একাধিকের মূর্চ্ছনা। ইচ্ছাসংঘাতে অনাহতের অনুগামী যে সুরধারা উহাত রাগিণী। মূল সুর মহাজাগতিক ধ্বনি তা'র অন্তরাল কারণ। ইচ্ছোত্তর প্রাণসত্ত্বা। চির প্রবহমান অর্দ্ধমাত্রা ধ্বনি। যা'র অনুভূতি আছে, কিন্তু নাই উচ্চারণের স্বেচ্ছাধিকার। সর্ব্ব বাণী ধ্বনির জনক। নিজে কিন্তু জীবোচ্ছল নয়। স্বতঃ উদ্গত নিরাকার এই সুরধারাকে স, র, গ, মের কোঠায় এনে তান লয়ে যে সৌষ্ঠবদান, ইহাতে আছে সুরকারের স্বেচ্ছার অনুবর্ত্তন। উহাত অখণ্ড নয়, খণ্ড। অসীমকে সীমায় প্রকাশের প্রচেষ্টা। সসীম হলেও অসীম ধর্ম্মী।

যেমন মনোলোক। অনন্ত, অসীম, অরূপ। সর্ব্বাকারের উদ্গাতা হয়েও নিজে নিরাকার। অহংতত্ত্বে, মানসী অভিমানিনী শক্তিতে মনোলোকে হয় প্রথম সৃষ্টি ভাবরূপে। উহাই অব্যক্ত ধারা। অভিমানিনী শক্তিতে মনের ঘনীভূত ভাবধারা যখনই কর্ম্মেন্দ্রিয়কে দেয় নির্দ্দেশ তখনই কর্ম্মতৎপর হয় ইন্দ্রিয়গ্রাম সৃজন লালসায়। ভাবের বাস্তব রূপায়ণে। এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় নীরব, নিশ্চল। মন তা'র স্বরূপে বর্ত্তমান। মনোজ্ঞ ভাবাঙ্কন সহজ, সরল, সম্ভব। কিন্তু মনঃছবি অন্তাপি অন্তর্গত। অনুভূত হয়েও অলিখিত। রেখাকার রেখায় দেখাতে পারে তা'র ভাব ছবি। কিন্তু ভাবোপধায়ক মনের আলেখ্য অঙ্কনে অসমর্থ। বহুপটে পৃথ্বির পটভূমি হয়েছে সজ্জিত। কিন্তু সেই চির সুন্দর চিত্রকরের চিত্রাঙ্কন আজও সম্ভব হয় নি। "ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং" বলে কেবল বোধ ও বোধিতে ধরা দেয় মন। কিন্তু সেই অসীমের রূপ প্রকাশ থাকে প্রত্যমুখ।

ইস্‌লাম দর্শন বলে—

"মান আরাকা নাকছা হু।
কাকাদ আরাকা রাব্বা হু॥"

খৃষ্টান দর্শনের উক্তি—

"Know thyself and you will know God."

বাংলার সাধকদল বলেন—

"জানবি যদি ভগবান,
আপনাকে তুই আগে জান।"

আপনাকে জানার তত্ত্বেই আছে অনন্তকে জানবার ধারা। সর্ব্বপ্রদাতা প্রতিভাত হন মনোলোকে। তাইত উপনিষদে বলেছে "মনসৈ বেদমাপ্তব্যম"। মানুষ সাধারণতঃ মনোধর্ম্মী। এই মনোধর্ম্ম দিয়েই বাহুধারায় মানুষ বিচার। সাত্ত্বিক মানসী-বৃত্তিতে মানুষ সৎ, সাধু। তামসী বৃত্তিতে ব্যধুত জীবন তমিস্র। আত্মতত্ত্ব প্রতিভাত হবার পূর্ব্বে মনস্তত্ত্বেই মানুষের স্বরূপ। এই স্বরূপকে ধরেই নিরূপের নিরীক্ষণ। নিরিন্দ্রিয় মনোবোধই নির্ঋতি নিরূপক। এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হলেই সর্ব্বাতীত হন দ্বন্দ্বাতীত। নিরাকার তখন "নাস্তি আকার যস্ত নয়", "নির্গতঃ আকারঃ যস্মাৎ"। নিরাকার যে সর্ব্বাকারের সমাহার, লিঙ্গহীন, নিরিন্দ্রিয়, মনের অনুভূতিতেই জন্মে সেই অভিজ্ঞান। দূর হয় সকল অভিশঙ্কা। নির্ব্বিশেষে সবিশেষ আর সবিশেষে নির্ব্বিশেষ এক হয়ে মিলে এই মনোবেলায়। মনের রূপ দিয়েই বুঝতে পারে মনাধীশের স্বরূপ। এই তত্ত্বকে বাদ দিয়ে যে পরমে উপরতি, সে ত "হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য লিহ্যেৎ কূর্পর আত্মনঃ" (হস্তস্থিত অন্নমুষ্টি পরিত্যাগ করে নিজের হস্ততল লেহন করে মাত্র)। কলহীনকে নিয়ে হয় কোলাহলের সৃজন। ইন্দ্রিয়ের কলরবে রূপহীনকে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিতে বহুরূপে প্রকাশের প্রচেষ্টা। এজন্যই সাধকদল বলেছেন "আপনাকে তুই আগে জান।"

নিরাকার (আকারশূন্য) ত নাম গোত্রহীন, আকারিত হবে কিসে? যা'র আকারনা বা আহ্বান আছে, তার আকারও আছে। গীতা বলেছে "একাংশেন স্থিতো জগৎ।" অনন্ত বিষয়ী পরমের একটি বিষয় মাত্র জগৎ স্থিত। সেই একটি বিষয় হতে আমিও উদ্ভূত। আমার অতি ক্ষুদ্র ধারণায় সেই সর্ব্বাধীশ পূর্ণ অধৃত বলে তিনি যে আকার হীন এ কথায় ভ্রান্তি আছে। বিশ্বের সব কিছুই নিজ নিজ আকারে প্রতিষ্ঠিত, প্রকাশিত। কারো মত কেউ নেই। এই সকল আকার স্রষ্টা যিনি, স্বাকারে প্রতিষ্ঠিত। তাই অসীম কে সসীম প্রজ্ঞায় পরিচয় পেলেও পূর্ণ ভাবে প্রকাশের অধিকার নেই। এজন্য রামকৃষ্ণ বলেছেন—"ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট"। তিনি অসীম বলেই অনুচ্ছিষ্ট, অনন্ত কাল ধ'রে অফুরন্ত ভাবে বলেন যিনি অকথিত, অনাগম। সাদৃশ্য দিয়ে শারীরকের কথা বলা যায়। কিন্তু শতধামাকে প্রকাশ করা যায় না। তিনি কা'র সদৃশ? সৃষ্টিত স্রষ্টার তুল্য নয়। হতেও পারে না।

বায়ু, সূর্য্যালোক নিরাকার, নিরিন্দ্রিয়, সর্ব্বগ। আকারহীন দেখলেও তা'রা তাদের স্বাকারে প্রতিষ্ঠিত। বিশিষ্ট কোন আকার যদি তাদের নাই বা থাকবে তা'হলে নামায়ণ হ'ল কার? আমাকে স্পর্শানুভূতিই বা দেয় কে এবং কিভাবে? এজন্যই উপনিষদ সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে বলেছে—

"বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

(যে রূপ বায়ু পৃথিবীতে প্রবেশ পূর্ব্বক বিভিন্ন দেহানুযায়ী সেই সেই আকার বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় সর্ব্বান্তরবর্ত্তী আত্মাও বিভিন্ন জীবদেহের আকৃতি সদৃশ হইয়াছেন, অথচ স্বীয় অবিকৃত স্বরূপে বর্ত্তমান) সর্ব্বভূতান্তরাত্মায় যদি একই চিদাভিব্যক্তি না হবে তা'হলে বৈষ্ণব কবি কি ভাবে বল্লেন যে অতনুর তন্ময়তায় সাধকে অনুভূতি আসে—

"যিঁহ যিঁহ নেত্র পড়ে।
তিঁহ তিঁহ কৃষ্ণ স্ফুরে॥"

গীতাও বলে—"বাসুদেব সর্ব্বমিতি"—

তাই শ্রীরামকৃষ্ণ ও বলেছেন—"একই ব্রহ্ম সমুদ্রের জল ভক্তির হিমে বরফ হয়, আবার জ্ঞানের উত্তাপে গলে জল হয়ে যায়।"

জলের জ্ঞান যার আছে, বরফের জ্ঞান ও তার সুপুষ্ট। জলকে যে জানে না বরফের জ্ঞান ও তার অসম্পূর্ণ, অপরিপক্ক। নিরাকারকে না বুঝলে সাকারে যে সার্ব্বভৌমেরই অধিষ্ঠান, এই অনুভূতিও থাকে অদীপ্ত। আমার

অনুভূতি প্রজ্ঞাপুষ্ট নয় বলে, নিরাকার অর্থ "নাস্তি আকার বল্‌লে আমি যে নিহ্নুবান।

নিরাকারকে সর্ব্বাকারের উদ্গাতা বলে যে জানে সেই পায় যথাযথ সত্যোপধৃতি। নিরাকারবাদীই যথাযথ সাকারবাদী। উদ্বাহী মনে যখনই এভাব হয় উদ্বিত, তখনই বিশ্ব উদ্বিক্ষিত হয় "সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্ম" আর "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বোধে। তাইত গাছ, মাছ, বৃক্ষলতা থেকে সৃষ্টির প্রতিটি অনু, পরমাণুকে পরমের প্রতিচ্ছন্দ বলে জানাতে হয় প্রণতি। তবে মানুষের গড়া ভগবানের গড়া প্রতিমা ঐ দু'য়ের মাঝে শ্রেষ্ঠ কে? নিকৃষ্ট কেউ নয়। ভগবানের গড়া প্রতিমার এক রূপ নিয়ে অবস্থিতি। আর মানুষের গড়া প্রতিমায় ভাবাঙ্কনে ভগবানের গড়া বহু প্রতিমারই সমাহৃত রূপ।

"বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি থেকে মানুষের গড়া দেবদেব প্রতিমা পর্য্যন্ত সকলই ভগবদ্ ভাবাঙ্কন (Symbol of ideas)। ভাব নিয়তই গ্রাহ্যবস্তু—অস্বীকার্য্য নয়—শ্রদ্ধেয় দেবদেবী যে সংস্কারাচ্ছন্ন আত্মারই শক্তি সত্বার প্রতিচ্ছন্দ তা' লিখতে বিদেহী ব্যক্তির নাম লিখবার মতন নামের পূর্ব্বে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) দিয়েই লিখতে হয়—যেমন ৺ লক্ষ্মী, ৺ গঙ্গা' ৺ মনসা ইত্যাদি। চন্দ্রবিন্দু আত্মার শক্তি-সত্বারই আলেখ্য। নাদ আর বিন্দু মিলে চন্দ্রবিন্দু (ঁ)। কিন্তু ভগবান, পরম বা ঈশ্বর লিখতে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নেই। আত্মার শক্তি সত্বা যে লিঙ্গাতীত তা' বিদেহীর নামের পূর্ব্বে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নেই। আত্মার শক্তি সত্বা যে বিদেহী নারী কিম্বা পুরুষ সবার নামের পূর্ব্বে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) সমভাবেই ব্যবহৃত হয়। দেহের বিদ্যমানতায় নারী পুরুষ ভেদে লিঙ্গ জ্ঞাপক "শ্রীমান্" বা শ্রীমতীর ব্যবহার থাক্‌লেও দেহাতীত অবস্থায় এক চন্দ্রবিন্দু দিয়েই প্রকাশ করা হয় বিদেহী অবস্থা। বিভিন্ন দেবদেবীর নাম লিখতেও এই রীতি। কিন্তু কৃষ্ণ লিখতে ৺কৃষ্ণ, এভাবে কেউ লিখেনা। সত্বার প্রতিচ্ছবি "শ্রী" দিয়ে লিখে "শ্রীকৃষ্ণ"; তাইত জীবন্ত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বেও "শ্রী"র ব্যবহার সৃষ্টির সকল সৌন্দর্য্য সত্বা নিয়ে তা'র স্থিতি। কৃষ্ণ বল্‌লে যে বিশ্ব আকর্ষণী সত্বা। এই সত্বার পরিবাহিনী, পরিপালিনী, পরিপোষিণী যে তাকেই বলি শক্তি। আত্মাতে রয়েছে সত্বা ও শক্তির মহামিলিত রূপ। তাই আত্মা পরম না হলেও পরমধর্ম্মী। শক্তিকে প্রকাশ করতেই চন্দ্রবিন্দুর আলেখ্য অঙ্কন। এই শক্তিই প্রকৃতি। প্রকৃতির মধ্যেই অরূপের অনন্ত রূপরাশী।

চন্দ্রবিন্দু (ঁ) শক্তি সত্বার প্রকাশক ছবি হলেও—হ্লাদিনী শক্তি—একাদশ মহাবিদ্যা রাধার নাম লিখতে ৺ রাধা এরূপ কেউ লিখেনা। "শ্রী" সংযুক্ত করেই লিখা হয় "শ্রীরাধা"। শক্তির বিশুদ্ধতম চরম অবস্থায় সত্বাও শক্তিতে চিরমিলনের ভাব। অচিন্ত্য ভেদাভেদ বৈভব। তাই উভয়ের নামায়নেই "চন্দ্রবিন্দু" না দিয়ে, শ্রীযুক্ত করেই দেওয়া হয় প্রকাশ। সাধন জীবনে সাধকের দশ মহাবিদ্যা বা দশটি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করবার পর অনুভূত হয় একাদশ মহাবিদ্যা—শ্রীরাধা বা হ্লাদিনী শক্তি। শুদ্ধ-সত্ব-ভজন নিষ্ঠ পরিচ্ছন্ন জীবনে এই শক্তিকে একান্তে অনুভব করেই প্রেমের সাধকজন বলেছেন—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

জীবনের বিবর্ত্তন চক্রের বিকাশ ধারায় বিমানসস্তরে (বিমানস—কখনো বিযুক্ত, কখনো বিমুক্ত) উপলব্ধ হয় শক্তির পরিচ্ছন্ন পারিচ্ছন্নতা। এখানে বিচ্ছেদ নাই—আছে মিলনের চির মধুরতা। তবুও এখানে মাঝে মাঝে বিমুক্ত অবস্থায় একটা বিচ্ছেদের ভীতি সাধকের অন্তরকে করে ভয়াতুর। তখনই চিরমিলনের মাঝেও সাধকের অন্তরে কখনো কখনো জাগে একটা করুণ সুর—

"দুহুঁ কোলে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"—

বৈষ্ণব দার্শনিকগণ এই অবস্থার নাম দিয়েছেন—"প্রেম বৈচিত্র বিরহ"—শ্রীচৈতন্য বলেছেন—"অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব।" এই অবস্থাটি হল যেমন ফুলের সাথে মিশে থাকে গন্ধ আর আলোর সাথে তাপ। তাই কৃষ্ণ লিখতে যেমন লিখে "শ্রীকৃষ্ণ" তেমনি চরম সত্বার পরিবাহী চরম শক্তির কথা লিখতেও সবাই লিখে "শ্রীরাধা"। উপাস্য একমাত্র ভগবান্ হলেও শ্রদ্ধা সবারই প্রাপ্য। তাই শাস্ত্র বলেছে—

"শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানম্"।

ভারত-সংস্কৃতি পরিষৎ

(পরিকল্পনা ও কর্ম্মপদ্ধতি)

কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ,
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড় দুঃখ বড় ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র শূন্য বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে কবি
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।

* * * *

এই সব মূঢ় ম্লান মুখে
দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিবে হবে আশা।

* * * *

ভারত-সংস্কৃতি পরিষৎ জীবনে আশা ও আলোকের কিরণ জ্বালিতে চায়। পৃথিবীর তমসায় জ্যোতির ছটা আনিতে চায়। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দেশ, কাল ও ঐতিহ্যের সমস্ত অচলায়তনকে ভাঙ্গিয়া বিশ্ব-মানবকে এক অখণ্ড বিপুল মৈত্রীর প্লাবনে ডুবাইতে চায়। ঋষিদের সাধনালব্ধ ব্রহ্মবিদ্যাকে বিশ্বমানবের প্রত্যেকের জীবনে সফল ও পুষ্পিত করাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কামনা।

এই অভিযান সাংস্কৃতিক অভিযান—ইহা ধর্ম্মনীতি নহে, রাজনীতি নহে, অর্থনীতি নহে অথচ ইহা সর্ব্ব সমন্বয়—সর্ব্ব চিন্তা ও কর্ম্মের মিলন ভূমি। মানুষের চরিত্রলাবণ্যকে দীপ্ত করিয়া, মানুষের বুকে আশার উন্মাদনা জাগাইয়া মানুষকে পরিষৎ বলিতেছে।

বাঁচার মতো বাঁচ সবাই, শত শরৎ খানি,
দেখো চোখে, শোনো কানে, নেবে সকল জানি।
দিনে দিনে বাড়বে সবে, পুষ্টি নেবে জিনি
চলার পথে নিত্য দিবা সত্য নেবে চিনি।

ইহা মানুষকে তাহার অমৃত-অধিকারের কল্যাণী বাণী জানাইতেছে—বলিতেছে—"মা ভৈঃ, হে মানুষ ভাই, তুমি দেবমানব—তোমার হৃদয়ে নিদ্রিত নারায়ণ, তাহাকে জাগাও। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

বৈরাগ্য সাধন জীবন নয়। পলায়ন বীরত্ব নয়—সংসার লীলাময়ের আনন্দভূমি সেই আনন্দ যজ্ঞে সকলের নিমন্ত্রণ। জন্ম আমাদের আনন্দে, জীবনবৃত্ত আনন্দের ধারাবাহিক জয়যাত্রা—পরিসমাপ্তি ও আনন্দের নিভৃত মাধুর্য্যে জীবনকে নিবেদন কর। ভগবানের চরণে উৎসর্জ্জিত কর সকল ধারণা, তার পর আনন্দের অমৃত-সমুদ্রে অবগাহন কর।

পরিষৎ এই উদ্দেশ্যে ভারতে এবং ভারতের বাহিরে সর্ব্বত্র শাখা স্থাপন করিয়া চারিদিকে জীবনের মাদকতা ছড়াইয়া দিবে। মানুষকে হাসিতে শিখাইবে, নাচাইবে, গান গাহাইবে এবং উল্লাসে অধীর করিবে।

জীবনের এই নব রূপায়ণে সকলেরই সমান অধিকার। যেখানে দশজন মানুষ আছে সেখানেই ইহার শাখা খোলা চলিবে। শাখা আপন আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপ উপলব্ধির জন্য স্বাধ্যায়ের আয়োজন করিবে—পাঠচক্র খুলিবে। সপ্তাহে নিজেকে বাড়াইবার জন্য বেদ, উপনিষৎ, গীতা, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির পঠন ও পাঠনা করাইবে।

কেন্দ্রীয় পরিষৎ কলিকাতায় স্থাপিত হইবে—তাহা হইতে ভারতের সর্ব্বতোমুখী সংস্কৃতির পরিচয় করাইবার জন্য পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়া এবং জ্ঞানের খনি প্রাচীন শাস্ত্রাদিকে সুলভে প্রচার করা হইবে।

এই বিরাট অনুষ্ঠানে যাহাতে দেশের আপামর সকলেই যোগ দিতে পারে, তজ্জন্য জীবন-সভ্য হইবার ন্যূনতম চাঁদা মাত্র দশ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। সকলেই এই চাঁদা দিয়া

এই মহামঙ্গল যজ্ঞে যোগ দিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ করিতে পারেন।

ভারত-সংস্কৃতি ধর্ম্মের সংকীর্ণ পরিধিতে বিচরণ করে না—ইহা জীবনকে তাহার সমগ্রতায় ভোগ করিতে চায়। বিধাতা পৃথিবীতে রূপে রসে গন্ধে গানে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, জীবনও তেমনই আনন্দরসে রূপায়িত হইবে। তাই ভারত-সংস্কৃতি পরিষৎ বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রবিদ্যা, স্থাপত্য প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞান ও কলার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিবে।

প্রত্যেকটী শাখা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। আদর্শ ও উদ্দেশের ঐক্য ছাড়া শাখা পরিষৎকে আর কোনও ভাবে সঙ্কুচিত করা হইবে না। তাই নিবেদন আপনারা প্রতি জনপদে, প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে শাখা স্থাপন করুন। শাখায় যে কোন প্রকারে আত্মবিকাশের ও আত্ম বিবর্দ্ধনের আয়োজন করুন। এই সৎচেষ্টা সফল করিতেই হইবে—সমস্ত কর্ম্মী বিধাতার স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন এবং সেবায় পরম পরিতৃপ্তিতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন।

"জ্ঞানে, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম আর্য্য শিক্ষার মূল; জ্ঞান, উদারতা, প্রেম, সাহস, শক্তি, বিনয় আর্য্য চরিত্রের লক্ষণ। মানব জাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উন্নত উদার চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, প্রবল অত্যাচারীকে শাসন করা আর্য্য জাতির জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাহার ধর্ম্মের চরিতার্থতা। আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, ধর্ম্মসঙ্কর ও ভ্রান্তি সঙ্কুল তামসিক মোহে বাড়িয়া আর্য্য শিক্ষা ও নীতিহারা। আমরা আর্য্য জাতি হইয়া শূদ্রত্ব ও শূদ্রধর্ম্মরূপ দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া জগতে হেয়, প্রবলপদদলিত ও দুঃখপরম্পরা প্রপীড়িত হইয়াছি। অতএব যদি বাঁচিতে হয়, যদি অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইবার লেশমাত্র অভিলাষ থাকে, জাতির রক্ষা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। জাতি রক্ষার উপায় আর্য্য চরিত্রের পুনর্গঠন। যাহাতে জননী জন্মভূমির ভাবী সন্তান জ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ, মানব প্রেমপূর্ণ, ভ্রাতৃভাবের ভাবুক, সাহসী, শক্তিমান, বিনীত হয়, সমস্ত জাতিকে বিশেষতঃ যুবক সম্প্রদায়কে সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষা, উপশিক্ষা, আর্য্য ভাবউদ্দীপক কর্ম্ম প্রণালী দেওয়া আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য।"

আসুন বিশ্বনর, দেব বৈশ্বানরের আশীর্ব্বাদ পূত হইয়া আমরা বিশ্ব মৈত্রীর ব্রতে যুক্ত হইয়া বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করি। আমাদের সমিতি এক হোক, মন্ত্র এক হোক, আমরা একমন এক প্রাণ হইয়া ধরণীতে স্বর্গরাজ্য গড়ি এবং পৃথিবী হইতে চিরতরে যুদ্ধ, বিগ্রহ ও কলহের অবসান করি।

কেন্দ্রীয় পরিষৎ কলিকাতায় এক খণ্ড জমি কিনিয়া একটী বিরাট সংস্কৃতি মন্দির গড়িবেন—সেখানে থাকিবে আলোচনাসভা, থাকিবে পাঠচক্র—থাকিবে বিরাট গ্রন্থশালা এবং সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, পরিব্রাজক ও কর্ম্মীর বাসস্থান। নানাভাষায় গ্রন্থমালাও প্রকাশ হইবে। এই বিরাট সেবা যজ্ঞে যাহার যাহা সাধ্য, তিনিই তাহা করুন, এই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

শাখাপরিষৎ

১। ভারতের প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে এক একটী শাখা পরিষৎ স্থাপিত হইবে।

২। শাখা পরিষদে ভারত সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী যে কেহ ন্যূনপক্ষে মাসিক দুই টাকা বা পাঁচ টাকা এককালীন দিবেন, তিনি শাখা পরিষদের আজীবন সভ্য হইবেন।

৩। সাধারণতঃ সেবাব্রতী জননায়কগণের সহায়তায় শাখা পরিষদের কার্য্য চলিবে। প্রতিদিন গ্রামের বিভিন্ন স্থানে যাহাতে সন্ধ্যা পাঁচটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বেদ, বেদান্ত, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক সাহিত্য, সংবাদপত্র ও সাধারণ জ্ঞান, স্বাস্থ্য ও নীতি প্রভৃতি নানাবিষয়ের পাঠ ও আলোচনা নিষ্ঠা ও তপস্যার সহিত প্রতিপালিত হয়, শাখা পরিষদের কর্ম্মী সংঘ তদ্বিষয়ে অতিশয় চেষ্টা করিবেন।

৪। পাঠচক্র পরিচালনা শাখা পরিষদের শ্রেষ্ঠতম

কাজ হইলেও, সেই সঙ্গে সংস্কৃতির প্রসারের অন্যান্য চেষ্টার পরিব্যাপ্তির সহায়তা করিতে হইবে।

৫। যে স্থানে সম্ভব, সেখানে মাসে একটী বা দুইটী সাহিত্য সভার অধিবেশন করা যাইতে পারে। তাহাতে সেই ধরণের গ্রাম গড়িতে হইবে, যাহাতে ভারতের সংস্কৃতির গৌরবের পরিচয় আছে। শাখা পরিষৎ ইচ্ছা করিলে অবশ্য সাধারণ জ্ঞান বিষয়েও আলোচনা [illegible] ত পারিবেন।

৬। ইহা ছাড়া যাত্রার পালা, কীর্ত্তন, রামায়ণ গান, কথকতা প্রভৃতির মধ্য দিয়া ভারত সংস্কৃতির আদর্শ প্রচারের চেষ্টা হইবে।

৭। শাখা পরিষদের স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও শাখা কোনও সময়েই কেন্দ্রীয় পরিষদের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না এবং সর্ব্বদাই কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিবেন।

৮। শাখাপরিষদ কেন্দ্রীয় পরিষদের সহিত যুক্ত থাকিবে। তজ্জন্য বাংলাদেশের জিলা পরিষৎগুলি সকলেই যেন সংযোগ বৃত্তি এককালীন ২৫৲ টাকা দিয়া নিজেকে ও পরিষদকে স্থায়ী কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান করিয়া তুলুন।

৯। শাখাপরিষদের সংগৃহীত সমস্ত অর্থই ডাকঘরে রাখিতে হইবে। এবং যুগ্ম সম্পাদকের যুগ্ম দস্তখতেই টাকা পয়সার আদান প্রদান চলিবে।

১০। শাখাপরিষৎ সাধ্য হইলে মাঝে মাঝে বাহির হইতে বক্তা, পাঠক, গায়ক প্রভৃতি আনয়ন করিয়া শাখা-পরিষদের সভ্যগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

১১। প্রত্যেক সভ্যই প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা এই মন্ত্রটি আবৃত্তি করিবেন।

সর্ব্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ, সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাক্ ভবেৎ।

পণ

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় চ।
প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়া সময়ং
মে কামঃ সমৃধ্যতামুপ মাদো নমতু। যজুর্ব্বেদ ২৬।২

"ভারতের ঋষির সাধনার-ধন, অমৃত-সম্ভবা ব্রহ্মবিদ্যা গোপনের জন্য নহে। এই মধুবিদ্যা সর্ব্ব মানুষের সম্পৎ। এই কল্যাণী বাণী দিব সকল মানুষকে।—দিব ব্রাহ্মণকে, দিব ক্ষত্রিয়কে, দিব বৈশ্যকে, দিব শূদ্রকে, দিব যে আত্মীয় ও বন্ধু তাহাকে, দিব যে শত্রু যাহার সহিত বাক্যালাপ নাই সেই অমিত্রকে। এই বিদ্যাদানের ফলে দেবপ্রিয় হইব—দক্ষিণাদাতার প্রিয় হইব—জীবনের সমস্ত বাঞ্ছা পরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধ হইব, সকলে আমার প্রিয় সাধন করিব।

ভারত-সংস্কৃতি পরিষৎ গড়িবে বিশ্বমানবের মিলনবেদী, দিবে সকলকে ভাগবতী দীক্ষা—অমৃতের আশা-বাণী দিয়া সকলের জীবনকে আনন্দময় এবং সমৃদ্ধ করিবে।

আশা

হোক মধুময়, এ বিশ্ব ভুবন,
আনন্দে হোক পূর্ণ।
পিশাচের যত দানবীয় লীলা,
চিরতরে হোক চূর্ণ।
জীবন সুরভি অমৃতের বাণী,
লহ সখা লহ অন্তরে জানি
পিতৃ আদেশ লহ শিরে মানি,
বিজয়ী হবে তূর্ণ।

ভীরু কাপুরুষ ভয়ে যারা মরে,
ব্যথা করি আকীর্ণ।
তাদের হিয়ায় সকল জড়তা,
কর কর বিদীর্ণ॥
মহৎ বীর্য্যে জাগো ভয়হীন,
সকল কর্ম্ম ধাতায় বিলীন,
ওঠ আজি জাগি হতাশা বিহীন,
পরম আশা পূর্ণ।

NETAJI SUBHASH

By

Dr. Matilal Das, M. A. B. L. Ph. D.

Netaji Subhash ; thou shouldst be living at this hour, India has need of thee.

India is free to-day. We, however, need a man like Subhash, who can build the future on solid foundations. Mahatma Gandhi, gave us the creed of non-violence and satyagraha and won freedom for us. But with all glory to Mahatma, we must not and we should not forget the grand achievements of Subhash, which, judged from the view-point of practical realities did more for our liberation than any other political move on the part of India.

The astounding boldness of his revolutionary plans in East Asia is the wonder of wonders. To a disarmed people, who have not handled arms for two hundred years, he brought the intrepid zeal of a revolutionary and with the magic of his personality and faith, he inspired all around him, so that clerks gave up their pens for swords and girls came out of their seclusion to fight for Indian freedom

He solved the problem of communalism, the no less bewildering question of food and language, raised an army, formed a national Government and fought heart and soul for the salvation of India. Those who could not understand the technique of Ahimsa and satyagraha were moved by the power of rifles and machine guns and changed their minds and this is the real force behind the transfer of power by the British Rulers.

He was born on Saturday, the 23rd January, 1897. Brought up in a large family, he became sociable and a man beloved to everybody. But he was contemplative from the very early years and remained, as he says himself, an introvert all his life,

In his School-days, he came under the influence of the works of Vivekananda and from his fiery teachings, he imbibed his great love for his mother-land and the creed of social service. He derived his mystic outlook and creed of renunciation from the sayings of Ramkrishna. In his auto-biography, he did not give much value to the craze for purity and self-continence, but he himself led a life of celibacy and had some sort of divine Illumination. The receppion of this spritual light made a dynamic change in his life. It was the death of the lowerman, the natural man in him and the regeneration and birth of the true self which finds in surrender and service,the promise of the highest freedom and glory.

After graduating from the Scottish Church College, he went to England. He stood fourth in the I. C. S. Examination but he determined to pay the price of freedom, the price, as he says, consists of sacrifice and suffering, without selling himself for a mess of pottage. This was in 1921.

Since then he took an active part in the Indian struggle for freedom, first as a trusted lieutenant of Deshbandhu Chittaranjan and then in his own leadrship. He was twice elected President of the Indian Congress. His re-election at Tripuri was made after a memorable fight with the Congress High Command. He had to resign because of internal pressure and soon after he organised

the Forward Block. He had to be behind the prison-bars for several years between 1921 and 1941. On January 29, 1941, he was found missing from his Elgin Road home, where he was in internment. The brief space of five years from 1941 to 1945 saw the crowning glory of his life. After a miraculous escape from India, he joined the axis forces. He was honoured by Mussolini and Hitler, formed an Indian National Army and fought the great war of independence. He failed but his failure is greater than success.

Whether he is dead or not is still a mystery. If he is alive, he is sure to come and glorify India but if he is actually dead, he is deathless in his glory and will remain forever the symbol of youth and adventure and the embodiment of freedom like King Arthur and will inspire generations after generations.

The most striking feature of his great life is his great mystic outlook which sought the freedom, ease and splendour of transcendence in the turmoil of political and social activities. He had an abiding faith in oneness of humanity and his staunch fight for Indian freedom was to build a richer and a newer world. The sweet ideal of world-fellowship finds beautiful expression in the following extract of his speech. "O what a wonderful vision of the greatest ideal of one God and one humanity, one culture, one vision and one citizenship. In this great country of Nations, all other countries will be like different provinces, subordinated to a world-government, with a world ideal which alone can save mankind from mutual slaughter and self-constructive political and revolutionary upheavals. God grant us wisdom to understand and live up to this great world-Ideal".

This dreamy vision was based on his conception of Reality. He says:—Reality is spirit, the essence of which is love, gradually unfolding itself in an eternal play of conflicting forces and their solutions. To him this world was not an illusion. He loved the world with all its joys and sorrows. He wrote in his book—'An Indian Pilgrim'—"Reality has an objective existence and not an illusion. This reality is not static but dynamic, it is ever changing towards a better state of existence. This reality is for me spirit working with a conscious purpose through space and time".

This faith gave him that magnetic charm which made him the beloved leader of Azad Hind Fouz. He is no match for Mahatma Gandhi, whose spiritual insight is unparalled in the history of the world, but next to him his towering personality soars higher above the rest of the fighters for freedom. Shahanawaz Khan writes about him—"From the moment I came into personal contact with him, he exercised a strange influence over me. Even now, I do not know in what proportion the man, the soldier and the statesman in him were blended. At home the man in him seemed to dominate, at the front and in the midst of his troops, the soldier in him shone in splendid glory, and in the councils and conferences and at his Desk, as Head of the State of the Provisional Government of Azad Hind, his brilliant statesmanship made a profouad impression on one and all of us".

This is very high praise from a man who was brought up in the strict discipline of British Military atmosphere. One can also write pages to illustrate his dynamic enthusiam, his wonderful power of command, his foresight and political sagacity, the outcome of his astute knowledge of the International Politics and a very clear grasp of men and things. But we would rather concentrate our attention to his great ideals

which we need to build the India of his dream. Subhas was a nationalist to the core of his heart. In his Tokyo speech, he said "I am a nationalist myself who will give the last drop of his blood for the preservation of national honour and self-respect". This nationalism was based on his faith that India has a mission in this world, that her great tradition was one of synthesis. He was proud of Indian thought and culture which from the very begining was universal in its out look. He therefore wanted to build up a new and modern nation on the basis of our old culture and civilization, but his efforts would not be merely to fulfil a slefish national purpose but to make humanity great so that the world may ultimately become a better and happier place to dwell in.

On this background of spiritual wealth, love and splendour, on this ideals of universal prosperity and happiness he wanted to establish a socialist society, which would be noted for all-round freedom. He says : By freedom, I mean all-round freedom i. e. freedom for the rich as well as for the poor, freedom for all individuals and all classes. This freedom implies not only emancipation from political bondage but also equal distribution of wealth, abolition of caste-barriers and social inequities, and destruction of communalism and religious intolerance. This, as an ideal, may appear utopian to hard-headed men and women, but this ideal at once can appease the hunger of the soul".

We are yet to arrive at this goal, when each individual in our body-politics gets full and free opportunity for self-expansion and for self-expression. His creed was one of socialism. He says "India should evolve her own form of socialism as well as her own methods. I have no doubt in my mind that salvation of India as of the world, depends on socialism".

Man is not a mere spectator of the world-process. He is an active agent who by his sacrifice and suffering, moulds the world process to his ideals. We must therefore strive hard and work hard to follow in the footsteps of that great liberator of India, whose name should go to History, along with Shivaji, Washigton, Gariboldi, Kamal Ataturk and many others.

It is a pity that we do not honour him as we should. We become great by honouring the great. Let us adore our great Netaji, the man of sterling virtues, the worshipper of noble principles. In one of his letters, he wrote—"In this mortal world, everything perishes except principles. These principles can live only when individuals do not hesitate to die for them, when individuals perish for a sacred principle, that principle does not die, but incarnates in other individuals".

Let us gird up our loins to die for the great principles for which he stood. His faith and philosophy, his fervent patriotism and his splendid sacrifice are not in vain. The immortal hero of the war of Indian Independence will have homage and reverence from men of all climates now and forever. It is for us to see whether we can glorify our little souls by the halo of his greatness, by the radiance of his service and suffering.

PEACE AND POWER.

Bright and brilliant youngmen, the path of life is before you. You yourselves are to make what you wish to have in life. If you desire peace of mind, improved health and over-flowing energy, robust optimism, a successful career and a life full of joy and bliss, you can have it.

The every day problems of life seem too big for you. You feel a sense of defeat, but do you know, my youthful friends, that there are techniques which may lead you to peace and power, plenty and beauty. Yes, believe in yourself. Have faith in your capacities. You have heard that faith moves mountains. It is true—absolutely true. Read the lives of great men and successful men and you would learn that each and every one of them had that self-confidence without which they could not have been successful or happy.

Give up your inferiority complex and develop creative faith. Remember and repeat the affirmation you read in the Gita,—"Ascend with the help of your own self—do not humiliate yourself, eliminate your inferiority complex, which is another name for deep and profound self-doubt. Know verily that you are your own friend, and you are your own enemy". 6.5.

The greatest secret of success is the tremendous faith in yourself. Have powerful and vital faith. Utilize your dynamic faith for release of powers that can work wonders. Miracles happen even to-day but there is a law, there is a procedure for its happening.

Would you not study this procedure and by practice gain perfection therein. The rules are simple and workable, but you must cling to them with never-failing faith and dogged tenacity.

If you analyse your own mind, you are very likely to find that you are saturated with inferiority and you lack confidence. Drive away thoughts of insecurity and inadequacy, which have made a permanent residence in your mind and in their place put in confident thoughts. This is the method of auto-suggestion. Build up feelings of self-confidence by giving suggestions to your sub-conscious mind that you are able, that you have the necessary abilities, that you are destined for victory. Such positive and bright thoughts recreate your mind. When you work with this wonderful plan, nothing remains impossible to you.

Do you know the hymn that every Hindu is to recite in the early morning. Perhaps you do not know or even if you know, you have never realised its infinite possibilities. Affirm with me, repeat with me this hymn—this mantra of sure success.

"I am God—the ever-bright one - I am none other than this effulgent source of light and sweetness. I am the great, the almighty, the all-powerful. Defeat and despondency are not mine. I am in essence—Existence, Consciousness and Bliss. I am ever free and sit for-ever in my glory".

These are dynamic concepts, having more power than is possessed by the atomic energy. It is a sure panacea for your lack of confidence. The thought that God is with you and helping you, brings mighty forces to your aid.

God is the source of all powers. Draw from that never-failing source. Feel the continual presence of the Higher Power—its life-renewing and invigorating energy is always available to you—it is beyond but resident within yourself.

Do you know the story in the Kenopanishad. Brahma defeated the demons, but the gods began to blow their own trumpets. So He appeared before them but they did not know His magnificence. The gods asked Agni to go and enquire.

Agni approached Him and He asked Agni—"who are you"

"I am called Agni, the all-knower"

"What can you do"

"I can burn all that is in this universe—" answered Agni.

Brahma put a blade of straw before him and said—"Burn it". Agni tried his best but failed.

Other gods tried and ultimately all of them learnt that their powers are derivative, all energy come out of Brahma.

Realise, my friends! that the Lord, the everlasting God giveth power to the faint, increaseth the strength of the weak. Wait upon that Lord and you shall renew your strength, you shall mount up with wings as eagles. Do whatever you wish, you shall not be weary, work as hard as you like, you shall not faint,

This is the secret I wish to divulge to you. Fear not, this power is always available to you. Open your minds to it, it will rush in like a flood. It will come to you any time under any circumstances or in any condition. Look upon this mighty inflow of power—its force is limitless—it will drive away sickness and sorrow, defeat and despair, weakness and worry, fear and fret, hate and heat. It has a strange uplifting force. It will refresh you and restrengthen you. It will bring health and happiness, truth and goodness, beauty and a healing balm. Once you accept this spiritual force, there is no problem that baffles you, no defeat that you cannot overcome and no malady that you cannot cure.

Therefore do not build up obstacles in your imagination. God is in His own place and all is well with the world. Fear inflated things—banish fear thoughts, kill your defeat obsessions. Stamp indelibly on your mind the picture of your success, victory and glory.

Think health and have health, think success and have success. As you desire, so you get. Be active and be positive. Never think of failure—never doubt that you have peace, prosperity and power. Mind always tries to complete what it pictures. So always have courage. Positive thoughts create positive things. They conquer who believe they can.

But before you can have power, have the life of inner peace and harmony. A life without stress is the store-house of energy—it radiates courage and magnetism. A peaceful mind generates all powers. All things pass away. The world is fleeting. God alone is sufficient, God alone is permanent in this world of perpetual flux.

Be serene, be tranquil. Eliminate from your talk and thought all negative ideas for they produce inward tension and annoyance.

Daily silence is a great help. Practise absolute quiet for an hour or so every day. In that inactive leisure, listen for the deepest sounds of harmony and beauty that come out of profound silence.

Prayer is another antidote to worry. Ask for the light and light will come to you. Knock the door and it will open. When we pray to God, we send vibrations of love and helpfulness, through which he causes to produce the good things prayed for.

Let us be spiritually receptive. God

understands everything, so pray in your own words. Visualize His presence and say what is in your mind. God's love and protection surrounds you, so surrender yourself wholeheartedly to Him. Expect the best and you will get it.

Banish all doubt, it closes the flow of grace. Faith opens it. The power of faith is so tremendous that almighty God can do anything, if we only let Him channel this power through our minds.

Stop all fret and fever. God will keep us in perfect peace, if we yield ourselves to Him.

Last but not the least, cultivate Love. Where love is, God is. Let us live simply expecting nothing but giving as much as we can. Fill your life with love. Practise love. Scatter sunshine in the darkness of the daily struggles. Forget self and live for others. If you do so, God will give you a new life. The life of love and light will bubble up in an irrepressible effervescence. If you want real, unalloyed happiness, just dive deep into the ocean of love.

Resentment, hate, grudge, ill-will, jealousy, vindictiveness are attitudes which produce ill-health in body and mind. Empty your mind of all these evil thoughts and get rid of them without delay. If you do so, the healing peace of love will dawn in your mind.

If you are bent on remaking your life, fill your mind with fresh, new creative thoughts of faith, love and goodness. The feeling of love attacks each difficulty with an optimistic attitude and a sure confidence that it will work out right and the result is that the magic touch of faith alters everything.

Love visualizes achievement and Power. In the attitude of Love, inspirations rise from their depths and God's principles work within you.

The law of love is an amazing one. It substitutes new vital dynamic faith thoughts in place of the old, dead and unhealthy thoughts and thereby creates wonderful things for you. Love God and envelop everything in this universe, with that deep and profound love and if you do so, He will be at your door. Religion is not a thing of mystery. It is a lamp that burns solely to give you peace and power, here in this earth. Accept therefore the religion of love and peace.

Relax yourself. Do everything more slowly, less hectically and without pressure. God never hurries, never gets excited. He just works slowly and makes no noise but does everything in His good time neatly and beautifully. The burden of the world is not on your head—the helmsman is there to right every wrong and to cross the ferry of life. There is therefore absolutely no reason for your hectic speed, for your stress and strain.

Keep yourself in tune with the Infinite—that is all you know and need to know on earth. In the game of love, the loving human being is to remain in constant touch with the Source of Infinite Power, Infinite Grace and Infinite Bliss. If a man does so, he recreates himself continuously by being attached to a continual flow of force that emanates from God through the individual and back to God for renewal.

This connecting link is love. Loose yourself in love. It will give you a deep spiritual experience so that you will radiate joy and happiness all around you. The more you do so, the more love you will get. The basic principle therefore of success, of peace and power, of health and harmony is a very simple thing—Love. Therefore have love and more love.

THE CULTURAL WEEK OF THE BHARAT SANSKRITI PARISHAT

Aloka-Tirtha !

A happy and pleasing name of a bright new house in New Alipore. Dr. Das, the founder-secretary of the Parishat greeted me and took me to the decent pandal, brightly lit with light and laughter.

Dr. Das told me in his loving manner—"Ours is a crowded programme but each is neatly and thoughtfully selected. Its aim is to live richly within ourselves and usefully to others."

The week began on the 8th January with Dr Radhabinode Pal, the great jurist of International fame in the chair. Sja. Keya Chatterjee kept the audience spell-bound with her song—"Let this world be full of honey and let it be full of joy." Witnessing the whole performance for the week, I can say with conviction that the Parishat has succeeded in bringing joy and bliss to thousands of hearts. Dr Niharranjan Roy explained that culture is really cultivation of the arid desert of life and its scope is manifold. Dr Pal said that the Parishat would do a great service to mankind, if it can succeede in bringing out its proposed volumes on the Rigveda. The meeting lasted for an hour and then there was Kathakata by Kshantilata Devi on the Cosmic revealation in the Gita.

On the second day, the subject was the place of women in Indian culture. Sja. Pritirani Das, Sj. Jyotiprasad Banerjee, Sja. Kalyani Pramanik and Sja. Nalini Das took part in the discussions and this was followed by a Panchali of Dasarathi Roy—a nice entertainment.

On the third day, Dr. Matilal Das gave an appealing lecture on Vedas with Sri Sarat Chandra Roy Chaudury, Retired District and Sessions Judge in the chair. The speech was followed by Bhajans of Mirabai—an unforgettable performance by Swami Jagadiswarananda.

Miss Latika Ghose took the chair on the 11th January. Sri Kalikinkar Sen Gupta gave an inispiring talk on the fundamentals of Religion. After that, there was Kirtan of Maynadal.

Sri Kalipada Sen, District Majistrate of 24 pergunnas took the chair on the 12th. The lecturer was Principal Amiyakumar Mazumdar, who nicely explained the place of religion in modern life. Next there was Ramayana, by Prof. Tripurari Chakravarty, which was attended to with rapt attention by a crowd of over three thousand men and women.

Dr. Hemendra Nath Das Gupta presided on monday. The Lecturers were Sri Basanta Kumar Chatterjee and Dr. Radha Kumud Mukerjee, who spoke on the Vedic basis of Indian culture. Then there was a happy musical interlude on Vedic hymns directed by Dr. Bani Chaterjee.

On the last day, Sj. O. C Ganguly was in the chair. Sri Sushilkumar Das Gupta and Kshitish Ch. Sastri, spoke on Buddha and Buddhism while Sreechand Rampuria gave a little talk on the essence of Jainism. A picture show under the auspices of the U. S I. S attracted the highest multitude of 5000 men. The function was free. Every care was taken of all the persons who went to listen. Every body should be thankful to the Parishat for this nice performance which brought immense joy and delight to many.*

*A report of a week-long function arranged by the Bharat-Sanskriti Parishat at Alokatirtha, New Alipore from the 8th to the 14th January, 1958.

BHARAT-SANSKRITI PARISHAT.

India has always loved religion's difficult discipline. But our religion had never been what is meant by this mysterious word by other nations of the world. Our forefathers used to call them Aryas, the root-meaning of which signifies the essence of our civilization. One who cultivates the arid desert of his life and makes it sweet and beautiful is truly an Arya.

Our association, which is a registered body under act XXI of 1861 is for the revival of this true religion of our forefathers. We are no doubt the products of our history but as creative human beings. we also make our history.

Now that India is free, we must preach this ancient gospel of our ancient land to each and sundry. Our culture is a rich and glorious heritage and every Indian must have his patrimony. There is none to bar you from the enjoyment of this noble heritage.

Our Parishat has a curious history. You all know of the achievements of Dr. Mahendra Nath Sarkar, a philosopher of international repute but he is more a saint than a philosopher. In 1948, there was a meeting of the citizens of Calcutta to honour him. The committee so appointed observed his 65th birthday in a befitting manner by a great conference presided over by Dr Sarvapalli Radhakrishnan, the present Vice-President of India. The Jayanti Committee also published three books—The Indian culture in English, which contained valuable contributions from the savants from all over India, Bharat-Sanskriti in Bengali, which in its turn was a collection of brilliant essays from the pen of erudite Scholars of Bengal and a life of Dr Sarkar prepared from his personal revealations.

After the conference, Dr Sircar proposed that the good work done by the Committee should continue and there should be a permanent body to carry out the noble mission of aryanising the whole world as enjoined by the Rigveda. The result was the formation of this association in 1950.

Since then, through days, good, bad and indifferent, the Parishat has kept burning its little lamp. I wish to give the readers of this Souvenir some idea of our aspirations and some of our achivements. The first thing you must know should be our constitution, which guides our entire work. I reproduce it in toto :—

CONSTITUTION OF THE BHARAT—SANSKRITI PARISHAT.

1. The name of the society is 'Bharat-Sanskriti Parishat. (The Academy of Indian Culture).

2. The objects of the society :—

The Bharat-Sanskriti Parishat is an Association for propagation of Indian culture in its most comprehensive and universal sense. Its aim is to secure to all human beings the divine gift of spiritual fervour, to enliven all by the message of unity and love and to disseminate among all the citizens of the world the immortal Brahmavidya in its practical application to modern life. The Parishat will send cultural missions to the different

parts of India, especially among tribal peoples and backward classes, as well as to the different countries of the world. It would publish books and magazines on Indian culture in the principal languages of the world. It would convene lectures and discourses, open study-circles and literary clubs, and would popularise the great Ideals of truth and love, charity and non-violence, sacrifice and service, by means of plays and films, songs and lyrics, essays and discussions. It will glorify the spiritual life and take up the task of bringing divinity in the daily life of the common man, and to foster amity and good-will between the different nations of the world.

3. The Bharat Sanskriti Parishat shall be a union of cultural Associations, an assemblage of branch institutions, spread out all over the country, whose common cohesive force would be to bring God to man and thereby divinise humanity.

4. The Central Parishat will be at Calcutta and all the States of the Indian Union shall each have a branch.

5. The State Branches will have sub-branches in the different Districts of the State and each district sub-branch shall have its network of branches in the different hamlets and villages of the district.

6. Generally, the District Branches of Bengal and the different State Branches of India shall be affiliated to the Central Calcutta Parishat. As a special case, any branch can be directly in touch with the parent Association.

7. Each Branch shall be an independent one, whose funds and activities would be separate, but whose ideals will be common.

8. For the management of its affairs, each branch shall have a general committee, whose principal duty would be to chalk out the programme of work and a small executive committee to put into practice the ideals and carry out the programme. The number of members of each of these executive committees shall vary according to the needs of the Branch.

9. Any adult human being, male or female, who has faith in the ideals of the Parishat shall be entitled to be a member, on approval by the local executive committee. The Central Parishat may have its members from any part of the globe.

10. Any branch affiliated to the parent body shall send an annual report to the Central Parishat and shall pay once for all the minimum affiliation fee of Rs. 25/- (Rupees Twentyfive) only.

11. The Central Parishat shall have four classes of members, patrons, benefactors, special members and ordinary members. Any one of outstanding merit in any walk of life who wants to devote himself to the cause of the Parishat may be elected an honorary patron. Any other person who would pay Rs. 1,000/-or more, shall be called a patron and would get all the books of the Parishat free of costs.

One who pays Rs. 500/- or more, would be a benefactor, and would be able to get the books of the Parishat at half price. Those who would pay Rs. 100/- or more would be special members. They shall be able to buy the books of the Parishat at a discount of 25%. One who would pay the minimum sum of Rs. 10/- only shall be known as an ordinary member and shall get the books at a discount of 6¼%.

12. Any amount paid by any person for the advancement of the Parishat will be thankfully received. But donors, as a rule

would not be members and would have neither any right nor any obligation in the affairs of the Parishat.

13. Only members of the Parishat shall be entitled to go to the general or executive committee and should have, exeept in the case of books, legal rights and privileges. But this rule would be no bar to co-opt any outsider in any sub-committee for any specfic purpose.

14. Persons who are members of the Parishat shall be members of the General Committee. The Executive Committee shall consist of 25 members to be elected by the General committee at its meeting and shall have powers of co-option, variation, addition and alteration according to needs.

15. The executive committee shall have full powers to form as many sub-committees as are required for the purpose of carrying out its work.

16. There shall be held annually a meeting of the General Committee for the purpose of passing of accounts and transacting necessary business including election of the Executive Committee. But, if for any reason, there be no meeting of the General Committee, the Executive Committee shall continue to function till the next Election.

17. The Executive Committee shall have the power to fill up any vacancy by co-option from any member of the Parishat.

18. The Parishat shall recognise freedom of conscience and the right of each member to profess, practise aud propagate any religion subject to the ideals of the Parishat. The Parishat shall not wound the religious feelings of anybody.

19. The Parishat shall direct its policy towards securing the services of eminent men and women for the general amelioration of the moral and spiritual life of humanity, for the advancement of literacy, and the health and wealth of the people.

20. The Parishat shall try to root out all inequalities in human life, shall foster the growth of healthy human relationships between all classes of people by encouraging closer association and friendship.

21. The Parishat shall work for the peace and prosperity of the world and would request each member to concentrate on the well-being of the world in his daily prayers and meditations.

22. The General Committee may have one President, one working President, 5 Vice presidents, one Secretary and 3 Assistant Secretaries and one Treasurer.

23. The Executive Committee shall consist of all the office Bearers of the General Committee and 13 ordinary members elected from the General Committee.

24. The Fund of the Parishat shall be deposited in the Grindlay's Bank or any other respectable bank in the joint names of the Secretary and the Treasurer and should be operated on by them jointly.

25. There should be an advisory Board for selection of the manuscripts for publication. The Advisory Board shall be nominated by the Executive Committee.

26. The General Committee shall meet after notice, issued 14 days before the meeting.

The Executive Committee shall meet after notice issued at least 3 days before the meeting.

27. The office Bearers of the General Committee shall be Ex-Officio office-bearers of the Executive Committee.

28. The Parishat may sue or be sued in the name of the Secretary.

In terms of the rules and regulations of the Parishat, there was an extra-ordinary general meeting of the Parishat which was held at Raja Sreenath Hall with Sj Charu Chandra Biswas. M. A. B. L. Ex-Law-Minister of the Government of India on the second November 1957., In this meeting the name of the Parishat which was converted into Biswa-Bharat-Sanskriti Parishat was given up and the original name in which it was registered was revived.

In this conference it was unanimously resolved that the Parishat should undertake the publications of the Rigveda in 64 volumes. Each volume will contain a chapter only and generally the plan will be to give a long essay on any important topic of the Vedic lore, text, Sayan's Bhasya, omitting the grammatical portion, Bengali prose-order and word-synonyms, prose-translation, Bengali Tika and poetical translation, ending with a short commentary on the Suktas of the chapter at the end of the volume.

There was a pleasant ceremony of felicitating Sj Prabhash Chandra Paul, the first and the only patron of the Parishat, who donated the amount of thousand rupees in cash in the meeting itself.

The following is a list of the office-bearers elected in the meeting as well as of the Editorial Board of the Rigveda.

Members of the Executive Committee, 1957-58

1 Sj Pratap Chandra Guha Roy -- **President**

Vice-Presidents

2 Dr. Hemendranath Das Gupta
3 Sj. Charu Chandra Ganguly
4 Dr. Nihar ranjan Roy
5 Sj. O. C. Ganguly
6 Sj. Kalikinkar Sengupta
7 Sj. Sailesh Chandra Biswas
8 Sj. Debendranath Mukherjee
9 Dr. Matilal Das — **Secretary**

Asst. Secretaries

10 Sj. Sudhirkumar Biswas
11 Sj. Bidyanath Das
12 Sja. Pritirani Das
13 Sj. Rathindra Kumar Basu — **Treasurer**
14 Dr. Bijanbihari Bhattacharjee
15 Sj. Arun Kumar Sen
16 Sj. Narendranath Das
17 Sj. Ramesh Chandra Shome
18 Sj. Manindranath Das
19 Sj. Shyamal Kumar Mitra
20 Sj. Probhas Chandra Paul
21 Sj. Sushil Kumar Dasgupta
22 Sj. Amiya Kumar Mazumder
23 Sj. Janardan Chakravarty
24 Sj. Sankari Prasad Bhattacharjee
25 Sj. Bhupesh Chandra Nandy

Members of the Editorial Board of the Rigveda

1 Justice P. B. Mukherjee — **Chairman**

Vice-Presidents

2 Dr. Radhakumud Mukherjee
3 Dr. Sunity Kumar Chatterjee
4 Dr. Kalidas Nag
5 Dr. Sreekumar Banerjee
6 Dr. Ashutosh Sastri
7 Dr. Gouri Nath Sastri
8 Dr. Jotindrabimal Chaudury

General Editors

9 Sree Durgamohan Bhattacharjee
10 Sj. Niranjan Swarup Brahmachari

11. Pandit Dinabandhu Sastri
12. Pandit Gopendubhusan Sankhya-Tirtha
13. Swami Jagadiswarananda
14. Dr. Matilal Das
15. Pandit Kshitish Chandra Sastri

Members

16. Swami Vedananda
17. Sj. Basanta Kumar Chatterjee
18. Dr. Nagendranath Choudury
19. Sj. Sukumar Banerjee
20. Sj. Sivaprosad Bhattacharjee
21. Sj. Dinesh Ch. Sastri
22. Sj. Chintaharan Chakravarty
23. Sj. K. P. Khaitan
24. Sj. Bamadeva Bhattacharjee
25. Pandit Harinarayan Veda Tirtha

The resolutions passed in this extra-ordinary general meeting created a great stir among the peoples and the Parishat received warm congratulations from men far and near. Thereafter the actual work of the publications on the Rigveda was considered critically and carefully by a meeting of the Editorial Bord.

The Board gave a thoroughly new character to the work. As the proceedings of the Board will give some idea of the deliberations, it is given below in full.

Proceedings of the First General Meeting of the Editorial Board of the RIG-VEDA held at 4-30 P. M, on Saturday, the 7th December, in the house of the Chairman, at 36, Ballygunj Park, Calcutta-19.

Members Present :

1. Justice P. B. Mukherjee.
2. Dr. Sreekumar Banerjee.
3. Sj. Durga Mohan Bhattacharya.
4. Sj. K. P. Khaitan.
5. Dr. J. B. Chaudhury.
6. Pandit Dinesh Chandra Sastri.
7. Sj. Harinarayan Veda Tirtha.
8. Pandit Pitambar Jha.
9. Sj. Kshitish Chandra Sastri Pancha Tirtha.
10. Sj. Shiva Prasad Bhattacharya.
11. Pandit Lakshmi Kanta Veda-Tirtha.
12. Dr. Matilal Das.

Guest :

13. Sj. N. R. Khaitan.

1. Resolved that the Edition should be a popular one with wide appeal and the volumes should be priced cheaply in order to be within easy reach of everybody.

2. Resolved that accent marks be indicated in the text.

3. Resolved that there should be only prose translation and the advertised poetical translation be omitted.

4. Resolved that there is no necessity for inclusion of Sayana Bhasya as such, either in whole or in part but the editor would be free to use Sayana Bhasya as well as other Bhasyas in his commentary.

5. Resolved that the Rigveda be published in ten volumes according to Mandalas, but in cases of bigger volumes, a volume may be divided into parts. There should be cross-references to Astakas.

The First and the tenth Mandalas be in four parts each and each of the remaining 8 volumes be in two parts.

6. Resolved that the proposed Vedic essays be compiled together in a Companion Volume—which should be the 25th Volume. In place of Essays, each part shall begin with an introduction giving all informations regarding the Suktas dealt therein.

7. Resolved that after the text, there should be a Bengali prose order with word notes, Bengali prose translation, and Bengali Tika, giving a thorough idea of the Sukta and its elements.

During the function of the Mahendra Jayanti, the Parishat published three books and thereafter two books—one called Bharat-vani and the other Vaishnava Lyrics. Many of our well-wishers offered to give us manuscripts but as there is no chance of having any remuneration, the response has not been as good as expected. Only the Secretary, Dr. Matilal Das offered two of his books. Here is a description of the books, which are to be had from the Parishat.

Books of the Parishat.

In English

1. Indian culture—Rs 10 only

A collection of brilliant writings of the erudite scholars from all over India.

2. The Vaishnaba Lyrics—Rs 3 only

The store-house of joy and love

In Bengali

3. Bharat-vani—by Dr Matital Das-Rs 6 only.

It gives you a birds' eye view of Indian culture from the Vedas down to Rabindranath.

4. Bharat-Sanskriti—Rs 5 only.

A book of significant contributions to the to the understanding of our national culture.

5. Mahendranather Jivan o vani—A short biograppy of the great sadhaka and scholar based on materials dictated personally by him—Rs 2 only.

These books are available at the office of the Parishat.

The Parishat has got the serivces of 24scholars who have gladly acepted to prepare volumes of the Rigveda in the light of the resolutions of the Editorial Board. After a Scholar writes and prepares his volume,a small subcommittee of the Board will supervise the work and after necessary corrections, development and editing will send the manuscripts to the Press. There are many eager readers who frequently ask the Parishat as to the price of the volumes and the time when they are likely to be published. As we have not enough men and enough money, it is very very difficult to give any assurance in the matter. In the chaotic conditions of the market, it is also very difficult to tell anything about the price. But it is the desire of the Parishat that the proposed twenty-five volumes should not cost more than rupees hundred.

Our funds are very very short and we have practically no workers. Herewith is an appeal which was circulated previously.

AN APPEAL

Dear friend! Free India must know herself. There is doubt and despair in every sphere of life in the big world. The unhappy world looks forward to India for spiritual solace and moral upliftment.

Dear comrade! should we not hold aloft the banner of our spiritual culture and try to spread the eternal gospel of Unity and Love, the immortal gift of the Rishis to the benighted world. A cultural association, open to all and sundry, was established on the 11th Nov 1950 in a meeting of the, citizens of Calcutta. The aims and objects, the ideals and aspirations of the association, which has been working in the name of the Bharat-Sanskriti Parishat appears from the memorandum of association. The Parishat has established and is establishing branches all over the country. It has published books which have been welcomed in the Press as harbingers of life and light. People are daily joining our ranks to further the cause of the association.

You are a man of sweetness and culture.

Are you not coming with us in this holy battle for the revival of the Vedic culture ?

You may render any help you would like to do but you may not spend a single pice. If you love us, if you love our ideas, if you spread our gospel of good-will and peace, you are one of us.

But those who desire may enrich themselves by possessing their own copies of our renowned publications. They may join the fraternity of workers and work with us. No work is too low for us, no service is too mean to make you look small. If you wish to be a member, you shall not have to pay anything as monthly or yearly subscription. You become a life-member by paying a very small donation once for all and exercise your rights and privileges all your life.

We fervenlty appeal to you, be proud and happy citizens of glorious Mother India to come forward and work with us.

Dear associate, let us make this life happy and bright. Let our service and devotion make India the leader of nations and guide of the world. Let us be happy and make others so, by selflessly serving in the goodly path of infinite bliss and progress.

Bharat-Sanskriti Parishat or the Academy of Indian Culture is yours. so your enquries are welcome to us. All remittances and corespondences be made at Aloka-Tirtha, Plot 467, New Alipore calcutta-33.

We fervently appeal to you all for your hearty co-operation. Any donation or subscription will be thankfully received by the

Assistant-Secretary,
Sja Pritirani Das.

But our experience for ten years makes it evident that the big task of preparing and publishing the Rigveda in 25 volumes is not possible with the help of individuals. Our Welfare State must come forward and make us liberal grants. Now-a-days voluntary work is difficult to get. Workers are to be paid for their services. We therefore fervently appeal to our Central Government for the magnificent contribution of one lakh of rupees.

The scholars who have undertaken to prepare the volumes are Swami Jagadisharananda, Sj Kshitish Chandra Sastri Panchas-Tirtha, Sj Dinabandhu Vedasastri, Si Haraprasad Roy, Sj Durgamohan Bhattacharya. Si Shivprasad Bhattacharya, Dr Jotindrabimal Chowdury, Sj Bamadeva Bhattacharya, Sj Satyaranjan Banerjee, Sj Haranath Sastri, Sj Narayan Bhattacharya, Sj Bimanbihari Bhattacharya, Sj Gopendramohan Sankhyatirtha, Sj Nripen dra Goswami, Sj Basanta Kumar Chatterjee, Sj Gurusankar Mukherjee, Sj Kumudranjan Roy, Sj Bidhubhusan Saptatirtha, Sj Mani Chakraverty, Sj Dinesh Ch Sastri, Sj Chintaharan Chakravarty, Sja Gouri Chowdury, Sj Niranjanswarup Brahmachari Navatirtha, Sj Ayodhyanath Sastri.

Our task is heavy and our resources are poor. But we believe in God's grace—we have no capacity to carry on this mission unless the great Lord wishes it. Therefore let us bow down in the deepest humility and await for his guidance and inspiration. I append herewith the blessings recceived for our laudablep roject.

Blessings

Dr Sarvapalli Radhakrishnan, the eminent philosspher and the popular Vice-President of India has written :—"It is a stupendous undertaking and it may take some years to complete and it requires scholarly and financial support."

Dr B. C. Roy, Chief-Minister, West Bengal has written :—

"I hope your book will fill the shelves of all book-lovers."

THE PRICE OF A SONG

There was a miserly King. His courtiers vied with one another in niggardliness and were parsimony personified. Even the citizens were a prototype and pattern of economy and thrift. The sentry stood guard countermanding admittance to all but those on missions of money or matters of state.

Everything was for essential and insuperable use and nothing that was redundant or not necessary. There was neither filigree nor embroidery, nor bright *bijouterie* in insignia and apparels of state to pronounce regal splendour.

Neither artists nor art and neither music nor dance were there. There was neither a poet's pen, nor a painter's brush over canvas and easel, nor a sculptor plying his chisel from day to day, forgetful of the hours of repast and rest, during days and nights,

Piles were heaped upon piles of money, like accumulating misfortunes to pursue and punish a hapless man, marked by destiny, to be struck by fate in a foreseeable future.

One day a handsome 'Nat' (dancer and musician) Malyaban by name, accompanied by his Natee (female dancer and singer) Manorama by name, of exquisite beauty and accomplishment, his consort and partner too in dance and duet song, with a troupe of artists, happened per chance to come to such a court in course of their itinerary.

The king's only pleasure consisted in counting and recounting his hoards in his lonely treasure trove.

It mattered little to the King and his courtiers to discriminate between a rhapsody of fine tunes and a bunch of ripe bananas !

Such were the King and his courtiers -who were seated in Court, whom Malyaban greeted with profound reverence, after bowing lowly to the King on the throne.

He entreated the King te permit him to treat the King and his Durbar to a performance of music with song and dance, instruments and accompaniments. The king looked worried. For what, after all, was to be gained thereby ?

Mere waste of money and loss of sleep with expenses besides for decoration and dress, invitation and illumination ! Malyaban understood and assured them that his was an art for the sake of art itself. He cared not for money nor remuneration. He wanted nothing that was not offered by them out of their own satisfaction, such as words of cheer and gifts of encouragement entirely on their own, in appreciation of his performance, if only it happened to please them. Doubts dispelled, - the assent was readily given, by the miserly monarch.

Malyaban took the stage and started alone, at first, a shy tremulous solo, softly and slowly rising to the paean of praise, addressed to the goddess Saraswati, the heavenly Muse for inspiration and effect. The melody of the music seemed to gush forth and spill over all round. Malyaban danced and sang and the audience wondered—'Was it Arjuna disguised as Brihannala, displaying dance and music, before the King of Virata in the days of Mahabharata ?

It was a performance of love for the art by the artists themselves and for no other consideration. It was a song for a song only, unless perhaps an encore or applause might fall from the lips of a connoiseur of art or a gift or present might be offered by hands that obeyed the urge from their eyes

and ears. Their dearest meed was the hearers' appreciation.

The King and his courtiers sat well at ease and free of care, since expenses were not to be incurred or entered in their books of cash or ledger for the matter of that.

The music went on. The appeal went higher,—from coarse to fine,—from exoteric to esoteric plane of music,—from high aesthetic sense to higher spiritual experience. It was a divine duet—by Mulyaban and Manorama. Their voices flourished and fell in cadence, sonorous and sweet,—to their respective advantage as they mingled and harmonised—in intimate unison.

A quarter of the night passed away. Enthusiasm seemed to wane. Not a word of encouragement,—nor a gift or present. It was midnight and hope deferred made the heart sick. It was an assemblage of beautiful ladies and stately figures of gallant Samanta Kings, who were all apparently charmed with the music, the like of which they had never heard before.

When the night wore three quarters away, —Monorama addressed Malyaban in a soft inaudible whisper.—"Alas! my lord, my spirit sustains me no longer. Weary with fatigue, I fail to weave fresh and delicate rhythms into my steps any more.

My voice grows heavy and makes it trying for me to maintain the lilt of the song in consonance with the rhythm of the steps.

Meseems we are raising a cry in the wilderness,—or what is worse,—casting pearls before the denizens of the forest and looking fondly for their appreciation. I am afraid, lest towards the end of the night, steps should falter, out of sheer fatigue and a break in rhythm or in lilt should mar the spell and spell disaster in this fateful soiree, for want of a nod of encouragement or a smile of cheer."

Malyaban turned round and with a sidelong look of love kindled life into her and instilled fresh and matutinal cheer, into her heart. He partly whispered and partly sang his theme—and it acted like *aqua vitae* to the parching lips and sinking heart of his pale and languishing partner :—

"My cherub, my peri, the eternal partner of my life! hast not thou been to me, for ever and a day, an incarnation of music, winning applause from enthralled and infatuated hearts under your peerless charm and charming performance. Have patience, darling, and be a jovial companion—a *bon vivant* at this moment of supreme ordeal.

Break not the rhythm. Falter not even for the twinkling of an eye. Become alive and enlivened with the profound power of joy and dive into the depth of harmony. Break not the symphony of music, my minstrel dear, maintain the tune and timber in thy voice, the rhythm in thy tinkling anklets in consonance with the timing and tintinnabulation of the timbrels and tambourines. Let not thy voice fail or thy steps play thee false, not for the nonce, but for all time to come, in the proscenium of life.

We have not broken its rhythm ever before, nor shall we break it ever afterwards. Have patience my love, the night is fast wearing to a close, I entreat yon to contribute your highest and very best. Sing with ease and perform with elegance out of the intrinsic ecstasy of your own being.

Away with the love of pelf and thirst for praise. The precision of rhythm and the harmony of music are all I care for at the moment,—for this is the supreme moment for both of us for ablution from the sin of selling whilom this sacred and divine art for execrable lucre."

He raised his voice and sang on : "This art empyrean is not a commodity for exchange nor one for sale. Let it alone in its meridian height, far above the glamour for thirsty eyes and lusty ears, far above the rough and tumble, the wear and use in earth or heaven, even above the need of the soul's Salvation,—a joy for joy's sake or else for nothing.

Lord Krishna, the King of dancers, dances with the load of Gobardhan poised on the little finger of his left hand and plays his roundelays in Brindaban for sheer joy, giving rise to rhythms new, shedding lustre and spreading delight."

The light sprightly feet of the inspired partner echoed their approval in a deft response that was made by her playful tinklers and her melifluous voice.

New strains of melody gushed forth from the voice of Malyaban, like the gurgling of a fountain of joy at the enlivening touch, his feet received, from the feet of his adroit and winsome partner, much like the spray of radiant blossoms that burst into life from the buds of the Ashoke tree of olden days at the touch of the feet of a dainty damsel.

The divine ecstasy of metred music beats to the rhythm of the Master Musician, who turns round each star and planet and burning heavenly body in their respective orbits in their proper and particular pathways,—while the Musician's mind constitutes the mystic centre of this phenomenal world.

The rhythm of the heart beat, the ripples in the arteries, the waves in the nerves are, one and all, parts of the contrivance of the self-same music and constitutes the composition of a concerted symphony.

Stillness prevailed and there was silence serene. Not a voice spoke, nor a child moved its limbs. A wink of the eyes would break the silence and be audible as it were! Not a breath stirred nor an eyelid fell. They looked and listened and sat still as statues of stone or as pictures on a painted canvas.

They were lost and immersed in a transport of ecstasy or a state of 'samadhi' as it were.

The night melted away as the morning star, the harbinger of light, announced the hour of matins, for morning song and early prayers.

Slowly came forward an austere ascetic, shedding rays as it were from his lustrous eyes and mortified body. He knelt down with profound reverence,—took off the only covering from his bare body,—a coarse woollen blanket,—and offered it to the dancing couple. It looked like the offering of a devotee, sanctified with a feeling of devotion and gratitude.

Next came a Samanta Raj,—who sat so long by the side of the King. He nodded with courtesy and humility as he took off the precious necklace with gems and jewels from his own neck and placed it round the neck of Malyaban.

The king's own daughter,—the beautiful princess in her teens,—came last of all. With a supreme effort, she shook off her maidenly coyness, caught hold of the confused Manorama and, after taking off her own gold and diamond bracelets, put them round her supple and shapely wrists.

The miserly king, was struck dumb with astonishment and after sometime, with curiosity writ large on his face, enquired thus of them :—"Please tell me all of you, one by one, what made you forsake your precious things for a moment's pleasure of song and dance" ?

The ascetic said, "Oh king! fain would I

attempt to describe to you, what I have got out of the music tonight. 'Break not the rhythm',—the Nat sang at a critical moment of my life, when doubt and disbelief were going to wreck my soul. Attracted by illumination and music, I came in here, like a dazzled insect, drawn by fire for immolation or enjoyment, I know not what. It was fire indeed for it burnt the baser parts of my being and aroused my purer self. I could listen to an inner voice.—the voice of my Guru as it were,—that conveyed to me a message of fidelity and faith as it said—'Break not the rhythm my child: the dark night of suffering and struggle will soon pass away, and the sun will rise to dispel all your gloom and melancholy,'—I will depart forthwith to work out the final emancipation of my soul, through prayer and contemplation:"

The Samanta Raj spoke next:—'Listen O King! what great good the dancing couple has done tonight. I came, as a wolf in a sheep's disguise, with a dark hideous design. I would lie in ambush and pounce upon you and your people at the opportune moment and engulf your kingdom in devastation and ruin. 'Break not the rhythm,'—they sang,—and made me realize the consequences of my own nefarious purpose,—an endless chain of aggression and retaliation that would consume us all and spare nobody."

It was the turn of the princess now. She looked like a snowdrop with her beautiful lotus-eyes fixed on the ground. In a low voice, mixed with humiliation and contrition, under the urge of sheer earnestness and truth, she confessed and said: "Sire! while you were absorbed in the manifold affairs of the State,—I was hunted by

P. C. PAUL
Dealers in LIME, SAND, STONE, CHIPS GRAVELS & CEMENT.
Manufacturer of Bricks, Tiles Soorkey
"পি, সি, পাল"
ইটের জন্যই বিখ্যাত
এই ইট দিয়ে বাড়ী তৈরী করে দেখুন, কেমন সুন্দর মনোমত, অথচ কত কম খরচে হয়।
—: কলিকাতা অফিস :—
১১৩এ, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স
ফোন নং : ৪৬-২৩৩৯
কলিকাতা-১৯
—: ব্রিকফিল্ডস্ :—
১। হায়াৎপুর, বজবজ-৮৬
২। চিত্রগঞ্জ, বজবজ-৮৭

wicked propensities that dig and delve like worms inside the bosom of poor weak mortals. I was burning in the flames of my own passion,—which, I foolishly thought,—was 'love' and I was counting the moments of this fateful night for the ultimate signal from my tempting inamorato to set out on a journey unto the *ultima thule*,—after the will-o-the wisp,—in the far-off horizon,—that tempts from far,—but as one follows flies.

The Nat and Nati roused me to my senses, as they sang tonight "Break,—not the rhythm—step not into the trap of temptation of the wily trickster, like a foolish flea invited into a spider's parlour, not to share a feast,—but to prepare one. Rein back! little rebel, thy unruly palfrey, the insane impulse of the flesh, lest it leads you into the inescapable morass, the veritable slough of despond. Keep your feet firm on the ground and be true to your own,—your very own rhythm. Lest like a rivulet in spate you go astray with muddy water, tarnish thy name and eat away the very shores that bound you with affectionate care. Forget not for a while, that you are hunted like a hind by a guileful hunter with a show of love and the bait of a dead-sea-apple that looks red but tastes bitter. Forget not for a moment, the great moment of life,—when two hearts and four eyes meet and unite in benediction and bliss,—and walk along the sacred 'Seven Steps' of the sacrament of marriage, to guard against a slip of foot in the slippery and sinuous course of life.

The song of the dancers, O King! thus whispered admonition into my ears. hastened my thoughts and saved me from disaster."

The king was entirely overwhelmed to realize the far-reaching effects that the music produced. His heart was soaked, through and through with feelings of tenderness and profound gratitude.

Like a bald and arid land, unaccustomed to the sight of clouds and shower of rain,—the king's heart put forth its first bud and blossom of the season.

As a souvenir of grace, the king took off his own diamond necklace and said, as he placed it round the neck of Malyaban,—"Friend, I am afraid, it falls far short of being a decoration worthy of thee."

He made Malyaban and Manorama accept the position of the first expounders of the art of music and they became the finest ornaments of his imperial court.

—Kalikinkar Sengupta.

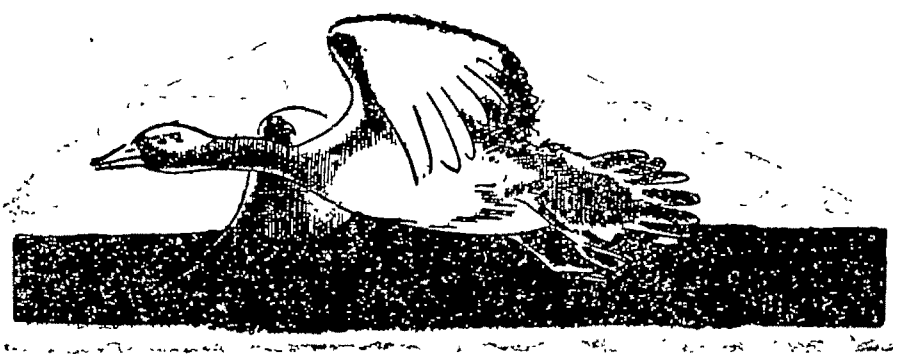

भारत-संस्कृति-परिषत्

—ः निवेदन ः—

भारत संस्कृति-परिषत् का एकमात्र उद्देश्य विश्व के लोगों में भारतीय संस्कृति का ार एवं हमारी जातीय परम्परा के प्राचीन गौरव की रक्षा अथच समुन्नत करना है। इस ेश्य के निमित्त परिषत् भारतवर्ष के विभिन्न भागों के आदिवासी तथा पिछड़े वर्गों के ्य एवं विश्व के विभिन्न देशों में सांस्कृतिक दल भेजेगी। यह संस्था भारत की धार्मिक तकों एवं पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित करेगी। भारतीय संस्कृति की कई प्रतियाँ अंग्रेजी षा में एवं "भारत-संस्कृति ग्रन्थमाला" नाम से बंगला भाषा में भी प्रकाशित करेगी। नाटक, चित्र, एवं अन्य उपलब्ध साधनों के द्वारा सत्य, अहिंसा, त्याग एवं सेवा के महान आदर्श जनेपयोगी बनायेगी, तथा समय समय पर वक्तृता (Lecture) प्रस्तुत करेगी। ८६१ के धारा न० २१ के अनुसार इस संस्था को स्वीकृति मिल चुकी है, तथा इसका प्रबन्ध कार्य-कारिणी-समिति द्वारा किया जाता है।

साधारणतः इसमें सदस्यों की चार श्रेणियाँ हैं :—

(१) वे जो १०००) या ज्यादा रुपया देंगे, वे संस्था के संरक्षक माने जायेंगे और हें परिषत् द्वारा प्रकाशित सारी पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जायेंगी।

(२) वे जो ५००) या अधिक रुपया देंगे, वे संस्था के उच्च हितैषी माने जायेंगे उन्हें आधी कीमत पर पुस्तकें प्राप्त होंगी।

(३) जो १००) या उससे अधिक देंगे वे संस्था के विशेष सदस्य होंगे और उन्हें ा द्वारा प्रकाशित सकें तीन-चौथाई कीमत पर दी जायेंगी।

(४) जो १०) देंगे वे संस्था के साधारण सदस्य होंगे, उन्हें ७/८ कीमत पर पुस्तकें ा हो सकेंगी।

हम उत्साहपूर्वक सभी पुरुषों एवं महिलाओं से इस आनन्द-भण्डार के निमित्त अपना र्थक सहयोग देने के लिऐ निवेदन करते हैं। किसी प्रकार का दान या चन्दा नीचे लिखे से भेजा सकते हैं :—

सहायक मंत्री—श्रीमती प्रीतिरानी दास

भारत-संस्कृति-परिषत्

प्लट ४६७, 'के' ब्लाक, न्यु आलिपुर

कलकत्ता-३३

প্রবর্ত্তক-এর সুনির্বাচিত গ্রন্থ

শ্রীমতিলাল রায়ের

আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২·৭৫

(অগ্নিযুগের নিখুঁত প্রামাণ্য চিত্র)

জীবনসঙ্গিনী ৫৲

বাংলা সাহিত্যে অনুপম অবদান। সত্য কিন্তু উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর। উপহারের সেরা বই। ৬০০ পৃষ্ঠা।

বেদান্ত দর্শন—৭·৫০

'শনিবারের চিঠির'র মন্তব্য : "ব্রহ্মসূত্রের এমন বিশ্লেষণমূলক সহজ ব্যাখ্যা বাংলায় আর নাই। ইহা নূতন সৃষ্টি।"

পরমহংস উপানন্দ মহারাজের

আত্মার আলো—১৲

স্বামী জগদীশ্বরানন্দজীর

গীতার আলো—১·৫০

ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকারের

প্রজ্ঞার আলো—১·২৫

অশ্বিনীকুমারের

ঘুমায়িত পৃথিবী ২·৫০

রম্যরচনার ভঙ্গীতে সামাজিক উপন্যাস-অধ্যাপক শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় এম-এ (বাংলা) বি-টি, এম-এ (শিক্ষাবিজ্ঞান)

ইস্কুলের ইতিবৃত্ত ৭৲

(পশ্চিম খণ্ড)

সদ্য প্রকাশিত এই গ্রন্থের 'পশ্চিম খণ্ডে' আছে আদিম মানব-সমাজ, মিশর, হিব্রু, গ্রীস, রোম, ফ্রান্স, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, জার্মানী এবং আমেরিকার স্কুল ও স্কুলের শিক্ষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। সেই সঙ্গে আছে শিক্ষামনীষীদের জীবনী ও শিক্ষাদর্শনের পরিচয়। কেবল ইতিহাসই নয়, সমাজতত্ত্ব, গণ-মনন, মনোবিদ্যাও ব্যাখ্যাত। বাংলা ভাষা কেন, সর্বভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় এ ধরণের গ্রন্থ এই-ই প্রথম।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব"

(সংবর্ধিত ২য় সং)—৭·৫০

অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র রায়

"বাংলা-পড়ানোর নূতন-পদ্ধতি"—২·৫০

অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর

"সাহিত্যিকী"—২৲

Srinibas Bhattacharjee

Society & Education—Rs. 2/.

সত্যনারায়ণ লাহিড়ী এম এ, বি-টি

"ক্লয়েড ও বর্তমান চিন্তাধারা"—১৲

শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্যের

মীরাবাঈ ৪৷৷০

মীরাবাঈ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য গ্রন্থ মীরার জীবন ও পরিচয়, মীরা-সাহিত্য, মীরার অধ্যাত্ম জীবন, মীরার ভজনাবলী—এই চারিখণ্ডে গ্রন্থখানি বিভক্ত। চিত্রবহুল। বোর্ড বাঁধাই।

ডক্টর হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরীর

অমৃতের সন্ধান ৬৷৷০

(উপনিষদের সারমর্ম)

প্রাচীন ও অর্বাচীন উপনিষৎসমূহের মূল তত্ত্বাবলী সম্পর্কে তুলনামূলক বিচার এবং বিভিন্ন আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশধারার গবেষণামূলক আলোচনা।

জ্যোতিষাচার্য শ্রীজগদীশ সেনের

রত্নম্ ৩৷৷০

গ্রহ ও রত্ন এবং তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। রত্নের উৎপত্তি, প্রাপ্তিস্থান, রাসায়নিক গুণাগুণ ও বিভিন্ন রত্ন পরিচয়ের বিস্তারিত বিবরণ। গ্রহবৈগুণ্যে বা সৌভাগ্যবর্ধনে এবং রোগবিশেষ রত্ন ধারণের বিধি-ব্যবস্থা এই পুস্তকে মিলিবে। রত্নসমূহের এক ও বহুবর্ণের চিত্রসম্ভার।

শ্রীরবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

অরবিন্দ-রবীন্দ্র ৪৲

অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন : "বইখানি অপূর্ব।" ডক্টর রাধাবিনোদ পাল বলেন : "I do not know when a book so absorbed and stirred me."

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু অনুলিখিত

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৫৲

অর্ধ শতাব্দীর বাংলার নিখুঁত আলেখ্য। প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের বিস্তৃত পরিশিষ্ট।

প্রবর্ত্তক

অগ্নিযুগের ঐতিহ্যবাহী শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্রিকা। বৈশাখে বর্ষারম্ভ। ৪৩ বর্ষ চলিতেছে। সডাক বার্ষিক ৪·৭৫ টাকা।

প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স

৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১২

The General Assurance Society Ltd.

FOR SERVICE & SECURITY

A leading General Insurance Company transacting Fire, Marine, Motor and Miscellaneous Insurance Business.

Head Office :—

8, DALHOUSIE SQUARE EAST
CALCUTTA-1

Branches in all important places in India & Pakistan.

. N. Dangali
nager & Underwriter.

B. L. Jalan
Chairman.

নামকরা শিল্পীদের রেকর্ডের গান
ও
তার স্বরলিপি পেতে হোলে
"সুর ও শিল্পী"
(মাসিক পত্রিকা)
কিনুন।
মূল্য—সডাক ১'১৬ নয়া পয়সা
বার্ষিক চাঁদা—বার টাকা
—: প্রাপ্তিস্থান :—
১৪৩ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা—২৬

সারকুলার কেবিন!
অভিজাত রেস্তরাঁ এবং চা বিপণি!
আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।
সেবা ও সততাই আমাদের মূলধন।
আমরা যত্নের সহিত অর্ডারমত দ্রব্যাদি
সরবরাহও করিয়া থাকি।
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সাহা—প্রোপ্রাইটর
৯২ নং টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, নিউ আলিপুর
কলিকাতা—৩৩ ফোন ৪৫-৩৭৫০

এস. বি. মহাজন এণ্ড সন্স
গিনি সোনার অলংকারের একমাত্র
নির্ভরযোগ্য নির্ম্মাতা ও বিক্রেতা
৪০ টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা—৩৩

চলার পথে! চলার পথে
উপন্যাস
মূল্য তিন টাকা মাত্র
বাংলা সাহিত্যে এত বড় বৃহৎ পটভূমিকায়
লেখা উপন্যাস আর নাই
আজই পড়ুন
আলোক-তীর্থ প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর কলিকাতা-৩৩

ঋগ্বেদ! ঋগ্বেদ!
ভারতের অমূল্য অমৃত-সম্পৎ!!
সকলের ঘরে দিবার জন্য
ভারত-সংস্কৃতি পরিষৎ এক বিরাট আয়োজন করিয়াছেন।
দ্বিতীয় মণ্ডল এক খণ্ডে, দশম ও প্রথম মণ্ডল প্রত্যেকে চারি খণ্ডে, অষ্টম মণ্ডল ৩ খ
আর বাকি মণ্ডলগুলি প্রত্যেকে দুই খণ্ডে—এই ২৪ খণ্ডে সমগ্র ঋগ্বেদ প্রকাশ করা হইবে
প্রত্যেক খণ্ডে মূল, অন্বয় ও শব্দার্থ, গদ্যানুবাদ, টীকা ও একটি বিস্তৃত ভূমিকা থাকিবে।
একটি অতিরিক্ত খণ্ডে বেদ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্ঞাতব্য মনীষিগণের প্রবন্ধ সন্তা
অলঙ্কৃত করিয়া বাহির করা হইবে।
দেশের প্রত্যেক নর ও নারী এই মহাযজ্ঞে যোগ দিন।
ভারত-সংস্কৃতি পরিষৎ
আলোক-তীর্থ
ব্লক কে, প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩

৩৮ নং শিবনারায়ণ দাস লেন, রাশীশ্রী প্রেস হইতে মুদ্রিত

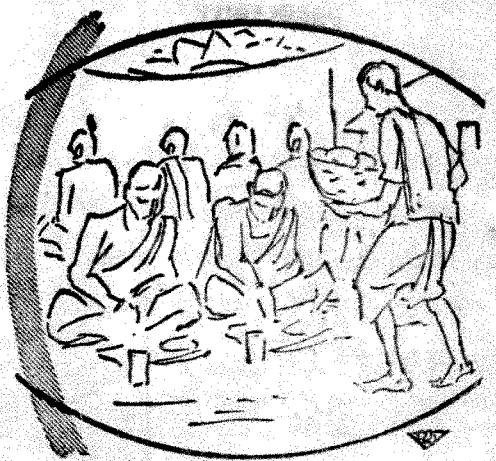

LAKHMI
GHEE
GIVES HEALTH
AND HAPPINESS

LAKHMIDAS PREMJI
8, BOWBAZAR STREET, CALCUTTA.

MENDED-2008

The Glory of India

lies
in her
Tradition
Cult
and
Culture

UNIQUE
COMBINATION
OF ALL THESE
IS AT THE
ROOT OF LILY'S
COUNTRY-WIDE
REPUTATION
AND
POPULARITY

LILY BISCUITS

LILY BISCUIT CO., PRIVATE LTD. CALCUTTA-4

প্রচ্ছদপট মুদ্রক—দীপ্তি প্রিন্টিং, ৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলি—১২